KIRATARJUN

OF

BHARAVI

IN BENGALI VERSE

PART I.

BY

NOBIN CHANDRA DAS, KAVI-GUNAKAR M.A., B.L.,

OF THE PROVINCIAL SERVICE,
FORMERLY LAW-LECTURER OF THE CHITTAGONG COLLEGE,
AUTHOR OF "RAGHU-VAMSA" & "SISUPAL BADHA" IN
BENGALI, "ANCIENT GEOGRAPHY OF ASIA,"
"MIRACLES OF BUDDHA",
"SOKA-GITI" &c.

1906.

ভারবি কৃত

কিরাতার্জ্জুন।

বঙ্গানুবাদ। প্রথম ভাগ।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর এম্, এ, বি, এল,।

মূল্য ৷৷০ টাকা।

শ্রদ্ধার উৎসর্গ।

রবির কিরণ চন্দ্রে করে সমুজ্জ্বল,
সরোজিনী ফুল্ল চারু কিরণ-সুহাসে *;
কিরণ চন্দ্রের করে প্রজার মঙ্গল,
উজলিলা নীলমণি-নির্ম্মিত নিবাসে †
চারু চন্দ্র-সমাদৃত, শোভিত জ্যোৎস্নায়; ‡
উজ্জ্বল কিরণ চন্দ্র চৌষট্টি কলায় §।
"স্বাভাবিক মধুরতা বিশ্বাস অপার
লাগিয়া রয়েছে যেন নয়নে তাঁহার,
দর্শনেই সম্ভাষণ সূচিত যেমতি,
প্রকাশে পবিত্র চিত্ত প্রশান্ত মূরতি" ‖।
ভারবি-কবিতাকুঞ্জে উৎসাহে তাঁহার
পশিয়া গাঁথিনু মালা কুসুমের দলে,
অর্পিনু শ্রদ্ধার এই ক্ষুদ্র উপহার
কৃতজ্ঞতা-বশে তাঁর শ্রীকর-কমলে।

চট্টগ্রাম। বিনয়াবনত
Fairy Tank Lodge, 19th Sept. 1906, শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।

---

* সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হইলে কলাক্রমে চন্দ্রের প্রকাশ হয়। সরোজিনী—পদ্মপুষ্প, অন্য অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে I. C. S. মহোদয়ের লক্ষ্মীপ্রতিমা সহধর্ম্মিণী। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য—

"দিনে দিনে সুত প্রতি রাজার যতন, পিতৃস্নেহে শিশুদেহ বাড়ে মনোহর,
পশে যবে সৌর প্রভা অন্তরে আপন, কলাক্রমে বাড়ে যথা বাল শশধর।" রঘুঃ ৩ সঃ ২২

"সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়ো মূর্চ্ছিতাস্তমো নৈশং ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদরনিহিতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ॥" বরাহ সংহিতা।

† এক অর্থে নীলমণিময় অর্থাৎ সুনীল আকাশ। অন্য অর্থে মাননীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি দে মহাশয়ের বাটী।

‡ অন্য অর্থে মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আদরের স্থান। শ্রীমান্ জ্যোৎস্না কুমার দে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র।

§ নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি কলাত্মক ললিত বিদ্যা। রঘুবংশের ৮ম সর্গ ৬৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‖ ভারবির ব্যাস-বর্ণনার এই শ্লোক কিরণচন্দ্র দে মহোদয়ের গুণগ্রামের অনুরূপ যথা—

"অনুদ্ধতাকারতয়া বিবিক্তাং তন্বন্তং অন্তঃকরণস্য বৃত্তিং।
মাধুর্য্য-বিস্রম্ভ-বিশেষ-ভাজা কৃতোপসম্ভাষং ইবেক্ষিতেন॥" কিরাতঃ ৩ সঃ ৩।

মহাকবি ভারবির জীবনী।

" এই মহাকবি সুবিখ্যাত 'কিরাতার্জ্জুনীয়' নামক মহাকাব্যের রচয়িতা। ভারবির জীবনবৃত্তান্ত একান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন, তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা নিম্নলিখিত বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

ভারবিকৃত 'কিরাতার্জ্জুনীয়' ও মাঘকৃত 'শিশুপাল বধ' আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে জানা যায় প্রথমোক্ত কাব্যখানি শৈবগণের, দ্বিতীয় খানি বৈষ্ণবগণের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল। কিরাতার্জ্জুনীয়ে শৈবগণের উপাস্যদেব শিবের প্রাধান্য ও শিশুপাল বধে বৈষ্ণবগণের উপাস্য দেব বিষ্ণু বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক জন আর্য্যাবর্ত্তবাসী ও অপর ব্যক্তি দক্ষিণাপথের অধিবাসী। যখন আমরা কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যে হিমালয় প্রদেশ ও ইন্দ্রকীল পর্ব্বত এবং কিরাতজাতির বর্ণনা পাঠ করি, তখন মনে হয় নিশ্চয়ই এই কবি হিমালয় সন্নিহিত কোন প্রদেশে বাস করিতেন।

যিনি ভারবির হিমালয় পর্ব্বতের বর্ণনা পাঠ করিয়া হিমালয় সন্নিহিত স্থানে গমন করিবেন তিনি উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অদ্যাপি সিকিমের উত্তরে ইন্দ্রকীল নামক একটী পর্ব্বতাংশ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা ও অধিত্যকাস্থ সকল স্থানেই কিরাত জাতির বাস আছে। এখন উহাদিগকে কিরাতী বলে। রাজকীয় বিজ্ঞাপনীতেও ঐ জাতি কিরাতি নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয় ভারবি হিমালয় সন্নিহিত কোন জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন ভারবি ও মাঘ সমসাময়িক কিন্তু উহা সত্য নহে। কারণ প্রথমতঃ একটী বচন প্রচলিত আছে যথা—

" ভারবের্ভা-রবির্ভাতি যাবৎ মাঘস্য নোদয়ঃ
উদিতে চ পুনর্মাঘে ভারবের্ভা রবেরিব।" *

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে ভারবির পর মাঘের উদয় হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিবিধ গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন ৮ম খৃষ্টাব্দের শেষ-

---

* "ভারবির প্রভা-রবি আগে সুপ্রখর
মাঘোদয়ে হ'ল মৃদু যথা দিনকর।"

এই সংস্কৃত শ্লোকের শেষ ভাগ কাহারো মতে এইরূপ—"উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ"। ইহা সমীচীন নহে।

ভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে মাঘ কবি জন্মগ্রহণ করেন, ভারবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক ভারবি মাঘের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ ৫৫৬ শকাব্দে রাজা পুলি কেশরী কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক খানি তাম্রশাসনে কালিদাস ও ভারবির নাম দৃষ্ট হয়, নিম্নে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা গেল।

"যেনা যোজি নবেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিত কালিদাস ভারবিকীর্ত্তিঃ॥"

এই প্রসিদ্ধ তাম্র শাসন দ্বারা নির্ণয় হইতেছে মহাকবি ভারবি অন্ততঃ খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারবি ও মাঘের কবিতাগত অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য দর্শনে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে এক জন অপরের অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে যিনি বিচার করিবেন তিনি নিশ্চয় বলিবেন মাঘ ভারবির কাব্যকেই আদর্শ করিয়া তাঁহার শিশুপাল বধ রচনা করিয়াছেন। যদিও ভারবি ও মাঘ উভয়েই প্রগাঢ় রাজ-নৈতিক ছিলেন তথাপি দার্শনিক জ্ঞান ভারবি অপেক্ষা মাঘের অধিক ছিল। তজ্জন্য আমরা ভারবির কাব্যে দার্শনিক কথা কদাচিৎ প্রাপ্ত হই। কিন্তু মাঘের শিশুপাল বধে সাংখ্য, উত্তরমীমাংসা, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল দর্শনের কথাই পাঠ করিয়া থাকি। তবে ভারবির কবিত্ব কতকটা নৈসর্গিক, কিন্তু মাঘের কবিতা কঠোর পরিশ্রমের ফল। ভারবির কবিতা অধিক রমণীয় ও সহজবোধ্য। গবেষণা দ্বারা কালিদাস, মাঘ, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির জীবন-বৃত্তান্ত কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভারবির জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে উহার অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইলেও অনেক পরিমাণে তৃপ্তিলাভ হইত।" *

নিম্ন শ্লোকে কালিদাস, ভারবি ও মাঘের কাব্যের বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা— "উপমায় কালিদাস নিরুপম ভবে,
ভারবি তেমতি খ্যাত অর্থের গৌরবে;
পদের লালিত্য হেতু নৈষধ মধুর,
আছে এই গুণত্রয় মাঘেতে প্রচুর † ॥"

* পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শিরোমণি কৃত "শব্দার্থমঞ্জরী" অভিধানের পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত। মৎকৃত "শিশুপাল বধের" বঙ্গানুবাদ দ্বিতীয় ভাগে মাঘের জীবনী দ্রষ্টব্য।

† শিশুপাল বধ (বঙ্গানুবাদ) প্রথম সর্গের উৎসর্গপত্রে ও পর পৃষ্ঠার মূল শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"এই অমর কবিবরের আবির্ভাবে ভারত ভূমির কোন্ স্থান যে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবাদ, কবি ভারবি গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন কালে গুরুর হোমধেনু রক্ষার জন্য প্রতিদিন হিমালয়ের মনোরম সানু-কাননাদিতে পরিভ্রমণ করিতেন। হিমগিরির নিকুঞ্জ পুঞ্জ প্রভৃতিতে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি-দর্শনে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে কবিত্ব বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে কবিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হইলেন। একদিন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে দ্বৈতবন-নিবাসী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন হইতে তিনি প্রত্যহ গোরক্ষাচ্ছলে নির্জ্জন শৈল-কুঞ্জে আসিয়া উপবেশন করিতেন। তাঁহার অদূরে হোমধেনু স্বেচ্ছাচার ও স্বৈর-গমনাদি সুখানুভব করিত। আর এক দিকে তিনি হিমগিরির মঞ্জুল-তম নিকুঞ্জে বসিয়া এক এক খানি ভূর্জ্জপত্র লইয়া তদুপরি ৩।৪টী বা ততোধিক শ্লোক রচনা করিতেন। মহাকবি ভারবি এই রূপে প্রতিদিনের রচিত শ্লোক-গুলি একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক "কিরাতার্জ্জুনীয়" নাম দিয়া এই পরম উপাদেয় মহাকাব্য খানি প্রচার করেন।

"মহাকবি ভারবি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত সরস মধুর কবিতাবলীর পদপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসেই সহৃদয় মাত্রে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহার রচনা মধ্যে প্রসাদগুণই সবিশেষ প্রাধান্যের সহিত সমাদৃত হইয়াছে। প্রায় অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিবা মাত্র সহৃদয় পাঠকের হৃদয়-কন্দর আনন্দরসে প্লাবিত ও শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার কবিতাগুলি কেবল যে প্রসাদপূর্ণ পদকদম্ব দ্বারাই পরিশোভিত তাহা নহে; অন্তর্নিহিত গভীর ভাবার্থ সমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশ চাতুর্য্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অনন্য-সাধারণতা লাভ করিয়াছে। মহাকবি ভারবির ললিত-মধুর রচনা অর্থ-গৌরবে যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা কাব্যরস-রসিক কোবিদগণের

""উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবং।
নৈষধে পদ-লালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥" *

* উপরে ।/০ পৃষ্ঠায় ইহার বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

এই বচনটি দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথও একটী শ্লোকে অন্তর-রস-পূর্ণ নারিকেল ফলের সহিত ভারবি কবির উক্তির তুলনা করিয়া রসিকদিগকে ইচ্ছামত ইহার সরস সারকথা আস্বাদন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। টীকাকার কৃত শ্লোকটী এই—

"নারিকেল-ফল-সম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্॥"

কবিবর ভারবি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব-সৌরভ তৎপরবর্ত্তী কালে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা ৫০৭ শকে উৎকীর্ণ ২য় পুলকেশীর শিলালিপিতে * একযোগে প্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের সহিত তাঁহার সমাবেশ দেখিতে পাই।" †

* এই শিলালিপির শ্লোক উপরে /০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

† বঙ্গের প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত "বিশ্বকোষ" অভিধান হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকরের উপাধি পত্র।*

শ্রীমন্নবীন কবয়ে কবিরাজ-কুলশ্রিয়ে।
উপাধিং প্রদদুর্ধীরাস্তস্মৈ কবি-গুণাকরম্॥

বিবিধগুণমণ্ডিতস্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস গুপ্তস্য কবিত্ব প্রমুখাভির্গুণাবলীভিরাকৃষ্টচিত্তা বয়ং কবিগুণাকরইত্যুপাধিনা তমলঙ্কুর্ম্ম। আশাস্মহে চ ভগবন্তং নবীনচন্দ্রোঽয়ং পূর্ণচন্দ্রবৎ চিরং পরিবর্দ্ধমানঃ সর্ব্বান্ আনন্দয়তু ইত্যলমতি প্রপঞ্চেন। বৈশাখস্য তৃতীয় দিবসীয়া লিপিরিয়ং। শকাব্দাঃ ১৮২৮।

কবিভূষণ ন্যায়রত্নোপাধিক
শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মা।

শিরোমণ্যুপাধিক
শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মা।

কাব্যতীর্থোপাধিক
শ্রীঅহিভূষণ শর্ম্মা।

ভাগবত রত্নোপাধিক
শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

স্মৃতিতীর্থোপাধিক
শ্রীদুর্গামোহন শর্ম্মা।

স্মৃতিরত্নোপাধিক
শ্রীপাশমোহন শর্ম্মা।

বাচস্পত্যুপাধিক
শ্রীশিতিকণ্ঠ শর্ম্মা।

চূড়ামণ্যুপাধিক
শ্রীতারাপ্রসন্ন শর্ম্মা।

সার্ব্বভৌমোপাধিক
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

মহামহোপাধ্যায়
তর্কপঞ্চাননোপাধিক
শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

তর্করত্নোপাধিক,
শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা।

তর্করত্নোপাধিক
শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মা।

ভাগবতভূষণোপাধিক
শ্রীপ্যারিলাল শর্ম্মা।

তর্করত্নোপাধিক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মা।

ন্যায়রত্নোপাধিক
শ্রী অবিনাশ চন্দ্র শর্ম্মা।

মহামহোপাধ্যায়
ন্যায়পঞ্চাননোপাধিক
শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মা
পূর্ব্বস্থলীনিবাসী।

স্মৃতিতীর্থোপাধিক
শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ শর্ম্মা।

এতে নবদ্বীপনিবাসিনঃ।

বিদ্যাভূষণোপাধিক
শ্রীগুরুচরণ দেবশর্ম্মা।

শাস্ত্র্যুপাধিক
শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

মহামহোপাধ্যায়
বিদ্যাভূষণোপাধিক
শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য এম,এ

---

* The title Kavi-Gunakar (Poet the Meritorious) is conferred by the Eminent Pandits of Navadwip and Purva-sthali on Sri Nabin Chandra Das, M.A. & B.L., of the Bengal Provincial Service, formerly Law-Lecturer of the Chittagong College, Author of "Raghu Vamsa," "Sisupal Badha" and "Kiratarjuniyam" in Bengali, of "Akasakusuma" and "Soka Giti," and of "Ancient Geography of Asia," "Miracles of Buddha" and "Antiquity of the Ramayana" in English শ্রীনবীনচন্দ্র দাসের বঙ্গীয় গ্রন্থাবলী—রঘুবংশ, শিশুপাল বধ ও কিরাতার্জ্জুনীয়ের বঙ্গানুবাদ, আকাশ-কুসুম ও শোকগীতি : ইংরেজী গ্রন্থাবলী—পুরাতন ভারতের ভূ বিবরণ, অদ্ভুত বুদ্ধ-চরিত ও রামায়ণের প্রাচীনত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ।

কিরাতার্জ্জুন।*

প্রথম সর্গ।

কৌরবের রাজলক্ষ্মী প্রজার পালন
জানিতে প্রেরিত হ'য়ে ব্রহ্মচারি বেশে
ফিরিল সে বনচর ল'য়ে বিবরণ
দ্বৈতবন মাঝে ধর্ম্ম-রাজের সকাশে †। ১

রাজারে প্রণমি চর নির্ব্যথ অন্তরে
কহিল কি রূপে রিপু শাসিছে মহীরে—
ইচ্ছা নাহি করে কভু হিতৈষী যে জন
বলিতে প্রভুরে প্রিয় অলীক বচন ‡। ২

* মহাকবি ভারবি কৃত "কিরাতার্জ্জুনীয়" কাব্যের বঙ্গানুবাদ। এতৎসম্বন্ধে মল্লিনাথের উদ্ধৃত নিম্ন শ্লোক দ্রষ্টব্য—

"নেতা মধ্যমপাণ্ডবো ভগবতো নারায়ণস্যাংশজঃ
তস্যোৎকর্ষকৃতেঽনুবর্ণ্যচরিতো দিব্যঃ কিরাতঃ পুনঃ।
শৃঙ্গারাদিরসোঽয়মত্র বিজয়ী বীরপ্রধানো রসঃ
শৈলাদ্যানি চ বর্ণিতানি বহুশো দিব্যাস্ত্রলাভঃ ফলং॥"

এই কাব্যের বিষয় লইয়া কবিবর মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন—

"ধর ধনুঃ সাবধানে, পার্থ মহারথী,
সামান্য মেনো না মনে ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে ; ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ,
বীর-বীর্য্যে আশালতা কর ফলবতী॥" কবিতাবলি।

† বনবাসী পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে অবস্থান কালে, দুর্য্যোধনের প্রজাপালনাদি রাজকার্য্য জানিবার জন্য এই বনচর প্রেরিত হইয়াছিল। দ্বৈতবন—সরস্বতী নদী তীরস্থ শোক-মোহ-রহিত বন।

‡ কপট-হিতৈষী ব্যক্তিরা অনেক সময়ে প্রভুর সন্তোষের জন্য আপাত-মনোরম মিথ্যা

শত্রুর নিপাতে রাজা উৎসুক অন্তর,
একান্তে আদেশ তাঁর ল'য়ে বনচর
কহিতে লাগিল সত্য উদার বচন,
রাজ্যের প্রকৃত তত্ত্ব করি নিরূপণ—৩

বনচরের উক্তি। "চর নৃপতির চক্ষুঃ, তাই ভৃত্যগণ
কার্য্যে রত হ'য়ে নাহি বঞ্চিবে রাজায়;
ক্ষম, প্রভু, মম প্রিয় অপ্রিয় বচন,
হিত মনোহর বাক্য দুর্লভ ধরায়! * ৪

বাক্য বলিয়া থাকে। এই বনচর প্রকৃতবাদী। দুর্য্যোধনের সুশাসন বিষয়ক অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। ৪র্থ শ্লোক ও তৎটীকা দ্রষ্টব্য।

মূল শ্লোক—

"ন বিব্যথে তস্য মনো, নহি প্রিয়ং।
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥" ২

* মূল শ্লোক—

"ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চার-চক্ষুষঃ
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥" ৪

নৃপতিগণ চার-চক্ষুঃ অর্থাৎ চরের দ্বারা নিজের ও অপর রাজগণের কার্য্যাকার্য্য বিলোকন করেন। যথা—

"গাবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন, বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ, চক্ষুর্ভ্যাং ইতরে জনাঃ"॥

দুর্য্যোধনের সু-শাসন বিষয়ক অপ্রিয় সত্য বলিতে সে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

মাঘকাব্যে এইরূপ আছে—

"ধন্য সে নৃপতি, বুদ্ধি শস্ত্র যাঁর,
সেনামন্ত্রী আদি অঙ্গ-ভূত তথা,
অভেদ্য মন্ত্রণা কবচ যাঁহার,
চর চক্ষুঃ যাঁর, দূত মুখে কথা।"

মৎকৃত শিশুপাল বধের অনুবাদ, ২ সঃ ৮২।

এই জন্য চর ও রাজকর্ম্মচারিগণ প্রভুকে সর্ব্বদা অপ্রিয় হইলেও সত্য বাক্য বলিবে। কারণ মিথ্যা বলিলে তদ্দ্বারা প্রভু প্রতারিত হন ও রাজ্যের অমঙ্গল ঘটে। বলা বাহুল্য অস্মদ্দেশীয় সর্ব্ব শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারিগণ রাজপুরুষদিগকে দেশের অবস্থা জ্ঞাপনাদি বিষয়ে সর্ব্বদা এই নীতির অনুযায়ী কার্য্য করিলে অধিকতর সুশাসনের প্রত্যাশা করা যায়।

"কু-সখা সে, প্রভুরে যে নাহি কহে হিত,
কু-প্রভু না শুনে হিতজনের বচন ;
রাজা ও অমাত্য যদি একত্রে মিলিত,
বিরাজেন রাজলক্ষ্মী তথা অনুক্ষণ *। ৫

"লোকের অবোধ্য সদা নৃপতি-চরিত,
আমরা পশুর সম জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ;
শত্রুর নিগূঢ় তত্ত্ব নীতি ব্যবহার †
যা কিছু জানিনু, সব প্রভাবে তোমার। ৬

দুর্য্যোধনের সু-শাসন।

"বনবাসী তুমি, রাজাসনে সুযোধন
তোমা হ'তে পরাভব আশঙ্কিয়া মনে
দ্যূত-ক্রীড়া ছলে জিত ধরারে এখন ‡
চাহেন আনিতে বশে নীতির বিধানে। ৭

"তবু সে কুটিল-মতি জিনিতে তোমায়
বাড়াইলা শুভ্র যশ গুণ-গরিমায়—
বিরোধ মহৎ সহ উন্নতির পথে
শ্রেয়তর, নীচ সহ সমাগম হ'তে §। ৮

* এই মহৎ নীতিবাক্যের সার্থকতা বর্ত্তমান রুষ ও জাপানের রাজনৈতিক ব্যাপারে পরিলক্ষিত হইবে।

† নীতি বা ষড়্গুণ প্রয়োগ যথা—

"সন্ধিবিগ্রহ যানানি সংস্থাপ্যাসনমেব চ।
দ্বৈধী ভাবশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ষড়্গুণা নীতিবেদিনাং ॥"

‡ দুর্য্যোধন কপট পাশা খেলার দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মূল শ্লোক এতদ্রূপ—

"সমুন্নয়ন্ ভূতিং অনার্য্য সঙ্গমাৎ।
বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ" ॥ ৮

§ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপালন অপেক্ষা যাহাতে তাঁহার রাজত্ব অধিকতর যশঃ শালী ও প্রজার সুখ-সম্পদ্ বিধায়ক হয় দুর্য্যোধন তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। মহৎ ব্যক্তির সহিত বিরোধ-পরায়ণ হওয়া উন্নতিকল্পে দুর্জ্জনের সহিত মিলিয়া থাকা অপেক্ষা ভাল, কেননা মহৎ ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিতে গেলে, অনেক গুণের আশ্রয় নিতে হয়, তাহা উন্নতি-বিধায়ক। নীচ জনের সহিত মিলনে নীচতা জন্মে।

"কাম ক্রোধ আদি রিপু দমি দুর্য্যোধন
দুর্গম মনুর পথে করেন গমন *,
বিভাগিয়া দিবানিশি, আলস্য-রহিত,
ব্যাপৃত উদ্যোগ-জালে নীতি-সমন্বিত। ৯

"ত্যজি গর্ব্ব কুরুরাজ সরল অন্তরে
দেখিছেন প্রিয়সখা প্রায় ভৃত্যগণে,
মানিছেন ভ্রাতা সম সুহৃদ নিকরে,
আপন প্রভুর প্রায় দেখেন স্বজনে। ১০

"ধর্ম্ম অর্থ কাম রাজা সম ভক্তি যোগে
সেবেন আসক্তি বিনা, ভাবি সুবিহিত;
ত্রিবর্গ বাড়িছে তাই গুণ-অনুরাগে
পরস্পর সখাভাবে যেমতি মিলিত †। ১১

---

* মনু-প্রদর্শিত আচার মার্গ অনুসরণ করিতেন।

† ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ। প্রত্যেকটীর সমভাবে সেবা করা বিধেয়, কোনটীর প্রতি বিশেষ আসক্ত হওয়া দোষজনক। যথা—

"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ"।

ধর্ম্ম অর্থ ও কাম যেন দুর্য্যোধনের গুণে অনুরক্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। নিম্নশ্লোক দ্রষ্টব্য যথা—

"জ্ঞানে মৌনী, দানে তিনি শ্লাঘা-বিরহিত
প্রতীকার-ক্ষম হ'য়ে ছিলা ক্ষমা-পর—
এরূপে বিরোধী গুণ হইয়া মিলিত
বিরাজিল রাজদেহে যেন সহোদর।"

মৎকৃত রঘুবংশের অনুবাদ, ১ সঃ ২২।

কালিদাস দিলীপের চরিত্রে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের সামঞ্জস্য বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"প্রজাবৃদ্ধি হেতু শান্তি করিলা স্থাপন
রাজদণ্ডে দুষ্টজনে দণ্ডিয়া রাজন্;
কুল-বৃদ্ধি তরে তাঁর কলত্র-গ্রহণ
অর্থে কামে করিলেন ধর্ম্মের সাধন।"

রঘুবংশ, ১ সঃ ২৫ শ্লোক।

"শান্তির বিধান তাঁর সরল সুন্দর,
নহে দান-বিবর্জ্জিত; আদর বিহনে
নহে তাঁর বহুদান; নাহি কোন জনে,
গুণ-অনুরাগ বিনা অতি সমাদর *। ১২

"বিনা ক্রোধ জিতেন্দ্রিয় বশী দুর্য্যোধন
গুরু-উপদেশ মতে, বিনা ধন লোভে,
রিপু কিম্বা স্বপুত্রের পাপের শাসন
করিতেন, নিজ ধর্ম্ম গণি সমভাবে। ১৩ †

"ভীত হইলেও যেন নির্ভয় অন্তর
আত্মীয়-রক্ষকে সদা করেন নির্ভর; ‡
কার্য্য সমাপনে রাজা ধন বিতরণে
প্রকাশেন কৃতজ্ঞতা নিজ ভৃত্যগণে। ১৪ §

---

* শান্তির বিধান—সাম-প্রয়োগ, মিষ্ট বাক্যাদি সরল উপায়ে কার্য্যসাধন নীতি। তাহাতে সুধু বাক্য নহে, দানও থাকা আবশ্যক, নীতি এইরূপ

"লুব্ধম্ অর্থেন গৃহ্লীয়াৎ, সাধুং অঞ্জলি-কর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দানুরোধেন, তত্ত্বার্থেন চ পণ্ডিতং॥"

দুর্য্যোধনের বহুদান ছিল, তাহা সৎক্রিয়া বা আদরের সহিত হইত। অনাদরে দান বিফল হয়।

তিনি গুণীকেই সমধিক সৎক্রিয়া বা সমাদর করিতেন। "গুণেষ্বেবাদরো ভূরিদানঞ্চ"। এই শ্লোকে "সাম দান ভেদ দণ্ড" এই নীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে সাম ও দানের প্রয়োগ উক্ত হইয়াছে।

† তিনি ক্রোধ কিম্বা ধন লিপ্সার বশীভূত হইয়া বিচার কার্য্য করিতেন না। তাহা নিজের ধর্ম্ম মনে করিতেন ও পক্ষপাত-রহিত ছিলেন। গুরু অর্থাৎ প্রাড়্‌বিবাক বা প্রধান বিচারপতির মত অনুসারে দণ্ড বিধান করিতেন। যথা নারদ-বচন—

"ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরস্কৃত্য প্রাড়্‌বিবাক মতে স্থিতঃ,
সমাহিতমতিঃ পশ্যেৎ ব্যবহারান্ অনুক্রমাৎ"।

‡ ভয়ের কারণ থাকিলেও তিনি আত্মীয় রক্ষকের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভীকতা দেখাইতেন।

§ ভৃত্যগণকে প্রীতি বশতঃ ধনদান করাতে তাহারা তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল।

বিশেষ বিচারি রাজা পাত্রে সমুচিত
নিয়োজেন সাম আদি নীতি যুগপৎ,
পরস্পর হ'য়ে তাহা স্পর্দ্ধাতে বর্দ্ধিত
প্রসবিছে স্থির ফল অর্থ ও সম্পৎ। ১৫ *

কত রাজা দেয় তাঁরে গজ উপহার,
সপ্ত-পর্ণ-বাসযুত গজ-মদ-ধার
করিছে পঙ্কিল তাঁর সভার প্রাঙ্গন
বহু রাজ-রথ-অশ্বে ব্যাপ্ত অনুক্ষণ। ১৬ †

নদী-কূপ আদি শুভ সাধনে তাঁহার
দেবেতে নির্ভর বিনা এবে কুরুদেশে
কৃষক লভিছে শস্য সুখেতে অপার,
বিনা কৃষি যেন শস্য বাড়ে অনায়াসে ‡। ১৭

মহাযশা সুযোধন সদয় শাসনে
নিবারিলা উপদ্রব কুবের সমান §
প্রজার উন্নতি কল্পে; দ্রবি তাঁর গুণে
ধনরূপ পয়ঃ পৃথ্বী করেন প্রদান ||। ১৮

* সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি নীতির যথাসময়ে উচিত পাত্রে প্রয়োগ করাতে তাঁহার সমস্ত কার্য্য সফল হইত।

† সপ্তপর্ণ (ছাতিম) গাছের পত্র হস্তীর অতি প্রিয় আহার। তাহার গন্ধ হস্তি-গণ্ড-নিঃসৃত মদ ধারার গন্ধের ন্যায় তীব্র ও কটু। অনেক মদমত্ত হস্তীর মদধারা পতনে রাজ-সভার আঙ্গিনায় কাঁদা হইয়াছে।

‡ দুর্য্যোধন কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য খাল, ও কূপ ইত্যাদি খনন করিয়াছিলেন। মল্লি-নাথ এরূপ অর্থ করেন যথা—"এতেন অস্য কুল্যাদি পূর্ত্ত-প্রবর্ত্তকত্বং উক্তং"।

§ কুবের—ধনপতি। তাঁহার অলকা নগরীতে শান্তিসুখ চির বিরাজমান।

|| পৃথ্বী—গো-রূপিণী। "পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীং" কুমার-সম্ভব। রঘুবংশে এরূপ আছে—

"গো-রূপী ধরারে একা রক্ষেন যেমতি
চারি পয়োনিধি যার পয়োধর প্রায়।" ২ সঃ ৩ শ্লোক।

"অভিমানী মহাবল ধনুর্দ্ধরগণ
সমরে লভিয়া যশ, ধনে পুরস্কৃত,
স্বার্থবশে না মিলিয়া, এক প্রাণ মন
নিজ প্রাণ সমর্পণে সাধে তাঁর হিত। ১৯

"সাধু চর-মুখে অন্য রাজার ব্যাপার
জানিছেন সদা-সিদ্ধ-কর্ম্ম কুরুবর;
বিধাতার বিধিপ্রায় উদ্যোগ তাঁহার,
জানা যায় সুবিপুল ফলে হিতকর *। ২০

"গুণযুত ধনু তাঁর তুলিতে না হয়,
দেখা'তে না হয় কোপে কুটিল বদন;
গুণ-অনুরাগে তাঁর নৃপতি নিচয়
মাল্যরূপ আজ্ঞা শিরে করেন ধারণ †। ২১

"যুবরাজ পদে রাজা সুদৃঢ়-শাসন
বরি এবে দুঃশাসনে উদ্ধত যৌবনে,
তুষিছেন হোম-দানে যজ্ঞে হুতাশন, ‡
পুরোহিত-উপদেশে শ্রম-শূন্য মনে। ২২

* ফলোদয়ের পূর্ব্বে কেহ তাঁহার কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারে না। বিধাতার বিধান তদ্রূপ অবোধ্য। রঘুবংশে এরূপ আছে—

"ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।" ১ সঃ ২০।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যং অতো মন্ত্রং সুরক্ষিতং।
কুর্য্যাৎ যথা তন্নবিদুঃ কর্ম্মণাং আফলোদয়াৎ"॥

† বৌদ্ধ মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত অবদান কল্পলতায় এরূপ আছে—

"উপায়জ্ঞস্য যস্যাজ্ঞাং সুবর্ণ-কুসুমোজ্জ্বলাং।
মালামিব মহীপালা মৌলিচক্রেষু চক্রিরে॥"

অবদান কল্পলতা ১ সঃ ৯ শ্লোক।

‡ তিনি যজ্ঞাদি সম্পাদনে রত।

"চিরস্থিরা বসুন্ধরা সাগর অবধি
যদিও শাসিলা রাজা একচ্ছত্র করি,
তোমা হ'তে ভাবী ভয়ে ভীত নিরবধি—
শক্রতা প্রবল সহ অতি ভয়ঙ্করী * ! ২৩

"কথা প্রসঙ্গেও শুনি পৌরজন মুখে
নাম তব, সুব্যথিত কুরুকুলমণি—
স্মরি পার্থ-পরাক্রম নত মনদুখে,
মন্ত্র-ধ্বনি শুনি যথা নত কাল ফণী। ২৪

"তব প্রতি চিরহিংসা-রত সুযোধনে
কর, প্রভু, সুবিহিত আশু প্রতীকার;
আনিনু বারতা মাত্র তত্ত্ব-অন্বেষণে,
কর্ত্তব্য বিধানে নাহি ক্ষমতা আমার †।" ২৫

লভি প্রীতি-পুরস্কার এ রূপ বচনে
চলি গেল নিজধামে বনচর-পতি;
প্রবেশিয়া নরনাথ কৃষ্ণার ভবনে
কহিলা অনুজগণে চরের ভারতী। ২৬

শুনি বিপক্ষের হেন সৌভাগ্য কাহিনী
না পারি রোধিতে বৈর-জনিত বিকার,
কহিলা কুপিত মনে দ্রুপদ-নন্দিনী
উত্তেজিতে ক্রোধ আর উদ্যম রাজার—২৭

* মূল শ্লোকাংশ—"অহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা!"

মাঘ কাব্যে এরূপ আছে—

"এক শক্র কারো থাকিলে প্রবল
কোথা শান্তি তার জগত মাঝারে?
একা রাহু গ্রাসে চন্দ্রের মণ্ডল—
দেবগণ তাহে কি করিতে পারে?"

মৎকৃত শিশুপাল বধের অনুবাদ, ২ সঃ ৩৫।

† দুর্য্যোধনের প্রতি কি রূপ প্রতিবিধান করা উচিত তদ্বিষয়ে আমার বলিবার ক্ষমতা নাই।

"ভবাদৃশ গুরুজনে নারীর বচন
হ'তে পারে এ সময়ে তিরস্কার সম—
দ্রৌপদীর উক্তি। ত্যজি লাজ মন মাঝে বেদনা বিষম
চালিত করিছে মোরে বলিতে এখন।* ২৮

"আখণ্ডল সম তেজে অখণ্ড ধরারে
রক্ষিলা ভূপতিগণ বংশেতে তোমার
চিরকাল; নিজ করে ত্যজিলা তাহারে,
যথা মদকল গজ ত্যজে রত্ন-হার †। ২৯

"লভে সদা পরাভব সেই মূঢ়মতি
ধরে যে সরলভাব কুটিলের প্রতি;
নাশে তারে শঠগণ, প্রবেশি শরীরে
নাশে যথা তীক্ষ্ণ শর বর্ম্ম-হীন বীরে ‡ ৩০।

* Mr. R. C. Dutt, C. I. E., thus concisely renders slokas 28 and 29 in his "Epics and Lays of Ancient India"—

"Counsel to a sapient monarch
Is rebuke from a woman weak,
But ignoring wifely duty,
Pardon, if my feelings speak;
Mighty warriors, thy forefathers,
Held their rule o'er Kuru's land,
But, as tuskers cast their garlands,
Thou hast hurled it from thy hand !"

The Penance of Arjun, p. 102.

† মূল শ্লোক—

"অখণ্ডং আখণ্ডল-তুল্য-ধামভিঃ
চিরং ধৃতা ভূপতিভিঃ স্ববংশজৈঃ।
ত্বয়াত্ম-হস্তেন মহী মদচ্যুতা
মতঙ্গজেন স্রগিবাপবর্জিতা॥" ২৯

‡ বীরের শরীর বর্ম্ম বা লোহময় কবচে আবৃত না হইলে, শত্রুর বাণে সহজে বিদ্ধ হয়। শঠ শত্রুর প্রতি কূট নীতির প্রয়োগ রাজাদিগের পক্ষে আত্মরক্ষোপযোগী বর্ম্ম স্বরূপ। কপটীর প্রতি সরল ব্যবহার নীতিবিরুদ্ধ, যথা—"আর্জবং হি কুটিলেষু ন নীতিঃ"।

Mr. R. C. Dutt thus renders stanzas 30 and 31—

"তোমা ভিন্ন সু-সহায় কুল-অভিমানী *
কোন্ রাজা পর-হস্তে করে বিসর্জ্জন
কুলাগতা রাজলক্ষ্মী মানস-মোহিনী,
গুণ-অনুরাগ-রতা প্রেয়সী যেমন † ? ৩১

"আপনি চলিছ পথে মনস্বি-ঘৃণিত—
এ হেন দুর্দ্দশা, দেব, ভাবি এবে মনে
কেন না উঠিছ জ্বলি, ক্রোধে প্রজ্বলিত,
জ্বলে যথা শুষ্ক শমী জ্বলন্ত আগুনে ‡ ? ৩২

"Weak are they who with the wily
Deal not with responsive wile,
For like darts on mail-less warriors
Artful foemen on them steal ;
Weak art thou who hast forsaken
Glory of thy ancient house,—
More than life by warriors cherished,
Dearer than their wedded spouse !" St. 30 and 31.
R. C. Dutt's "Epics and Lays, Anc. India".

* যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ-ভীমার্জ্জুনাদি সু সহায়-বিশিষ্ট। কামন্দক বলেন —
"উদ্যোগাৎ অনিবৃত্তস্য সুসহায়স্য ধীমতঃ।
ছায়েবানুগতা তস্য নিত্যং শ্রীঃ সহচারিণী॥"

† যুধিষ্ঠির কেবল রাজ্য নহে আপন স্ত্রী দ্রৌপদীকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন।
মূল শ্লোক—
গুণানুরক্তাং অনুরক্ত-সাধনঃ
কুলাভিমানী কুলজাং নরাধিপঃ।
পরৈঃ ত্বদন্যঃ ক ইবাপহারয়েৎ
মনোরমাং আত্মবধূমিব শ্রিয়ং" ॥ ৩১

‡ শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নি থাকা প্রবাদ। তাহা অতি জ্বলন-শীল। উক্তরূপ অগ্নির সহিত আন্তরিক ক্রোধের উপমা।

"God-like man ! Now sadly treading
Paths despised by proud and free,
Doth not rising wrath consume thee
As the flames consume the tree ?" 32
R. C. Dutt.

"অব্যর্থ যাহার কোপ বিপদ বিনাশে, *
আপনি তাহার বশে আ'সে জীবগণ ;
কোপ হীন সুহৃদেরে কে বা ভাল বাসে ?
রিপুরা ও কোপ-হীনে না করে গণন ! ৩৩

"মহারথী ভীম এবে ধূলিতে ধূসর,
হ'ত যাঁর দেহ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত,
ভ্রমিছেন পদব্রজে পর্ব্বত ভিতর ;
মন তব, সত্যধন, নহে কি ব্যথিত †? ৩৪

"বাসব-প্রতিম যেই বীর ধনঞ্জয়
জিনিয়া উত্তর কুরু দিলা রত্নচয়, ‡

---

* ক্রোধের দ্বারা লোক বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, অর্থাৎ ক্রোধ লোককে নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ করে।

"Men spontaneous yield to heroes
Who have will to face their foes,
But for faint, forgiving creatures
Love nor friend nor foe-man knows." 33. R. C. Dutt.

† সত্যধন—সত্য যাহার জীবনের ব্রত বা অপরিহার্য্য রত্ন। দ্রৌপদী বিদ্রূপ ভাবে "সত্যধন" বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সত্যই যেন রক্ষণীয়, ভ্রাতা ও স্ত্রী রক্ষণীয় নহে।

"Sandal-graced was royal *Bhima*,—
Dust-besmeared he roams the hills.
Scarce I know, O lover of the truth,
If thy heart with pity thrills ;
Conqueror of *Northern Kurus*
Arjun scattered wealth and gold,—
How busily he seeks for thee
Barks of trees in the wood !
And the twins, thy youngest brothers,
Princes born and great and good,—
Mark them roaming in the jungle,
Even like tuskers of the wood !" 34, 35 and 36.
R. C. Dutt.

‡ উত্তর কুরু—ইহা এসিয়া খণ্ডের সর্ব্বোত্তর দেশ, (বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়া ও সাইবিরিয়া) : "The *Uttar Kurus*, it should be remembered, may have been a real people, as they are mentioned in the Aitareya Brahmana VIII, 14...

আহরেন এবে তিনি বল্‌কল তোমার—
নহে কেন হৃদে তব:ক্রোধের সঞ্চার ? ৩৫

Wherefore the several nations who dwell in this Northern quarter, beyond the *Himavat*, the *Uttar Kurus* are consecrated to glorious dominions and people term them glorious." Muir's Sanskrit Text, Vol. I.

Professor Lassen remarks: "At the furthest extremity of the earth appears *Hari Varsha* with the *Northern Kurus*. The *Uttar Kurus* were formerly quite independent of the mythical system of *dvipas*, though they were included in it, at an early date. That the conception of the *Uttar Kurus* is based upon on actual country and not on mere invention is proved (1) by the way iu which they are mentioned in the *Vedas* : (2) by the existence of *Uttar Kuru* in historical times as a real country and (3) by the way in which the legend makes mention of that region as the home of primitive customs. Ptolemy speaks of a mountain, a people and a city called *Ottorokorra.* It is a part of the country which he calls *Serica.* According to Lassen's view the *Uttar Kurus* of Ptolemy must be sought for to the east of Kashgar."

"Considering the description given in the Ramayana, the realm of *Uttar Kurus* (North Kurus) appears to be the indefinite Semi-mythic tract, which extends from the *Kailasa* range and the great desert of *Mongolia*, on the east and south, to the *Arctic Ocean* on the North. It probably included the countries now known as *Mongolia* and *Siberia*."

The Ramayana describes the great Desert ((now known as *Gobi* or *Shamoo*), to the north of the *Deva-Sakha* Mountains north of the *Himalayas* :—

"ততো দেব-সখা নাম পর্ব্বতঃ পতগালয়ঃ ।
নানাপক্ষি-সমাকীর্ণো বিবিধদ্রুম-ভূষিতঃ ॥
তমতিক্রম্য চাকাশং সর্ব্বতঃ শতযোজনং ।
অপর্ব্বত-নদী-বৃক্ষং সর্ব্ব-সত্ত্ব-বিবর্জ্জিতং ॥
তত্তু শীঘ্রমতিক্রম্য কান্তারং রোমহর্ষণং ।
কৈলাসং পাণ্ডুরং প্রাপ্য হৃষ্টা যূয়ং ভবিষ্যথ" ॥ রাঃ, কিষ্কিঃ, কাঃ ।

Then is the *Kruuncha* range described as the son (extension) of the *Mainak Range* (মৈনাকস্য সুতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চঃ) ।

Beyond this are the tree-less *Mánasa* lake, and the *Mainák* range (*son* or extension of the *Himalayas*) with its plains, plateaus inhabited by *Kinnaras*, whose faces resemble those of horses (অশ্বমুখ). The *Sailoda* rivers (stony or *frozen* streams) are then described, beyond which is the realm of *Uttar Kuru*—

"এ দুই যমজে হেরি, কানন-শয্যায় *
শয়নে যাদের অঙ্গ কঠিন এখন,
শীর্ণ-কেশ গিরি-জাত করি-যুগ প্রায়,
কেন না ধৈরজ শান্তি ত্যজিছ, রাজন্? ৩৬

"বুঝিতে না পারি তব বুদ্ধির ব্যাপার—
চিত্ত-বৃত্তি মানুষের বিচিত্র নিশ্চয়!
ভাবি যবে তব হেন বিপদ অপার
বিষম ব্যথায় মম বিদরে হৃদয়। † ৩৭

"Where the golden lands of lilies gleam,
Resplendent on the silver stream! * *
Still on your forward journey keep
And rest you on the *Northern deep.*
There springing from billows high
Mount *Soma-Giri* seeks the sky
And *lightens with perpetual glow*
The *Sun-less realm* that lies below.
Then turn, O Vanars, search no more
Nor tempt the *Sun-less boundless* shore." Griffith. Kisk. 43 Ch.

"তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং উত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্ম্যাভিবিজ্ঞেয়ঃ তপতেব বিবস্বতা॥
স হি সোমগিরির্নাম দেবানামপি দুর্গমঃ।
তমালোক্য ততঃ ক্ষিপ্রং উপাবর্ত্তিতুং অর্হথ॥
এতাবৎ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানর-পুঙ্গবাঃ।
অ-ভাস্করং অমর্য্যাদং ন জানীমঃ ততঃ পরং"॥ কিষ্কিঃ ৪৩ সর্গ।

In the above passage of *Sugriva's* address to the Vanar-chiefs, sent out in search of *Sita*, we have a glimpse of the *Arctic regions* with the *Aurora Borealis* (northern light), described by the words "বিসূর্য্যঃ", 'অ-ভাস্করং", "অমর্য্যাদং" and as lighted by the reflection of the golden mountain, Soma-giri (তস্য ভাসা প্রকাশতে)।

Vide my "Ancient Geography of Asia". pp. 63 to 68.

* নকুল ও সহদেব। ৩৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

† "Scarce I guess thy feelings, monarch,
Strange and divers are our hearts,

"মহামূল্য শয্যা হ'তে জাগিতে, রাজন্,
পূর্ব্বে তুমি সুমঙ্গল সঙ্গীত শ্রবণে ;
শিবার অশিব রবে ভাঙ্গিছে এখন
নিদ্রা তব, তৃণময় ভূতল-শয়নে! * ৩৮

"দ্বিজ-ভুক্ত-অবশেষ অন্নে যে শরীর †
হয়েছিল পূর্ব্বে তব কতই রুচির,
ফলমূলাহারে তাহা আজি ক্ষীণ অতি—
হইয়াছে যশ তব মলিন তেমতি। ৩৯

"সদা রাজগণ-শির-কুসুম-কেশরে
রঞ্জিত রতনপীঠে যে পদ তোমার,
এবে তা রয়েছে বনে কুশের উপরে,
মৃগ ও ব্রাহ্মণে লয় অগ্রভাগ যার ‡। ৪০

But reflection on thy sorrow
  Cruel grief to me imparts ;
Erst my lord from royal slumber
  Waked to hear the song of praise,
Now out-stretched on jungle heather
  Hears the cry the jackals raise ·
Erst on food by Brahmans tasted
  Lived my king in kingly fame,
Now he feeds on forest berries
  Pale and light-less,—like his fame ! 37, 38 and 39.

R. C. Dutt.

* মূল শ্লোক—

"পুরাধিরূঢ়ঃ শয়নং মহা-ধনং
বিবোধ্যসে যঃ স্তুতি-গীতি মঙ্গলৈঃ।
অদভ্র-দর্ভাং অধিশয্য স স্থলীং
জহাসি নিদ্রাং অশিবৈঃ শিবা-রুতৈঃ"। ৩৮

† ব্রাহ্মণদিগের ভোজনান্তে আযা রাজগণ আহার করিতেন। পূর্ব্বকালে এই প্রথা ছিল।

‡ কুশ তৃণ অতি পবিত্র। তাহার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ মৃগেরা ভক্ষণ করে, ও ব্রাহ্মণেরা পূজা হোমাদির জন্য আহরণ করে। Mr. R. C. Dutt renders—

"আনিয়াছে রিপু তোমা এ রূপ দশায়—
ভাবিলে সমূলে মম বিদরে হৃদয়!
বিপদ্ মানীর পক্ষে উৎসবের প্রায়
নহে যদি শত্রু-হস্তে ধন-বীর্য্য-ক্ষয় *। ৪১

"শান্ত ভাব ত্যজি অরি-বধের কারণ
ধর পুনঃ তেজোগুণ, এ মম মিনতি;
দমি রিপু শমগুণে লভে মুনিগণ
কামনা-বিহীন সিদ্ধি, না পারে নৃপতি †। ৪২

" On thy feet, on jewels resting,
  Vassal kings their blossoms dropped.
Now they rest o'er sharp *kusa* grass
  By the deer or hermit cropped ;

" Most I grieve,—insulting foemen
  Mock thy low dejected state,—
Heroes win a higher glory
  If they strive with adverse fate St. 40, 41.

R. C. Dutt.

* শত্রুকৃত অপকার (বা মানহানি) ভিন্ন অন্য কোন কারণে যদ্যপি মানী ব্যক্তির বিপদ ঘটে, সেই বিপদ (দৈব হেতু বশতঃ) তাঁহার পক্ষে দুঃখের বিষয় নহে।

মূল শ্লোক—

"দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ
সমূলং উন্মূলয়তীব মে মনঃ।
পরৈঃ অপর্য্যাসিত বীর্য্য সম্পদাং
পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাম্"॥ ৪১

† রিপু—শত্রু ও ইন্দ্রিয়। নিস্পৃহ মুনিরা শমগুণে (ক্রোধবর্জ্জনে) ইন্দ্রিয় দমন করিয়া মুক্তি (কৈবল্য) লাভ করেন। রাজাদিগের শত্রু দমন করিতে হইলে, ক্রোধের আবশ্যক। "কৈবল্যকার্য্য বৎ রাজকার্য্যং ন শান্তিসাধ্যং" মল্লিনাথ।

মূল শ্লোক—

"বিহায় শান্তিং নৃপ ধাম তৎ পুনঃ
প্রসীদ সন্ধেহি বধায় বিদ্বিষাম্।
ব্রজন্তি শত্রূন্ অবধূয় নিস্পৃহাঃ
শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো, ন ভূভৃতঃ॥" ৪২

"তোমা হেন মহাযশা তেজস্বি-প্রবর
এ রূপ বিপদ ঘোর সহি অকারণে
রহে যদি শান্তভাবে সন্তোষ অন্তর—
হ'ত হায় মনস্বিতা আশ্রয় বিহনে *! ৪৩

"ত্যজি নিজ পরাক্রম চিরকাল তরে
যদি মনে কর ক্ষমা সুখের সাধন,
রাজ-শৌর্য্য-চিহ্ন ধনু নিক্ষেপিয়া দূরে
জটাধারী হ'য়ে বনে সেব হুতাশন †। ৪৪

* মনস্বিতা (উদারচিত্ততা বা মহত্ত্ব) তেজস্বী ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তেজস্বিতার অভাবে তাহা আশ্রয়-বিহীন হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়।

মূল শ্লোক—

"পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ
সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারং ঈদৃশং।
ভবাদৃশাশ্চেৎ অধিকুর্ব্বতে রতিং
নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা"॥ ৪৩

"Conquer back thy glory,
Vengeful schemes devise,
Anchorites, not heroes,
Meek forbearance prize;

For if kings and chieftains
Bore their insults tame,
Lost were worth of warriors
Lost were monarch's fame;

Or if patient suffering
Still for thee hath charms,
Prate thy hymns like hermits,
Leave these kingly arms!" St 43, 44.
R. C. Dutt.

† মূল শ্লোক—

"অথ ক্ষমামেব নিরস্ত বিক্রমঃ।
চিরায় পর্য্যেষি সুখস্য সাধনং॥
বিহায় লক্ষ্মী-পতি-লক্ষ্ম কার্ম্মুকং।
জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকং॥" ৪৪

"নিত্য অপকারী শত্রু, কেন তার প্রতি
র'বে ক্ষান্ত বনবাস-কাল-প্রতীক্ষায়,
পরম তেজস্বী তুমি? বিজয়ী নৃপতি
ছলেতে সাধেন সন্ধি ভঙ্গের উপায় *। ৪৫

"দৈবকাল-বশে তেজ হারায়ে মলিন,
বিপদ-সাগরে ঘোর ডুবি, প্রভা-হীন,
রিপু-তমঃ নাশি, পুনঃ প্রাতঃসূর্য্য প্রায়,
হও গো উদিত, লক্ষ্মী ভজুক তোমায় †।" ৪৬

ইতি শ্রীভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের
বঙ্গানুবাদে প্রথম সর্গ।

ভারবি-প্রতিভা-রবি আগে সুপ্রকাশ
ছিল মাঘে মেঘাবৃত যথা দিনকর;
বঙ্গের সাহিত্যে সেই কবিত্ব-উচ্ছ্বাস
গাইলা নবীনচন্দ্র কবি-গুণাকর।

—০—

---

* এরূপ অপকারী শত্রুর জন্য ১৩ বৎসর বনবাসের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের অপেক্ষায় থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। মূল শ্লোক—

"ন সময়-পরিরক্ষণং ক্ষমং তে
নিকৃতি-পরেষু পরেষু ভূরিধাম্নঃ।
অরিষু হি বিজয়ার্থিনঃ ক্ষিতীশা
বিদধতি সোপধি সন্ধি-দূষণানি॥" ৪৫

ছলক্রমে সন্ধিভঙ্গ বা যুদ্ধ করা কূটনীতি। আধুনিক দিগ্বিজয়ী জাতি ও রাজগণের মধ্যে এই নীতির চালনা বিরল নহে। দ্রৌপদী স্ত্রীজন-সুলভ ক্রোধের আবেগে এই নীতির উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কূটনীতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। "শিশুপাল বধে" বলরামের উক্তি দ্রষ্টব্য—

"আক্রমিবে অরি বিপন্ন যখন—
এ নীতি বীরের লজ্জার কারণ,
সবল শত্রুতে পূরে তাঁর আশ,
পূর্ণশশি-গ্রাসে রাহুর উল্লাস! ৬১

প্রকৃত যে বল না মানে শৃঙ্খল,
তা হ'তে পৃথক্ কূট-নীতিবল,
একাধারে দোঁহে না রহে কখন—
আলো ও আঁধারে হয় কি মিলন"? ৬২। ২ সর্গ।

† সূর্য্যের সহিত বিপন্ন যুধিষ্ঠিরের উপমা কল্পিত হইয়াছে। দৈব ও কাল বশে উভয়ে

তেজ হারাইয়াছেন। রাজা বিপদে মগ্ন, সূর্য্য অস্তকালে সাগরে মগ্ন। প্রভা—তেজ ও প্রতাপ। সূর্য্য অন্ধকার রাশি বিনাশ করিয়া প্রাতঃকালে উদিত হইয়া শ্রী (অর্থাৎ শোভা) ধারণ করেন। যুধিষ্ঠিরকে তদ্রূপ শত্রু বিনাশ করিয়া রাজলক্ষ্মী (শ্রী) গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

মূলশ্লোক—

"বিধি-সময়-নিয়োগাদ্ দীপ্তি-সংহার-জিহ্মং
শিথিল বসুং অগাধে মগ্নং আপৎপয়োধৌ।
রিপু-তিমিরং উদস্যোদীয়মানং দিনাদৌ
দিনকৃতং ইব লক্ষ্মী স্ত্বাং সমভ্যেতু ভূয়ঃ।" ৪৬

" But a higher duty
  Fits thy royal fame
Break this plighted treaty,—
  Treaty of our shame ;

Monarchs bent on conquests
  Fasten on their foe
Blame for breach of treaty,—
  Blame for war and woe.

Pale from loss of glory,
  Weak from loss of might,
Rise like Sun in the morn—
  Quell this darksome night !" St. 45 and 46.

R. C. Dutt's " Epics and Lays of Ancient India " p. 104.

মহামহোপাধ্যায় কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিরচিত ঘণ্টাপথ নাম টীকাবলম্বনে শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর-পদাম্বু-ধৌত-চট্টলবাসী শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি গুণাকর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সর্গ।

সার-গর্ভ হেন রূপ বাক্য মনোহর
শুনি প্রেয়সীর মুখে বীর বৃকোদর
কহিতে লাগিলা তবে নৃপতির প্রতি
যুক্তিযুত তেজোময় উদার ভারতী—১

ভীমের উক্তি।

"জ্ঞানচক্ষে সর্ব্বদিক্ দেখি স্নেহভরে
কহিলা মানিনী যাহা মজি মনদুখে,
শুনি তা' বিস্ময় নহে কাহার অন্তরে ?
কে কবে শুনেছে হেন বৃহস্পতি-মুখে * ? ২

"সুগভীর নীতি শাস্ত্র সরোবর প্রায়,
পশে লোক ঘাটরূপ অধ্যয়ন-পথে,
তাহে প্রবেশের হেতু সুগম উপায়
করে যেই, হেন জন দুর্লভ জগতে †। ৩

"মহাতেজ অল্প-মাত্র ঔষধের প্রায় ‡
বহুগুণ-যুত এই কৃষ্ণার বচন
পরিণামে হিতকর, যদিও তাহায়
প্রথমে ক্ষণিক দুখ পায় ক্ষীণ জন। ৪

* বৃহস্পতির মুখেও এইরূপ সারগর্ভ ও মনোহর বাক্য শুনা যায় না। মূল শ্লোক—

"যৎ অবোচত বীক্ষ্য মানিনী
পরিতঃ স্নেহময়েন চক্ষুষা।
অপি বাগধিপস্ত দুর্বচং
বচনং তদ্ বিদধীত বিস্ময়ং॥" ২

† দুর্বোধ্য নীতির সহিত দুষ্প্রবেশ্য সরসীর তুলনা। ঘাটের দ্বারা সরোবর মধ্যে প্রবেশ করা যায়। নীতিশাস্ত্রের পক্ষে অধ্যয়ন ঘাট স্বরূপ। নীতিশাস্ত্র বোধের জন্য সহজ উপায়-প্রবর্ত্তক ব্যক্তি অর্থাৎ বক্তার সংখ্যা অতি অল্প। তদ্রূপ অল্প লোক সরোবরে ঘাট বা তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে সক্ষম। ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিলে বহুলোক সরোবরে অবগাহনাদির জন্য প্রবেশ করিতে পারে।

‡ তেজোবিশিষ্ট ঔষধের বটিকা সেবনকালে কষ্টজনক হইলেও পরিণামে ক্ষীণ রোগীর

"গুণগ্রাহী তুমি, হেন রুচির বচন
শ্রবণে হউক তব চিত্ত পুলকিত ;
সুবাক্যে সতত প্রীতি লভে বুধগণ,
যদিও বালক কিম্বা রমণী ভাষিত। * ৫

"চারি বিদ্যা পারদর্শী তুমি, মহামতি ; †
মতি তব হিতাহিত জ্ঞানে সমুজ্জ্বল
ধরিয়াছে কেন হেন বিপরীত গতি,
করিণী যেমতি পঙ্কে পড়িয়া বিকল ? ‡। ৬

"করিয়াছে অরি তব এ দশা মলিন ;
দেব-প্রশংসিত সেই পৌরুষ তোমার
ক্রমে অবসাদ মাঝে হ'তেছে বিলীন§—
এ হ'তে অধিক দুখ আছে কি বা আর ? ৭

"শত্রুর পতনোন্মুখী বৃদ্ধি অতিশয়
উন্নতি-প্রত্যাশী হ'য়ে সহে সুধিজন ;
সহ্য নাহি যায় কভু বিপক্ষের ক্ষয়
ধরে যাহে আশু ফল অশুভ-কারণ ॥। ৮

"আশু যদি বিপক্ষের ঘটে বহু ক্ষয়
কিম্বা নিজ অল্প ক্ষয় বিলম্বেতে হয়,,

পক্ষে হিতসাধন করে। দ্রৌপদীর সতেজ স্বল্প বাক্য বিপন্ন পাণ্ডবগণের পক্ষে তদ্রূপ। "স্বল্পা চা মাত্রা বহুলো গুণশ্চ" এ বাক্য ঔষধে ও দ্রৌপদীর বচনে সার্থক হইয়াছে।

* "বালাৎ অপি সুভাষিতং গ্রাহ্যং" ইহা নীতি।

† চারি বিদ্যা যথা—"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ড-নীতিশ্চ শাশ্বতী।
বিদ্যা হ্যেতাঃ চতস্রস্তু লোক-সংস্থিতি-হেতবঃ ॥" কামন্দকঃ।

‡ পঙ্কে মগ্না হস্তিনীর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের মতি (বুদ্ধি) যেন বিকল ভাব ধারণ করিয়াছে।

§ পুরুষকার ক্রমে অবসন্ন বা নষ্ট হইতেছে।

|| শত্রুর উদয় (সৌভাগ্য) চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষয়োন্মুখ হইলে, তাহা সহ্য বা অপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শত্রুর ক্ষয় (অবনতি) যদ্যপি অশুভ ফল-প্রবণ হয়, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। শত্রুর উন্নতির প্রতিকার, ও অবনতির উপেক্ষা করিতে হইবে, এমন নহে। উন্নতি ও অবনতির বর্দ্ধিষ্ণুতা বা ক্ষয়োন্মুখত্ব অনুসারে প্রতিকার বা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সহে তাহা কৃতিগণ, তারি বিপরীত
হ'লে, আশু প্রতিকার সাধন বিহিত *। ৯

"প্রবল প্রভুত্ব হায় বিপক্ষের করে
নিরুৎসাহে সহে যেই ভীরু রাজগণ,
তা'দের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী পলায় অচিরে,
কুসঙ্গের অপবাদ ভয়েতে যেমন †। ১০

"স্বাভাবিক শুভ তেজ হ'লেও মলিন,
বৃদ্ধি হেতু সমুন্নত যদ্যপি রাজন্,
পূজে তাঁরে প্রজাগণ, দ্বিতীয়ার ক্ষীণ
নবোদিত শশধরে প্রণমে যেমন ‡। ১১

"পঞ্চ অঙ্গ-যুত কর্ম্ম নীতির নির্ণয়, §
সেই নীতি রাজ-কোষ-দণ্ডের কারণ ; ‖

* অর্থাৎ শত্রুর অল্পক্ষয় ও নিজের বহুক্ষয় হইতে লাগিলে, শীঘ্র প্রতিকার করা আবশ্যক।

† মূল শ্লোক—"অনুপালয়তাং উদেষ্যতাং
প্রভুশক্তিং দ্বিষতাং অনীহয়া।
অপযান্ত্যাচিরাৎ মহীভুজাং
জন-নির্বাদ-ভয়াদিব শ্রিয়ঃ ॥" ১০

এতদ্রূপ কাপুরুষ রাজগণকে লক্ষ্মী শীঘ্র ত্যাগ করেন, কুসঙ্গে আছেন বলিয়া যেন তাঁহার অপবাদ না হয়। কামন্দক বলেন—"স্ত্রীভিঃ ষণ্ড ইব শ্রীভিঃ অলসঃ পরিভূয়তে।"

‡ স্বাভাবিক মৃদু তেজ-বিশিষ্ট নৃপতি উৎসাহ ও উদ্যোগবলে বর্দ্ধিষ্যমাণ হইলে বর্দ্ধনশীল চন্দ্রের ন্যায় লোকের পূজনীয় হইয়া থাকেন। কামন্দক বলেন—"প্রিয়ং হি সততোৎসাহী দুর্ব্বলোঽপি সমশ্নুতে।"

§ কর্ম্মের পঞ্চ অঙ্গ সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রকার কামন্দক বলেন—
"সহায়াঃ সাধনোপায়া বিভাগো দেশকালয়োঃ।
বিনিপাত-প্রতীকারঃ সিদ্ধিঃ পঞ্চাঙ্গ ইষ্যতে ॥"
অর্থাৎ আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকাল-বিভাগ, বিপদ্-প্রতীকার, ও কার্য্যসিদ্ধি কর্ম্মের এই পঞ্চাঙ্গ নীতিশাস্ত্রের দ্বারা নির্ণীত হয়। নিম্নে ১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‖ রাজকোষ (অর্থ রাশি) ও দণ্ড (চতুরঙ্গ সেনাবল) নীতি-অনুসারে প্রয়োগ করিলে জয়লাভ হয়।

কার্য্যের উৎসাহে চলে সে নীতি নিশ্চয়,
যেমতি নিয়তি বশে চলে কৃষিগণ *। ১২

"চাহে যদি অভিমানী মনস্বী সুজন
আরোহিতে উচ্চপদ হৃদয়-বাঞ্ছিত,
প্রকৃত সহায় তাঁর পৌরুষ আপন—
পতনের ভয় যাহা করে তিরোহিত। † ১৩

"বিপদ বিক্রম-হীনে করে অভিভূত;
বিপন্নে উত্তর কাল ত্যজে নিরাশায়,
সহে হেন কাপুরুষ লঘুতা নিয়ত,
রাজশ্রীর পদ কেবা পায় লঘুতায় ‡? ১৪

"কি ফল উদ্যোগ বিনা যাপিয়া সময়?
উদ্যোগ-অভাবে কভু না হয় উন্নতি;
সম্পদ্ সতত করে বিক্রম আশ্রয়
কভু তা বিষাদ সহ না করে বসতি §। ১৫

* কার্য্য-বিষয়ে উৎসাহের সহিত নিয়তি বা দৈবের উপমা। দৈব (বৃষ্টি ইত্যাদি) অনুসারে কৃষিকার্য্যাদি সফল হয়। উৎসাহ অনুসারে পরিচালিত নীতিতে শুভফল জন্মে। মন্ত্রের মূল—উৎসাহ, প্রভুশক্তির মূল—মন্ত্র (নীতি), (মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যং)। সুতরাং উৎসাহ রাজত্বেরও মূল কারণ।

মূল শ্লোক—"অভিমানবতো মনস্বিনঃ
প্রিয়মুচ্চৈঃ পদং আরুরুক্ষতঃ।
বিনিপাত-নিবর্ত্তন-ক্ষমং
তমং আলম্বনং আত্মপৌরুষং" ॥ ১৩

† আত্মপৌরুষ বা আত্ম-নির্ভরতা অবলম্বনে কার্য্য করিলে পতনের আশঙ্কা অল্প। ইংরাজীতে ইহা Self-help. "Heaven helps those who help themselves."

‡ বিক্রম-হীন ব্যক্তি সহজে বিপদ্গ্রস্ত হয়। বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাহাকে লঘুতা আশ্রয় করে। লঘুতা-প্রাপ্ত ব্যক্তির রাজ্যোন্নতি সম্ভব নহে।

§ মূল শ্লোক—"তদলং প্রতিপক্ষং উন্নতেঃ
অবলম্ব্য ব্যবসায়-বন্ধ্যতাং।
নিবসন্তি পরাক্রমাশ্রয়া
ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ ॥" ১৫

"কাল অপেক্ষায় মোরা থাকিলে এখন *
বিষম কপটাচারী ক্রূর দুর্য্যোধন
ভুঞ্জি এত দীর্ঘকাল রাজত্ব বৈভব
সহজে ছাড়িবে তাহা, নহে ত সম্ভব। ১৬

"অথবা আপন রাজ্য যদি, নরপতি,
শত্রুর অর্পণ মতে পাও পুনরায়,
অনুজগণের তব ভুজের শকতি
ব্যর্থ হ'বে, নহে যাহা অজ্ঞাত ধরায় †। ১৭

"বিচরে কানন মাঝে মৃগেন্দ্র কেশরী
আপন বিক্রমে বধি মদমত্ত করী;
স্বতেজে জগতে খর্ব্ব করে তেজী জন,
অন্য হ'তে নিজ বৃদ্ধি না করে গ্রহণ ‡। ১৮

"কে না জানে অকাতরে ত্যজে মানী জন
অক্ষয় যশের তরে নশ্বর জীবন? §
যদিও সম্পদ্ চল চপলার প্রায়
আ'সে কভু, মুখ্য জ্ঞান না করে তাহায়। ১৯

সম্পদ্ (শ্রী বা লক্ষ্মী) বিক্রমের বশবর্ত্তিনী, ও কাপুরুষতা-পরিচায়ক বিষাদ বা নিরুৎসাহকে ঘৃণা করে। পূর্ব্বের ১০, ১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

* পাশ্চাত্য নীতি অনুসারে "Te be weak is miserable." প্রথম সর্গের ৪৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

† ক্ষাত্রগণের ভুজবলে রাজ্যগ্রহণ শাস্ত্র সম্মত, যথা "ক্ষত্রিয়স্য বিজিতব্যং" ইত্যাদি।

‡ মূল শ্লোক—"মদ-সিক্তমুখৈঃ মৃগাধিপঃ
করিভিঃ বর্ত্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ।
লঘয়ন্ খলু তেজসা জগৎ
ন মহান্ ইচ্ছতি ভূতিং অন্যতঃ॥" ১৮

§ রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গে সীতা-নির্ব্বাসন সম্বন্ধে রাম বলিয়াছিলেন—
"অন্য উপায়েতে নিন্দা ঘুচিবার নয়
বুঝি তিনি জায়া-ত্যাগে করিলা নিশ্চয়;
কে না জানে তুচ্ছ দেহ যশের তুলনে?
নহে চিত্র, যশ-রক্ষা কলত্র-বর্জ্জনে।" ১৪ সঃ ৩৫

"ভস্মরাশি মাঝে লোকে করে পদাঘাত,
জ্বলন্ত অনলে কিন্তু নাহি দেয় হাত ;
অবমান-ভয়ে প্রাণ ত্যজে মানিগণ
তথাপি আপন তেজ না করে বর্জ্জন *। ২০

"রোষে সিংহ ধায় শুনি মেঘের গর্জ্জন,
ফলের প্রত্যাশা তাহে করে কি কখন ?
কে না জানে মহতের ইহাই প্রকৃতি —
সহজে না সহে তারা পরের উন্নতি †। ২১

"ভ্রমের তিমির, রাজা, ত্যজি এ সময়
বিক্রমেতে নিজ মতি কর নিয়োজিত ;
তব অনুৎসাহ হেতু, জানিবে নিশ্চয়,
শত্রুর বিপদ রাশি হ'য়েছে রোধিত। ২২

"বাসব-বিক্রম চারি অনুজে তোমার
কে রোধিবে রণক্ষেত্রে শত্রুগণ মাঝে ?
কে লঙ্ঘে দিগন্তব্যাপী চারি পারাবার,
অথবা ধাবিত চারি বিখ্যাত দিগ্‌গজে ? ‡ ২৩

* মূল শ্লোক—

"জ্বলিতং ন হিরণ্য রেতসং
চয়ং আস্কন্দতি ভস্মনাং জনঃ।
অভিভূতি-ভয়াৎ অসূন্ অতঃ
সুখং উজ্‌ঝন্তি ন ধাম মানিনঃ॥" ২০

† মূল শ্লোক—"কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্
ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ।
প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সঃ
সহতে নান্য-সমুন্নতিং যয়া॥" ২১

‡ মূল শ্লোক—"দ্বিরদান্ ইব দিগ্বিভাবিতান্
চতুরস্তোয়নিধীন্ ইবায়তঃ।
প্রসহতে রণে তবানুজান্
দ্বিষতাং কঃ শতমন্যুতেজসঃ"॥ ২৩

"শত্রু-প্রজ্বলিত ক্রোধ অন্তরে তোমার
জ্বলিতেছে অহরহ ; দহি অরিগণে
শমিত হউক সেই জ্বালা দুর্নিবার,
শোকাকুলা-শত্রুনারী-অশ্রু-বরিষণে !" * ২৪

এ রূপ কহিলা ভীম পবন-নন্দন
প্রকাশি মনের ক্ষোভ রোষেতে অধীর ;
সান্ত্বনিতে তাঁরে, মত্ত মাতঙ্গে যেমন,
কহিতে লাগিলা ধীরে রাজা যুধিষ্ঠির—২৫

যুধিষ্ঠিরের উক্তি।

"মালিন্য-রহিত শুচি বচন মঙ্গল
যা কহিলে শুনি মনে পাইনু পিরীতি ;
দেখিতেছি মতি তব অতি সুবিমল
বিম্বিত বিশদ বাক্যে দর্পণে যেমতি †। ২৬

"সুবিশদ পদে তব বাক্য সুমধুর,
অর্থের গৌরব তাহে রহেছে প্রচুর ;
ভিন্ন অর্থে সুরচিত রুচির বচন,
সামর্থ্য-রহিত তাহা নহে কদাচন ‡। ২৭

"বিক্রম-নির্ভর যুক্তি সদা সুবিহিত, §
যুক্তিতে শাস্ত্রও কভু না হয় কুণ্ঠিত ;

চারি ভ্রাতা (ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব) চতুঃ সমুদ্র ও দিক্‌হস্তি চতুষ্টয়ের ন্যায় শত্রুর অলঙ্ঘনীয়।

* মূল শ্লোক—জ্বলতস্তব জাতবেদসঃ
সততং বৈরি-কৃতস্য চেতসি।
বিদধাতু শমং শিবেতরা
রিপু নারী-নয়নাম্বু-সন্ততিঃ॥" ২৪

"তোমার উদ্দীপিত ক্রোধাগ্নিতে শত্রুরা ভস্মীভূত হউক, তাহা হইলে তাহাদিগের বিধবা রমণীগণের রোদনের অশ্রুজলে সেই ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।" সরলার্থ।

† নির্ম্মল বাক্যরূপ দর্পণে বক্তার মন যেন প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

‡ "ভারবেরর্থগৌরবং" প্রসিদ্ধ। জীবনী দ্রষ্টব্য।

§ পূর্ব্বের ১৩ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য

ক্ষাত্রতেজে তেজী বিনা কাহার শকতি
কহে হেন ক্ষাত্রোচিত সতেজ ভারতী? ২৮

"তথাপি সংশয় বশে তৃপ্ত নহে মন,
ভাবি সদা করিবারে কর্ত্তব্য-নির্ণয়; *
সন্ধি সমরাদি কার্য্যে বিশেষ বিষয়
আছে বহু, সহজে তা বুঝে কোন জন †? ২৯

"না ভাবি সহসা কার্য্য করা অনুচিত
অবিবেক হয় সদা বিপদ-কারণ, ‡
বিবেচনা করি কার্য্য করে যে বিহিত
গুণ-লোভে তারে লক্ষ্মী করেন বরণ §। ৩০

"কালে বিবেচনা-জল করিয়া সেচন
বপে যেই কার্য্যরূপ বীজ এ জগতে,
সদা কাল শুভ ফল লভে সেই জন
লভে লোক শস্য রাশি যেমতি শরতে। ৩১

"দেহের ভুষণ শুদ্ধ আগম-শ্রবণ,
শাস্ত্র-শ্রবণের ফল ক্রোধ-উপশম,
ক্রোধ-উপশম শোভে থাকিলে বিক্রম,
বিক্রমের ভূষা কার্য্যে নীতির সাধন ॥। ৩২

* কর্ত্তব্য-নির্ণয় সম্বন্ধে উপরে ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† সন্ধি বিগ্রহাদি বিধেয় বা প্রধান কার্য্য সহজে বোধগম্য হইলেও, তদঙ্গভূত বিশেষ কার্য্য সমূহ (সহায় ও বলবৃদ্ধি ইত্যাদির উপায়) নির্ণয় করা সুকঠিন ও সময়-সাপেক্ষ।

‡ অবিবেচনার সহিত কার্য্য করিলে বিপদ ঘটে।

§ রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতী-স্বয়ম্বরে এরূপ আছে—

"সখীর প্রলোভ-বাণী শুনি সুবদনী
অন্যত্র চলিলা ছাড়ি কলিঙ্গের পতি,
গ্রহদোষে দোষী জনে ত্যজিয়া যেমতি
চলেন সুভগা লক্ষ্মী গুণ-বিলাসিনী।" ৬ সঃ ৫৮।

॥ শাস্ত্রশ্রবণ মানবদেহের ভুষণ স্বরূপ, ক্রোধ-শান্তি শাস্ত্রশ্রবণের ফল। বিক্রমশালী ব্যক্তির পক্ষে ক্রোধ-শান্তি সার্থক দৃষ্ট হয়, যেহেতু কাপুরুষের ক্রোধ বা অক্রোধ অকার্য্যকর। নীতির বিধান মতে কার্য্য করা বিক্রমের ভূষণ। নীতিবহির্ভূত কার্য্যে বিক্রমশালী ব্যক্তিও পরাভব প্রাপ্ত হয়।

"মতি-ভেদ সংশয়ের তিমিরে আবৃত
কার্য্য অনুষ্ঠান যেন দুর্গম কানন,
তাহে বিবেকীর তরে শাস্ত্র সুবিহিত
করে দীপালোক প্রায় আলো প্রদর্শন *। ৩৩

"যে পথে চলেন সাধু মহাগুণিগণ
দিলে মন সেই পথে করিতে গমন,
যদিও দৈবেতে কভু বিপদ ঘটায়
বিনা দোষে, তাও হয় সম্পদের প্রায় †। ৩৪

"রোধিয়া ক্রোধের বেগ বিজয়ী রাজন্
অক্ষত ভবিষ্য ফল গণিয়া নিশ্চিত
লভিতে প্রভূত ফল, পৌরুষ আপন
শুভ উপায়ের সহ করেন যোজিত ‡। ৩৫

"প্রথমে বিবেক-বলে উন্নতি-প্রয়াসী
বিনাশিবে রোষ-জাত অজ্ঞান তিমিরে;
আগে না ভেদিয়া তেজে নৈশ তমোরাশি
উঠেন কি দিবাকর উদয় ভূধরে §? ৩৬

* সংশয়-জনিত অন্ধকারে কার্য্যানুষ্ঠান করা দুরূহ ব্যাপার। শাস্ত্রের আলোকই তাহাতে দীপ স্বরূপ।

† "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। তাহা অনুসরণ করিলেও যদি দৈবকৃত অনর্থ পাত হয়, তাহা পুরুষের পক্ষে নিন্দার বিষয় নহে। কামন্দক বলেন,—

"যৎ তু সম্যক্ উপাক্রান্তং কার্য্যমেতি বিপর্য্যয়ম্।
পুমান্ তত্রানুপালভ্যো দৈবান্তরিত-পৌরুষঃ"॥

‡ ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্যফল সংশয়-নিবন্ধন অনিশ্চিত থাকে। পৌরুষ ও শুভ উপায়ের যোগে ফল সিদ্ধি নিশ্চিত। কামন্দক বলেন—

"নিষ্ফলং ক্লেশ-বহুলং সন্দিগ্ধ-ফলমেব চ।
ন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ মতিমান্ সদা দৈবানুবন্ধি চ॥"

§ "শিশুপাল বধে" বলরাম এরূপ বলিয়াছেন—

"সমূলে শত্রুরে না করি সংহার
লভে অভ্যুদয় কবে মানী জন?
বিনাশিয়া আগে ঘোর অন্ধকার
উদয় শিখরে উঠেন তপন" ২ সঃ ৩৩

"বলবান্ হ'য়ে যেই না করে বারণ
ক্রোধ-জাত তিমিরের ভীম আক্রমণ,
স-কলা শকতি তার ক্রমে পায় লয়,
কৃষ্ণপক্ষে শশিকলা সদৃশ নিশ্চয় *। ৩৭

"সময়েতে সম-বৃত্তি যেই নরপতি
ধরে মৃদুভাব কিম্বা উগ্রতা আবার,
নিজ তেজে ধরা সেই করে অধিকার,
মৃদুঃ উষ্ণ তেজোজ্জালে তপন যেমতি †। ৩৮

"সম্পদ-লক্ষ্মীর চির সুরক্ষা কোথায়,
কোথা দুষ্ট-রিপু-অশ্ব-বশীভূত জন ‡!
স-ছলা চপলা লক্ষ্মী শরদভ্র প্রায়
না রহে ইন্দ্রিয়-মত্ত লোকের সদন §। ৩৯

"ধীরতায় বারিধিরে করি পরাজয়
কেন এবে বাড়াইছ গৌরব তাহার ‖?

* ক্রোধান্ধকারে বলবান্ ব্যক্তির শক্তিও কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

† সমবৃত্তি—যাহার বৃত্তি সমভাবাপন্ন অর্থাৎ অতি মৃদুও নহে, অতি তীক্ষ্ণও নহে। অজের রাজত্ব সম্বন্ধে রঘুবংশের অষ্টম সর্গে এরূপ আছে—

"অতি মৃদু অতি তীক্ষ্ণ নহেন নৃপতি,
মধুর মধ্যম ভাবে রঘুর নন্দন
শাসিলেন রাজগণে, ধীর সমীরণ
না উপাড়ি তরুরাজি নোয়ায় যেমতি।" ৮ম সঃ ৯

কামন্দক বলেন—

"মৃদুশ্চেৎ অবমন্যেত, তীক্ষ্ণাৎ উদ্বিজতে জনঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব প্রজানাং স চ সম্মতঃ॥"

সূর্য্য ও ঋতু অনুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা ধারণ করেন।

‡ বহুকাল লক্ষ্মীকে স্ববশে রাখা ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে।

§ শরৎ কালের মেঘের ন্যায় লক্ষ্মী অস্থিরা ও চঞ্চলা। ৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‖ পূর্ব্বে তুমি সমুদ্র অপেক্ষাও অধিকতর ধীর ছিলে। এখন চঞ্চলতা দেখাইয়া কেন সমুদ্রের শ্রেষ্ঠতা উপপন্ন করিতেছ?

কেন হ'য়ে রোষভরে অধীর হৃদয়
অকালে মনের ক্ষোভ করিছ বিস্তার? ৪০

"সর্ব্ব শাস্ত্র জানিয়াও অক্ষম যে জন
দমিতে স্বদেহ-ভব মত্ত রিপুগণ,
আপন চাপল্য দোষে সেই জনমায়
লক্ষ্মীর চপলা বলি অখ্যাতি ধরায় *। ৪১

"সময় সহায় আদি সাধন লঙ্ঘনে
সন্তাপি অন্তর দেহ ক্রোধ ভয়ঙ্কর
সামান্য জনের মত তোমা হেন জনে
নীতি পথ হ'তে নাহি করুক অন্তর †! ৪২

"ক্ষমাগুণ সম নাহি কার্য্যের সাধন, ‡
ভবিষ্যের তরে তাহা সদা হিতকর,
সতত অক্ষয় তাহা, বিপক্ষ-দমন,
বহু কর্ম্ম-ফল তাহে ফলে নিরন্তর। ৪৩

* রঘুবংশে এরূপ আছে—

"একচ্ছত্র দশরথ রাজকুলেশ্বর
অগ্নিতেজা সোমকান্তি; তবু নিরন্তর
রহেন স্বকার্য্যে রত, চিন্তি মনে সদা
দোষের পরশে লোকে ত্যজেন ধনদা।" ৪র্থ সঃ ১৫

"জন্মিলা তাঁহার বংশে প্রতীপ সুমতি;
আশ্রয়ের দোষে লক্ষ্মী সতত চঞ্চলা—
এ কলঙ্ক কমলার খণ্ডিলা নৃপতি,
ইঁহার সদনে সদা ধনদা অচলা।" ৬ষ্ঠ সঃ ৪১

† ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিলে উপযুক্ত সময় ও সহায় ইত্যাদি কার্য্যসাধনোপায় লাভে বিঘ্ন ঘটে। ক্রোধ, দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপজনক, ও নীতি-মার্গ-রোধক।

‡ ক্রোধ অপেক্ষা ক্ষমা দ্বারা অধিকতর কার্য্যসিদ্ধি হয়। মূল শ্লোক—

"উপকারকং আয়তের্ভৃশং
প্রসবঃ কর্ম্মফলস্য ভূরিণঃ।
অনপায়ি নিবর্হণং দ্বিষাং
ন তিতিক্ষা সমং অস্তি সাধনম্॥" ৪৩

ইহা দ্রৌপদী-বাক্যের উত্তর। ১ম সর্গের ৪২, ৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

“মানিগণ-অগ্রগণ্য যদুবীরগণ
অকৃত্রিম প্রেমে বাঁধা ভক্তির ভাজন
আমাদেরে ত্যজি কভু প্রীতির প্রণতি
না করিবে কার্য্যকালে দুর্য্যোধন প্রতি। ৪৪

“তাঁদের সহজ মিত্র কৃত-বন্ধুগণ
কার্য্যকালে প্রতিকূলে না যাবে নিশ্চয় ;
আত্ম জীবনের তরে সে সব রাজন্,
সুযোধন পক্ষ হ’য়ে যাপিছে সময়। ৪৫

“অতীত হইলে তার বিহিত সময়
নব পরাভব যবে পাবে সুযোধন,
ত্যজি তারে ফুল্ল হবে নৃপতি নিচয়,
সৌর করে ভিন্ন যথা কমলের বন *। ৪৬

“মদমত্ত-সুযোধন-করে রাজগণ
ভেদ-যোগ্য হবে সহি বহু অপমান †
নাহি সহে অপমান সামান্য যে জন,
সহিবে কি রাজগণ তেজে সুমহান্ ?

“না করিয়া কোন কার্য্য অভিমানী জন
লভে যদি সুসম্পদ, অহঙ্কার তার
বিনয়ে রোধিত-বেগ হ’লেও কখন,
ঐশ্বর্য্যে প্রবল হয়ে উঠে পুনর্ব্বার ‡। ৪৮

* ত্রয়োদশ বৎসর অন্তে লাঞ্ছিত রাজগণ ভেদ-নীতি মূলে আমাদের সহিত যোগ দিয়া সুখী হইবে। নিমীলিত পদ্মসমূহ সূর্য্যকিরণে প্রফুল্ল হয়। ১ম সঃ ৪৫ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

† অপমানিত ব্যক্তিরা সহজে ভেদ-যোগ্য। পৃথক্ করা ভেদ-নীতির কার্য্য।

‡ অকৃতি ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, কার্য্যের সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে বিনয়ী হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে ঐশ্বর্য্য তাহার অহঙ্কার ও বিকার বৃদ্ধি করে।

"মদ-গর্ব্বে সমুদ্ধত নৃপতি নিকরে
মূঢ়তা সতত ত্যাগ না করে নিশ্চয় ;
অতি মূঢ় নীতি হ'তে রহে বহু দূরে,
ত্যজে নীতি-হীন জনে মানব নিচয়। ৪৯

"মহান্ হ'লেও রিপু, স্বজন নিচয়
হয় যদি দ্বেষ রূপ পবনে আকুল,
বাতাহত তরু প্রায় হয়ে ছিন্নমূল,
সহিষ্ণু জনের করে মজিবে নিশ্চয় *। ৫০

"অন্তর-অমাত্য মাঝে ক্রোধ-সমুত্থিত
স্বল্প বিবাদেও ঘটে প্রভুর পতন—
তরু শাখা-বিঘর্ষণে জাত হুতাশন
দহে সর্ব্ব গিরি দেহ, হ'য়ে প্রজ্বলিত। ৫১

"বিনয়-বিহীন শত্রু লভিলে উন্নতি
তুচ্ছ জ্ঞান করে তাহে প্রাজ্ঞ যেই জন ;
স্বল্প ছিদ্রে ঘটে তার সহজে দুর্গতি,
অবিনীত-সম্পদের অন্তিমে পতন †। ৫২

* বায়ুতে ছিন্নমূল সুবৃৎ বৃক্ষের সহিত দ্বেষ-ভিন্ন স্বজনে পরিবৃত প্রবল শত্রুর উপমা। প্রথম সর্গের ৫ শ্লোক ও তৎটীকা দ্রষ্টব্য। নিম্ন শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে। মূল শ্লোক—

"অপরাগ-সমীরণেরিতঃ
ক্রমশীর্ণাকুল-মূল-সন্ততঃ।
সুকরস্তরুবৎ সহিষ্ণুনা
রিপুরুন্মূলয়িতুং মহান্ অপি॥" ৫০

† ইহা ভীম বাক্যের উত্তর। ৮ ও ৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। অবিনয়ী ব্যক্তির সম্পদ্ পরিণামে বিপদের কারণ হয়।

"অন্তরে বাহিরে নিজ স্বজন নিকর
ধরে যদি ভেদ-ভাব দুর্ব্বৃত্তি-কারণ,
হয় হেন নৃপতির রাজ্যের পতন
যথা তীর নদীবেগে অন্তরে জর্জর * ।" ৫৩

শত্রুর সম্পদে ক্ষুণ্ণ ভীমেরে রাজন্
বুঝাইতে ছিলা হেন নীতির শাসন ;
হেন কালে নিজ মূর্ত্ত মনোরথ প্রায় †
পরাশর-সুত ব্যাস আসিলা তথায় । ৫৪

শান্ত দরশনে তাঁর দুষ্ট জন্তুগণ
বন মাঝে শান্তভাব করিল ধারণ ;
দেহ তাঁর পরিবৃত তেজে সমুজ্জ্বল—
পাপের দহন যাহা দর্শন-কোমল ‡ । ৫৫

তপের আধার ঋষি আপদ-বারণ
আসিলা সহসা হেথা, বিস্ময়ে নৃপতি
দেখিলা সম্মুখে তাঁরে, সৌম্যদরশন,
মূর্ত্তিমান পুণ্যরাশি সদৃশ মূরতি § । ৫৬

* বহিরন্তঃশত্রু বিশিষ্ট নৃপতির রাজ্যের সহিত অন্তর্ভেদ-জর্জর নদী-তীরের উপমা ।

মূল শ্লোক—"দুর্বৃত্তিতয়া ভিদাং গতং
বহিরন্তশ্চ নৃপস্য মণ্ডলং ।
অভিভূয় হরত্যনন্তরঃ
শিথিলং কূলং ইবাপগা রয়ঃ ॥" ৫৩

† এই সময়ে ব্যাসের আগমন যেন যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তিমতী মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি ।

‡ ব্যাসের তেজে পাপ দগ্ধ হইয়া যায়, অথচ সেই তেজ অগ্নির ন্যায় দুর্দ্দর্শনীয় নহে ।

§ ব্যাসের দর্শন—যুধিষ্ঠিরের সঞ্চিত পুণ্যরাশি সদৃশ । রঘুবংশে বাল্মীকি কর্ত্তৃক আনীতা সীতাকে তাঁহার তপঃসিদ্ধি রূপে বর্ণন করা হইয়াছে—

"রামের প্রতিজ্ঞা শু'ন তপোধন
শিষ্য নিয়োজিয়া আনিলা সীতায়
আশ্রম হইতে, তপেতে আপন
সমাপন্না নিজ তপঃসিদ্ধি প্রায় ।" ১৫ সঃ৭৪

শ্রেষ্ঠ উচ্চাসন হ'তে উঠিলা রাজন্,
কাঁপিল আরক্ত অগ্র বল্কল বসনে—
সুমেরুর শৃঙ্গ হ'তে যেমতি তপন
উদিলা বিস্তারি অংশু কপিশ বরণে *। ৫৭

সুস্থির অন্তরে তবে ধর্ম্মের নন্দন
দিয়া তাঁরে ঋষি-যোগ্য পূজা সুবিহিত
করিলা আদেশ লভি আসন শোভিত,
শোভে যথা ক্রোধ-শান্তি আগম-শ্রবণ †। ৫৮

শোভিলা বিকীর্ণ-তেজা মুনি সন্নিধানে
নর-রাজ, স্ফুট ওষ্ঠ সুহাসি ছটায়,
বৃহস্পতি সম্মুখেতে স্ফুরিত কিরণে
শোভেন যেমতি শশী ষোড়শ কলায় ‡। ৫৯

ইতি ভারবি কৃত কিরাতার্জ্জুন মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদে
ব্যাসাগমন নামে দ্বিতীয় সর্গ।

ভারবি-প্রতিভা-রবি আগে সুপ্রকাশ
ছিল মাঘে মেঘাবৃত যথা দিনকর;
বঙ্গের ভাষায় সেই কাব্যের আভাস
আনিলা নবীনচন্দ্র কবি-গুণাকর।

---

* যুধিষ্ঠিরের পরিহিত আরক্ত বল্কলাগ্রের সহিত উদীয়মান সূর্য্যের প্রভাতকালীন কিরণের উপমা। "শিশুপাল বধে" এরূপ আছে—

"অস্তগামী ভানু সম মুনিবর   উচ্চাসন হ'তে উঠিলা ত্বরিত,
না নামিতে ভূমে, আগে পীতাম্বর   গিরি হ'তে যথা মেঘ স-তড়িৎ!" ১ সঃ ১২

† শান্তিই শাস্ত্র-শ্রবণের শোভা স্বরূপ। ৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। যুধিষ্ঠির ব্যাসের আদেশ মতে বসিয়া আসন শোভিত করিলেন। "শিশুপাল বধে" নারদ সম্বন্ধে এরূপ আছে—

"মুনিবাক্যে যবে স্বর্ণ আসন   সুমেরু শিখর হ'ল বিড়ম্বিত,
গ্রহিলা শ্রীহরি জলদ বরণ,   নীল জম্বুফলে যবে সুশোভিত।" ১ সঃ ১৯

‡ "শিশুপাল বধে" কৃষ্ণ-নারদ মিলনে এরূপ বর্ণনা আছে—

"নীলমণি নিভ কৃষ্ণের সম্মুখে
উচ্চাসনে বসি শুভ্র ঋষিবর
বিরাজিলা, যেন শ্যাম সন্ধ্যামুখে
উদয়-শিখরে স্থিত শশধর। ১ সঃ ১৬

"চন্দ্রের শ্যামিকা জিনিয়া বরণ,
পীতবাস যেন তরল কাঞ্চন,
বিরাজিলা শ্যাম নীলাম্বুধি প্রায়
ব্যাপৃত যখন বাড়ব-শিখায়।" ২০

"কেশবের সেই শ্যামদেহ-তেজে
মিশিল ঋষির শুভ্রদেহ-ভাতি,
পশিয়া কম্পিত তরুপত্র মাঝে
মিশে নিশাকালে জোছনা যেমতি!" ১ সঃ ২০

মহামহোপাধ্যায় কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিরচিত ঘণ্টাপথ নাম টীকা'বলম্বনে শ্রীশ্রীচন্দ্র-শেখর-পদাম্বু-ধৌত-চট্টলবাসী শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কিরাতার্জ্জুন

তৃতীয় সর্গ।

শরতের শশি-কর সম মনোহর
ব্যাসের বর্ণনা। ঊর্দ্ধ-প্রসারিত তেজে সমুন্নত-কায়
শোভিলেন ব্যাস যেন শ্যাম মেঘবর,
শিরেতে পিঙ্গল জটা, চপলার প্রায় *। ১

সৌম্যতার পূর্ণ শোভা দেহে বিরাজিত
শরীর সৌষ্ঠব তাঁর মানব-অতীত,
পরিচয়-অভাবে ও হেরিলে তাঁহারে
জনমে স্নেহার্দ্র ভাব অমনি অন্তরে †। ২

স্বাভাবিক মধুরতা বিশ্বাস অপার
লাগিয়া রয়েছে সদা নয়নে তাঁহার ;
দর্শনেই সম্ভাষণ সূচিত যেমতি ‡
প্রকাশে পবিত্র চিত প্রশান্ত মূরতি §। ৩

---

* "শিশুপাল বধে" নীরদ-বর্ণন দ্রষ্টব্য—

"শারদ চন্দ্রমা সম কান্তি তাঁর
কমল-কেশর-পীত জটাভার,
তুষারে মণ্ডিত হিমগিরি প্রায়
আবৃত পিঙ্গল ব্রততী-মালায়।" ১ সঃ ৫।

† তাঁহার প্রসন্নমূর্ত্তি দর্শনে অপরিচিত ব্যক্তির মনেও স্নেহ ভাব জন্মে।

‡ তাঁহার দর্শনেই যেন সম্ভাষণের কার্য্য · রিত, অর্থাৎ লোকেরা আপ্যায়িত হইত।

§ রঘুবংশে এই রূপ আছে—

"আসিলা জানকী পরি রক্তবাস,
নিজ পদ পানে দৃষ্টি নিরন্তর,
সে শান্ত মূরতি করিল প্রকাশ
পবিত্র চরিত, সরল অন্তর।" ১৫ সঃ ৭৭

ধর্ম্মের নিদান বেদ পাপ-বিনাশন
প্রকাশিলা ব্যাস ঋষি, সুখাসীন তাঁরে
হেরি নিবেদিলা রাজা ধর্ম্মের নন্দন
আগমন হেতু তাঁর জানিবার তরে *। ৪

যুধিষ্ঠিরের উক্তি। "শুভফলদায়ী তব দর্শন বাঞ্ছিত
নির্ম্মেঘ আকাশ হ'তে বারি-বর্ষ প্রায়
লভিনু সহসা আজি, রজঃবিবর্জিত †;
বহুপুণ্য বিনা যাহা কেহ নাহি পায় ‡। ৫

* "শিশুপাল বধে" নারদ সম্বন্ধে কৃষ্ণের উক্তি দ্রষ্টব্য—

"নিশ্চিন্ত বিধাতা প্রজা-হিত তরে
সুপাত্র জানিয়া অর্পিয়া তোমারে
বিপুল সম্পদ্—বেদের ভাণ্ডার—
দান বিতরণে ক্ষয় নাহি যার।" ১ সঃ ২৮।

Mr. R. C. Dutt C. I. E. thus renders the description of Vyasa in this and the 3 stanzas above :

"Beaming with a gentle lustre
Soft as rays of autumn night,
Graced with auburn locks that clustered
Like a cloud of golden light,—
Glowing with a god-like mercy
In his more than human face,
Filling every living creature
With responsive love and grace,—
Speaking by his look and gesture
Peace that dwells in realms aloft,
Waking trust and true affection
By his glances sweet and soft,—
Herald of the holy Vedas
Vyasa to the monarch went,
And the courteous king Yudhishthir
Questioned thus the mighty Saint :

Stanzas 1 to 4. Penance of Arjun.

† রজঃ—এক অর্থে ধূলি, অন্য অর্থে রজোগুণ। ব্যাসের দর্শন রজোগুণ-রহিত, তদ্রূপ বারিবর্ষণ (বৃষ্টি) ধূলি-রহিত।

‡ "শিশুপাল বধে" এরূপ আছে—

"ত্রিকালেই শুভ তব দরশন—
পূর্ব্ব পুণ্য ফলে লভে তাহা নরে;

"হইল সত্য ব্রাহ্মণের আশিষ সত্বর
সফল হইল আজি যাগ অনুষ্ঠান,
তব আগমন হেতু, জগত ভিতর
লভিলাম আজি আমি বিপুল সম্মান। ৬

"লোক-গুরু তুমি, দেব, ব্রহ্মার সমান;
বিতরে সম্পদ তব অমোঘ দর্শন,
নাশে দুঃখ, করে সদা মঙ্গল সাধন,
বাড়ায় সুযশ; কিবা না করে প্রদান? ৭

বর্ত্তমানে তাহা পাপ-বিনাশন,
সাধে তা মঙ্গল ভবিষ্যের তরে।" ১ সঃ ২৬

Unattained by life-long merit
Is such favour great and high,
Like a holy life's fruition,
Like the rain from cloudless sky!
Hoiy rites have borne their harvest,
Brahman's blessings brought their meed,
For thy sight is highest honour,
Truest blessing in my need!
Vedic Bard! Thy grace can conquer
Ills with which this earth is rife,
And thy love like love of *Brahma*
Sanctifies our mortal life!
Not the moon's benignant radiance
Cheers my sad and lightless eye,
But my heart forgets its sadness,
Mighty Saint, since thou art nigh!
Thy desires I may not question,
Peaceful souls have no desires,
But a wish to hear thy utterance
My enquiring heart inspires."
Thus in graceful words the Monarch
To the Bard of Vedas prayed,
Anxious for the Monarch's glory
He unto Yudhishthir said.

Stanzas 5 to 10. Penance o Arjun.

"চন্দ্রের অমৃতবর্ষী শীতল জ্যোৎস্নায়
নহে তৃপ্ত আঁখি মম, নিরখি তোমায়
লভিছে অসীম সুখ, চিত্তে বিক্ষোভিত
জ্ঞাতির বিয়োগ দুঃখ যেন উচ্ছ্বসিত *। ৮

"আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসি কেমনে,
কি আছে যা দিতে পারি স্পৃহাহীন জনে?
তবু শুনিবারে শুভ মুখের সুভাষ—
ইচ্ছা মম, তাই বাক্য বলিতে প্রয়াস †।" ৯

হেন রূপ চারুতর রুচির ভারতী
ব্যাসেরে উদার মনে কহিলা নৃপতি,
জয়-সিদ্ধি ভাবি তবে ব্যাস তপোধন
রাজারে কহিলা হেন উদার বচন—১০

ব্যাসের উক্তি।

"ইহ পর লোকে মহা যশের গৌরব
লভিতে বাসনা-পর যতেক মানব
করে সম ব্যবহার বান্ধবে বিহিত ‡,
তপস্বীর পক্ষে তাহা বিশেষ উচিত। ১১

---

* স্বজনের দর্শনে মনোদুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। কুমার সম্ভব দ্রষ্টব্য যথা-
"স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে"। ৪ সঃ ২৬ শ্লোক।

† "শিশুপাল বধে" এরূপ আছে—
"কলুষ-বিনাশী তব দরশন
লভিয়া কৃতার্থ যদিও এ মন,
তবু ইচ্ছা শুনি সুবাক্য তোমার
শ্রেয় বস্তু ভোগে তৃপ্তি হয় কার? ১ সঃ ২৯
"আগমন-হেতু জিজ্ঞাসি কেমনে?
স্পৃহা-হীন তুমি জানে সর্ব্বজন;
দিয়াছ যে মান হেথা আগমনে
করিয়াছে তাহে সাহস বর্দ্ধন।" ১ সঃ ৩০

‡ বন্ধুগণের প্রতি সমান ব্যবহার করা মনুষ্য মাত্রের উচিত।

"তথাপি তোমার পানে হৃদয় ধাবিত
গুণের প্রবাহে তব হয়ে আবর্জিত ;
যাঁহারা নিস্পৃহ সদা বাঞ্ছেন মুকুতি
তাঁদেরও বিশেষ স্নেহ সাধুজন প্রতি। ১২

"তোমরা কি নহ ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ?
গুণেও কি সুযোধনে কর নাই জয় ? *
ত্যজিলেন তোমাদেরে অকারণে হায়,
বিষম বিষয় তৃষা মোহ জনমায়! ১৩

" He who strives for earthly glory
Bears for all impartial love,
He who strives for peace and virtue
Should with higher justice move ;

Yet my partial heart, Yudhishthir,
For thy virtues leans to thee, —
Virtue binds the lonesome hermit
From all earthly bondage free !

Are ye not of royal lineage
Like the youth who fills the throne,
Hath his father lost his reason
Thus to wrench from you your own ?

And will Fortune help a warrior
Who on *Karna* places trust,
Doth not faith with false aud faithless
Lead to fame and honour lost ?

When they left the righteous pathway,
You remained in virtue strong,
When they changed, still true and changeless,
You forgave the proud men's wrong.

And they sought to shame you vainly,
Man of piety and love,
Every trial, wrong and insult
Higher virtue in you prove.

Stanzas 11 to 16. Penance of Arjun.

* তোমরা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র স্থানীয় অথচ গুণবান্। উভয় কারণে তৎকর্তৃক ত্যজ্য নহ।

"ত্যজিবে না অর্থ-সিদ্ধি কভু কি তাঁহারে
কর্ণ আদি প্রতি যাঁর মন্ত্রণে নির্ভর * ?—
অসাধুর সঙ্গ হয় জয়-বিঘ্নকর,
ঘটায় বিপদ জাল উন্মূলন তরে। ১৪

"সর্ব্বথা বিপথগামী রিপুর সভায়
সুচির ধর্ম্মের ভার বহিলে নির্ভয় ; †
শমগুণে পরপ্রেম দেখালে ধরায়
বিপদেও অবিনাশী রম্য অতিশয়। ১৫

"শমগুণে পূর্ণ তুমি ; তব রিপুগণ
কপটেতে অপকার করিয়া তোমার
সাধিয়াছে মোহবশে অনিষ্ট আপন,
সৌজন্য-প্রকাশে তব কৈল উপকার ‡। ১৬

"লভিতে হইবে তব বিক্রমে ধরারে,
অস্ত্র আর বলবীর্য্যে বলী রিপুগণ,
বলের উৎকর্ষ তরে করিবে যতন—
বলাধিক-বশ সদা জয়শ্রী সমরে §। ১৭

* ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ প্রভৃতি কুমন্ত্রীর পরামর্শে কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার হানি-কাল দূরবর্ত্তী নহে।

† যুধিষ্ঠির শত্রুগণের সভায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক স্ত্রীগ্রহণ-চেষ্টা সত্যের অনুরোধে দীর্ঘ-কাল সহ্য করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের ভার দুঃসহ হইলেও তাহা ত্যাগ করেন নাই।

‡ শত্রুগণের এবম্বিধ অসৎকার্য্যে পাণ্ডবদিগের সৌজন্যের অধিকতর বিকাশ

§ মূল শ্লোক—"লভ্যা ধরিত্রী তব বিক্রমেণ
জ্যায়াংশ্চ বীর্য্যাস্ত্রবলৈঃ বিপক্ষঃ।
অতঃ প্রকর্ষায় বিধির্বিধেয়ঃ
প্রকর্ষ-তন্ত্রা হি রণে জয়-শ্রীঃ॥"

যুদ্ধে যাহার বলাধিক্য, তাহারই জয়লাভ হয়। এই জন্যে যুদ্ধের পূর্ব্বে বিপক্ষের বল-নির্দ্ধারণে নিজের অস্ত্র ও সেনা ইত্যাদি বল বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই শ্লোকে মহর্ষি ব্যাস জয়লাভের বীজমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই দ্রৌপদী ও ভীমের উক্তির প্রকৃত উত্তর।

"রাজবংশ ধ্বংস করি একবিংশ বার
নিজ শিষ্য ভীষ্ম-হস্তে লভি পরাভব *
জানিলা সে বীরগুরু ভৃগুর কুমার
গুণের উৎকর্ষ সদা সুপাত্রে সম্ভব। † ১৮

"কৃতান্তও পরশিতে না পারি যাঁহারে
পরাভব পেয়ে যেন আছেন লজ্জিত, ‡
সেই ভীষ্ম ধনু যবে ধরেন সমরে
কার না হৃদয় হয় ভয়ে বিকম্পিত ? ১৯

"যবে বিশ্ব-দাহোন্মুখ কালাগ্নি সমান
রোষে প্রজ্বলিত দ্রোণ বর্ষিবেন বাণ
চঞ্চল শিখাগ্র-জিহ্বা-বিস্ফুরিত শিরে §,
তোমাদের মাঝে কে বা রোধিবে তাঁহারে ? ২০

"কর্ণের কোপের মুখে কে বা ধৈর্য্য ধরে ?
শিখিলেন ধনুর্ব্বেদ পূজি ভৃগুবরে ; ||

এই সুদূর দর্শিনী রাজ-নীতি মূলে আধুনিক ইংলণ্ড, জারমনি ও জাপান পৃথিবীতে আপন আপন জাতীয় আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও দেবগণের মধ্যে যুদ্ধের প্রাক্‌কালে এই নীতির অনুযায়ী কার্য্য হওয়া মাঘকৃত "শিশুপাল বধ" কাব্যে উক্ত হইয়াছে যথা—

"নিরমিলা তার ভয়ে দেবদল
শোভা-রূপী পুরে পরিখা প্রাচীর ;
শাণি অস্ত্র, বাড়াইয়া সেনা-বল,
অভেদ্য কবচে ঢাকিলা শরীর।" ১ সঃ ৪৫।

* পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তিনি অমর। ভীষ্ম তাঁহার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাশীরাজপুত্রী অম্বিকার স্বয়ম্বরে ভীষ্ম তাঁহাকে পরাজয় করিয়া বিচিত্র-বীর্য্যের সহিত অম্বিকার বিবাহ দিয়াছিলেন।

† সৎপাত্রেই গুরুর শিক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে।

‡ ভীষ্মের ইচ্ছা-মরণ, এইজন্য যম তাঁহার কাছে যেন পরাজিত হইয়া লজ্জিত ছিলেন।

§ যুদ্ধে দ্রোণের মস্তকের শিখা কালাগ্নির জিহ্বা রূপে যেন স্ফুরিত হইতে থাকে।

|| কর্ণ অঙ্গদেশের রাজা। বর্ত্তমান ভাগলপুর অঙ্গদেশের অন্তর্গত থাকা প্রকাশ।—

হেরি তাঁরে কৃতান্তও মনে পায় ভয়
ভয় সহ কভু যাঁর নাহি পরিচয়। ২১

"কপিধ্বজ পার্থ বীর যে বিদ্যাপ্রভাবে †
দুষ্কর শিবের তপঃ করিয়া সাধন
সিদ্ধ কাম হ'য়ে তেজ দুর্লভ এ ভবে
লভিয়া সে বীরগণে করিবে দলন, * ২২

(Vide my Anc. Geography of Asia pp.5 &6.) কর্ণ পরশুরাম হইতে অস্ত্র-রহস্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

* " Listen yet, by valour only
You can win in battle's hour,
For your foe is strong in combat,
Boundless in his wealth of power. (st 17)
Jamadagni s son who conquered
Thrice seven times he kings of earth,
Great though he,—he owns with terror
Bhishma's greater, mightier worth ;
Death is powerless, Death s conquered,
By that chief's resistless might,
And the field of battle trembles,
When he enters on the fight !
Doughty *Drona* in the battle
Speeds his darts in furious ire,
Like a world-consuming furnace
Shooting forth its tongues of fire ;
Archer *Karna* learnt his lessons
From great Jamadagni's son,
And the King of Terrors trembles
At his deeds of valour done !—
These are chiefs, believe me, monarch,
Whom in battle thou shalt face,
Arm thyself by toil and penance,
Seek celstial help and grace ;
Let young *Arjun* seek the weapons
Gods themselves by worship crave,—
This, Yudhisthir, is my message,
Win the gift that speeds the brave " ! (st. 23)
Stanzas 17-23 : R. C. Dutt's Penance of Arjun.

"বীরত্বের মহোৎকর্ষ লাভের কারণ
সেই তেজোময়ী বিদ্যা কার্য্যসিদ্ধি প্রায় *
সুপাত্রে অর্পিতে আজি আসিনু, রাজন্,
সুমহিম দেবগণ তুষ্ট হন যায়।"—২৩

এ রূপ কহিলা মুনি প্রসন্ন অন্তরে,
রাজার আদেশ তপ সাধনের তরে
পাইয়া, ছাত্রের প্রায় বিনীত-হৃদয়
আসিলা ব্যাসের পাশে ধীরে ধনঞ্জয়। ২৪

ইন্দ্র-অস্ত্র রূপ বিদ্যা স্ফুলিঙ্গ-উজ্জ্বল
প্রভাতের রবিচ্ছবি সম সুবিমল
মুনি-মুখ হ'তে গেল পার্থ-মুখ মাঝে
স্ফুরন্ত অরুণ-প্রভা যেমতি সরোজে †। ২৫

* এই বিদ্যা সাক্ষাৎ কার্য্যসিদ্ধি-রূপিণী। ব্যাস এই বিদ্যা অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন।

† ব্যাস-প্রদত্ত ঐন্দ্র অস্ত্রের সতেজ মন্ত্র অর্জ্জুনের মুখে জ্বলন্ত অগ্নিকণার ন্যায় প্রবেশ করিল। প্রভাতের আরক্ত সূর্য্য-প্রভা যে রূপ পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করে।

"The gallant archer *Arjun*
  Stept forth reverent and slow,
Bending at his elder's mandate
  Like a student bending low ; (st. 24)
And the gift of Saintly *Vyasa*,—
  Mantra of the holy spell,—
As the sun-light falls on lotus,
  On the valiant Arjun fell.
And the mantra's holy radiance,
  Which the warrior proudly wore,
Oped his inner eye of reason,
  Filled his heart with sacred lore ;
And his form betokened glory,
  And his heart was fixed and strong,
Vyasa spake of penance holy
  To the warrior brave and young."—

Stanzas 24 to 27, Penance of Arjun.

তপের প্রভাবে তবে মহা তপোধনী
প্রদানিলা সদ্যঃ যোগ সুযোগ্য অর্জ্জুনে ; *
চির উন্মীলিত যেন হইল নয়ন—
সক্ষম হইলা পার্থ তত্ত্ব দরশনে † । ২৬

বিপুল সৌভাগ্য লাভ হইবে তাঁহার
সূচিল উৎসাহে যেন পার্থের আকার ;
তপের নিয়মে মুনি নিয়োজিতে তাঁরে
কহিতে লাগিলা এবে বিজয়ের তরে ‡—২৭

ব্যাসের উক্তি ।

"এই যোগে তেজঃ তব হ'য়েছে বর্দ্ধিত,
না দিবে আসিতে পরে স্থানেতে আপন ; §
জপ-উপবাস স্নান করি সুবিহিত
ধরি অস্ত্র, মুনিবৃত্তি কর আচরণ । ‖ ২৮

* যেই যোগ বহুকালে সাধন করা যায়, তাহা মুনির প্রভাবে অর্জ্জুন যেন সদ্যঃ লাভ করিলেন ।

† তত্ত্ব—"মূলপ্রকৃতিঃ মহান্ অহঙ্কারো মনশ্চ, পঞ্চ তন্মাত্রাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ মহাভূতানি" সাংখ্য মতে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব । মূল প্রকৃতি—সকলের কারণীভূত সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মিকা । মহৎ—বুদ্ধি স্বরূপ । অহঙ্কার—(মহৎ হইতে উৎপন্ন, ইহা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) "আমি করিতেছি", "আমার গৃহ" ইত্যাদি অভিমান । পঞ্চ তন্মাত্র—সূক্ষ্ম অমিশ্র পঞ্চভূত ।

‡ তখন উৎসাহ বশতঃ অর্জ্জুন এই রূপ আকার ধারণ করিলেন যে তাহাতে বোধ হইল তিনি অচিরে বিশেষ উৎকর্ষ লাভে সক্ষম হইবেন । অর্থাৎ মহাসৌভাগ্য সূচক আকার ধারণ করিলেন ।

§ অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে তপস্যা করিবে ।

‖ "Strengthened by this *mantra*, Arjun,
Yield thy warrior-pride to none,
Girt in arms perform thy penance,
Holy rites by hermits done ; (st. 28)
And this *Yaksha* guide will lead thee
To the lofty golden hill,
There, perform thy sacred duty,
Do the Thunder-wielder's will !"
And her heart was wrung by anguish,
Like a creeper rent aud broke,
And her voice was choked by tear drops,

"ইন্দ্রের প্রসাদ হেতু তপস্যা দুষ্কর
করিবে যেখানে তুমি ইন্দ্রকীল-শিরে, *
সে গিরির অভ্রভেদী সুনীল শিখরে
নিবে তোমা ক্ষণ মাঝে এই যক্ষবর" †।—২৯

Speaking thus unto the warrior
  Vyasa vanished from his view,
And obedient to his mandate
  Came the *yaksha* tried and true :
Warrior Arjun, faithful *yaksha*,
  Found a true friend, each in each,
For the pure are quick in trusting,
  And their love not far to reach."

Sts 28—31. Penance of Arjun.

* ইন্দ্রকীল—হিমালয়ের শৃঙ্গ বিশেষ। ভারবির জীবনী দ্রষ্টব্য।

† যক্ষবর—এক গুণবান্ যক্ষ ব্যাসের আদেশে হিমালয়ের পর্ব্বত প্রদেশে অর্জ্জুনের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন। যক্ষেরা পার্ব্বত্য-জাতি বিশেষ। তিব্বত ও হিমালয়বাসীরা যক্ষ, গুহ্যক, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও কিরাত ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। প্রসিদ্ধ তিব্বত-পর্য্যটক মৎ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, (C. I. E.) মহোদয় দুই বার হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত ও লাসা নগরে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিব্বত-জাতীয় সুযোগ্য লামা উগেন গিয়াসো তাঁহার পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী ছিলেন। এই শ্লোক পাঠে উক্ত ঘটনা স্মৃতিপথে উদয় হয়।

The Hon'ble W. W. Rockhill, American Minister at the Court of Pekin in the Preface to his Edition of *Sarat Chandra Das's* "Journey to *Lhasa* and *Central Tibet*" thus notices the *Lama's* work :

"This introductory note would not be complete if further reference were not made to the Babu's faithful Companion and Assistant in his two Journeys to Tibet, *Lama Ugyen-gyatso.* The Lama who is a Tibetan from Sikkim and connected with the reigning family of that State...... went to Tibet to bear tribute from his lamasery to the heads of the church, and brought back with him the passport which enabled *Chandra Das* to make his two Journeys to Tibet, in both of which he accompanied him rendering him everywhere true and valuable service.

"The discovery by *Sarat Chandra in 1882* of the true dimensions and shape of *Lake Palti* seemed to *Sir Alfred Croft* so important that in June 1883, he despatched the *Lama* to cover the same ground again in order to verify and complete the survey made by the Babu. He also explored the *Lhobrak (Manas valley).* His services have been reward-

কহিয়া অর্জ্জুন বীরে এ রূপ বচন
সহচর যক্ষ। তথা হ'তে গেলা চলি ব্যাস তপোধন ;
সাক্ষাৎ আদেশ রূপে তখনি তাঁহার
রাজ-রাজ-চর যক্ষ দিল দরশন *।

প্রণমি অর্জ্জুনে, তাঁর মধুর বচনে
লভিল সখার প্রায় প্রীতি যক্ষবর,

ed by the Indian Government with the title of *Rai Bahadur*, a silver medal and a grant of money." Preface pp. xi-xii.

* রাজরাজ-চর—অর্থাৎ যক্ষ। উপরের শ্লোক, ৪র্থ সর্গের শ্লোক, বাঙ্গালা রঘুবংশের ১৫শ সর্গের ১০৩ শ্লোক ও তৎটীকা দ্রষ্টব্য। রাজ শব্দের অর্থ যক্ষ, তাহাদের রাজা কুবের রাজ-রাজ। হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমে কৈলাস পর্ব্বতে তাহার রাজধানী অলকানগরী। হিমালয়ের প্রত্যন্ত-দেশবাসী অর্দ্ধসভ্য জাতিরা পার্ব্বত্য রাজ (অর্থাৎ যক্ষ) জাতীয় বলিয়া অদ্যাপি "রাজবংশী" নামে পরিচিত হয়। "রাজা প্রভৌ নৃপে চন্দ্রে যক্ষে ক্ষত্রিয়শক্রয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। কুবেরের আদেশে নির্ব্বাসিত কোন উচ্চ পদস্থ যক্ষ "মেঘদূতের" নায়ক—

"কশ্চিৎ কান্তা-বিরহ-গুরুণা স্বাধিকার-প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং গমিত-মহিমা বর্ষ-ভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনক-তনয়া স্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥" মেঘদূত ১ সঃ ১।

" Where *Rama-giri's* shadowy woods extend,
And those pure streams where *Sita* bathed, descend,
Spoiled of his glories, severed from his wife,
A banished *yaksha* passed his lonely life ;
Doomed by *Kuvera's* anger to sustain
Twelve tedious months of solitude and pain." Wilson.

কালিদাস প্রাচীন গান্ধার (*Candahar*) দেশের লোককে গন্ধর্ব্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। রঘুবংশের ১৫সঃ ৮৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভরত তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন, যথা—

"সে দেশে ভরত অতুল সমরে
জিনিলা উদ্ধত গন্ধর্ব্ব নিকরে ;
অস্ত্র শস্ত্র এবে করি বিসর্জ্জন
বাদ্যযন্ত্র তারা করিল ধারণ।" ১৫ সঃ ৮৮

মনুসংহিতা অনুসারে যক্ষ ও গন্ধর্ব্বাদি পার্ব্বত্য জাতিরা রজো-গুণ-প্রধান যথা—

"গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ॥" মনুঃ ১২। ৪৭।

রজোগুণের আধিক্য বশতঃ, বোধ হয়, যক্ষ প্রভৃতি জাতি রাজশব্দে অভিহিত।

স্পৃহা ও বিশ্বাসে তার পূরিল অন্তর—
বিশ্বাস জনমে আশু সুজন মিলনে *। ৩১

পুনঃ উদয়ের তরে গমনে রবির
উজ্জ্বল সুমেরু-কুঞ্জে প্রবেশে তিমির—
তেমতি উন্নতি কল্পে পার্থের গমনে
ধীরে আক্রমিল শোক তেজী ভ্রাতৃগণে +। ৩২

সবিশেষ আলোচিত কার্য্যে হিতকর
ভ্রাতৃ-প্রেমে উপজিল যে দুঃখ দুর্ভর

---

* যক্ষ অর্জ্জুনকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার প্রিয়বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সুহৃদ্ মনে করিলেন।

শ্লোকাংশ—"বিশ্বাসরত্যাশু সতাং হি যোগঃ"। সাধুগণের মিলনেই পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে।

+ পুনর্ব্বার সতেজে উদয় হইবেন বলিয়া সূর্য্য অস্তগমন করিলে, উজ্জ্বল সুমেরুকুঞ্জে ক্রমশঃ অন্ধকার প্রবেশ করে। উৎকর্ষ লাভের জন্য অর্জ্জুনের দূর-গমন হেতু তেজঃসমন্বিত যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে দুঃখ অতি ক্লেশের সহিত প্রবেশ করিল।

"As a darkness fills *Sumeru*
When the god of day departs,
Parting from the warrior Arjun
Filled with grief his brothers' hearts ; (st. 32)
But dispelled by sense of duty,—
Though so bitter was their lot,—
Sorrow in the royal brothers
Yielded to a higher thought ;
Hope and trust in *Arjun's* prowess,
Hatred of the common foe,
confidence in brighter future,
Quelled the sense of present woe.
Shadows leave the hours of daylight,
Seek the stillness of the night,—
Sorrows left the war-like brothers,
Filled *Draupadi* in their might ;
And as snow-flakes fill the lotus
Rising tear-drops filled her eye,
But to weep were inauspicious,
Though her bosom heaved a sigh."

Sts. 32...36. Penance of Arjun,

সমভাবে চারি ভাই করিলা বহন, *
লঘু জ্ঞান হ'ল তাহা বিভাগ কারণ। ৩৩

নিজ ধৈর্য্য, ব্যাস-বাক্যে অটল বিশ্বাস,
শত্রু-প্রজ্বলিত আর রোষের উচ্ছ্বাস,
অর্জ্জুনের পরাক্রম—এ সব কারণে
না পাইল স্থান দুঃখ তাঁহাদের মনে। ৩৪

ত্যজি তাই মহাতেজা চারি সহোদরে
কৃষ্ণারে ব্যাপিল দুঃখ একাধার প্রায়;
দ্রৌপদীর দুঃখ। ছাড়ি যথা দিনে চারি উজ্জ্বল প্রহরে
ঢাকে তমঃ কৃষ্ণপক্ষে একাই নিশায় †। ৩৫

যদিও আকুলা পার্থ-দর্শন-ইচ্ছায়,
তবু কৃষ্ণা অশ্রুপাতে ভাবি অমঙ্গল,
নেত্র না মুদিলা, যাহে অশ্রু অবিরল ‡
ছল ছল, ইন্দীবরে হিমবিন্দু প্রায়। ৩৬

অকৃত্রিম প্রেমরসে সরস বিমল
প্রেয়সীর দরশন পার্থ মহাবলী
আগ্রহে গ্রহিলা যেন পথের সম্বল,
প্রদানিয়া সুপ্রসন্ন মানস অঞ্জলি §। ৩৭

---

* বিশেষ বিবেচনার পর উৎকর্ষ লাভের জন্য অর্জ্জুনের প্রবাস গমন স্থিরীকৃত হইয়াছিল বলিয়া তজ্জনিত দুঃখ চারি ভ্রাতার পক্ষে ক্লেশকর হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে বিভক্ত হওয়াতে যেন সেই দুঃখ লঘু জ্ঞান হইয়াছিল।

† দিবাভাগের সৌর তেজঃসমন্বিত চারি প্রহরের সহিত তেজস্বী চারি ভ্রাতার উপমা। তমোরাশি ঐ চারি প্রহরকে আক্রমণে অক্ষম হইয়া কৃষ্ণা (অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের) রাত্রিকেই আবৃত করে। অর্জ্জুনের বিয়োগদুঃখ ভাবনায় কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) একাই অধীর হইলেন।

‡ যাত্রাকালে অশ্রুবর্ষণ নিষিদ্ধ। তথাপি কৃষ্ণা চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

§ প্রবাস গমন সময়ে রমণী-প্রদত্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া শুভ। "রামার্পিত পাথেয়ং পথি ক্ষেমায় ভবতি ইতি আগমঃ" মল্লিনাথ। অর্জ্জুন মন ভরিয়া যেন দ্রৌপদীর দর্শন রূপ পাথেয় গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কৃষ্ণাকে দেখিতে লাগিলেন।

"Look of tenderness and sadness
Did her woman's glances send,
As a dear and sad memento
To a loved and parting friend; (st. 37)

বন্য-গজ বিক্ষোভিতা গ্রীষ্ম-নদী প্রায় *
ধৈর্য্য ভ্রংশে সমাকুলা ক্ষত্র-রাজরাণী
কহিতে লাগিলা ক্লেশে মনের ব্যথায়
বাষ্প রোধ-ক্ষীণ কণ্ঠে গদ গদ বাণী—৩৮

"শত্রুর কপট-পঙ্কে মগন গৌরব
দ্রৌপদীর উক্তি। সম্পদের প্রায় তুমি উদ্ধারিবে গুণে; †
যে অবধি দুঃখ-হর তপঃসিদ্ধি তব
নহে পূর্ণ, এ বিরহ না ভাবিও মনে। ৩৯

"লভিবারে যশঃ, কিম্বা সুখের লিপ্সায়
কিম্বা লোকাতীত কার্য্য করিতে সাধন
বিশেষ প্রয়াস যাঁর নিরুদ্বেগ মন,
যায় তাঁর কোলে সিদ্ধি অনুরক্তা প্রায় ‡। ৪০

"বিধাতা সৃজিলা ক্ষত্রে লোক-রক্ষা তরে,
লুপ্ত সেই ক্ষাত্র তেজঃ শত্রু লাঞ্ছনায়;

And her heart was wrung by anguish,
Like a creeper rent aud broke,
And her voice was choked by tear drops,
Sad her accents as she spoke—
" Sole restorer of our glory,
Now, alas, in darkness lost,
Let thy manly heart and purpose
By no saddening thought be crost :
For in quest of fame and glory,
And of deeds which records fill,
Fortune ever leans to heroes
Labouring with a dauntless will !"
Sts. 37 to 40, Penance of Arjun.

* বন্যহস্তি-বিলোড়নে উচ্ছৃঙ্খলভাবাপন্না গ্রীষ্মকালের স্বল্প-জলা নদীর সহিত ধৈর্য্যভ্রংশ-বিক্ষোভিতা মানিনী দ্রৌপদীর উপমা অতি মনোহর।

† তোমাদের গৌরব শত্রুর কপট ব্যবহার রূপ কর্দ্দমে মগ্ন। সম্পদ্ লক্ষ্মীর ন্যায় সেই গৌরব তুমি নিজ গুণে উদ্ধার করিবে।

‡ যশ ও সুখের লিপ্সায় যিনি এইরূপ উদ্যোগশীল, যশঃসুখাদির অর্থসিদ্ধি (স্ত্রীং) অনুরক্তা কামিনীর ন্যায় তাঁহার বশবর্ত্তিনী হয়।

জয়-শীল তেজস্বীর জীবনের প্রায়
চির প্রিয় অভিমান হৃত শত্রু-করে * ! ৪১

"আপ্তজন মুখে গ্লানি করিয়া শ্রবণ
সংশয়ে দুখেতে লাজে নত রাজগণ ;
বসুধা-ব্যাপিত যশঃ চন্দ্রাতপ প্রায়
অরিকৃত পরাভবে সঙ্কুচিত হায় † ! ৪২

"পূর্ব্বের বিক্রম কার্য্য তাহে লুপ্ত প্রায় ‡,
সুখ্যাতি ও সেইরূপে অস্তিত্ব-বিহীন ;
তেমতি ঘটিল ক্ষয় ভবিষ্য আশায়
দিনান্তে সূর্য্যের তেজ হয় যথা ক্ষীণ । ৪৩

"হেন পরাভব রিপু দিয়াছে তোমায়
না পারি স্মরিতে তাহা, সহিব কেমনে ?

* শত্রু তোমাদের ক্ষাত্র তেজ ও অভিমান হরণ করিয়াছে ।

† দুঃশাসনাদিকৃত অপমানে তোমাদের দিগন্তব্যাপী যশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে । নিম্নে ৪৭ শ্লোক ও তৎ টীকা দ্রষ্টব্য ।

‡ তাহে—অর্থাৎ শত্রুকৃত পরাভবে ।

" Kings in glory rule the wide earth,
Conquering foemen in the strife,
We have lost that kingly glory
Dear to warrior as his life,
Till the chiefs of distant regions
Doubting heard our tale of shame,
Stainng all our former valour
And our world-embracing fame !
Tale of shame which dims our future,
Hides each deed of valour done,—
As the shadow of the evening
Hides the glimmers of the sun,
Tale of wrong and bitter insult
Rankling like a cruel smart,
And the thought of pain will freshen
When, O Arjun, thou shalt part ! "

Sts. 41—44, Penance of Arjun

সেই ক্ষত আর্দ্র হ'য়ে নূতনের প্রায়
ব্যথিবে হৃদয় শুষ্ক তোমারি বিহনে। ৪৪

"দন্তভঙ্গে বিকলাঙ্গ মাতঙ্গ যেমন
অভিমান-নাশে তব বিরূপ মূরতি
শত্রুর প্রতাপে তেজ হারায়ে আপন,
শরতের মেঘাবৃত প্রভাত যেমতি *। ৪৫

"বীরত্ব-অভাবে অস্ত্র রয়েছে লজ্জায়, †
সেই অস্ত্র জালে শোভা নাহি তব আর;
যশঃ-ক্ষয়ে, ক্ষীণ-পয় পয়োধির প্রায়, ‡
রূপান্তর যেন হায় হ'য়েছে তোমার! ৪৬

"এই যে কবরী শিরে আছে ভাগ্য বলে,
আকর্ষিল দুঃশাসন অনাথার প্রায়, §

* শরৎকালের প্রভাত মেঘাবৃত হইলে তাহা রাত্রিকাল হইতে অভিন্ন দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ বিশেষ অন্ধকার হয়। কিন্তু মধ্যাহ্ন মেঘাচ্ছন্ন হইলে সেইরূপ অন্ধকার হয় না।

† অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য ভাবে রহিয়াছে।

‡ জলক্ষয়ে সমুদ্রের ন্যায় যশঃক্ষয়ে তোমার রূপান্তর ঘটিয়াছে.

§ পূর্ব্বের ১৫ ও ৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

" Like a wounded forest-monarch
  Changed thou art, thy glory faded,
Void of pride and pomp and prowess
  Like the day by darkness shaded ;
And the arms that once bedecked thee
  Long unused have lost their gleam,
Form of pride hath changed and withered,
  Like the summer's dwindled stream !
By these tresses, young *Duhsāsan*
  Dragged me to the council hall,
Still unbraided, powerless Arjun,
  They remind thee of thy fall !
What is *Kshatra*,—true born warrior,—
  If he fails to help and save,
What is *Kārmuk*,—bow of battle,—
  If its fails the true and brave ? "

Sts. 45—48. Penance of Arjun.

পরাভবি তেজোবল তব সভাতলে,
সেই ধনঞ্জয় তুমি এখনো কি হায় ? । ৪৭

"সেই ত ক্ষত্রিয় যেই সাধু-ত্রাণে রত, *
রণ কর্ম্মে সদা ক্ষম সেই ত কার্ম্মুক ; †
নিজ অর্থ মত কার্য্যে হইলে বিমুখ
হবে এই উভ পদ মূলে কলুষিত ‡। ৪৮

---

* ক্ষত্রিয়—মূল অর্থে যাহারা ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতে সক্ষম, ক্ষত্রিয়কুল।

† কার্ম্মুক—মূল অর্থে যাহা কর্ম্ম প্রভাব দেখাইতে পারে, ধনুঃ।

‡ শত্রু জয় করিয়া নিজ গৌরব রক্ষা করিতে না পারিলে তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব ও ধনুর্বিদ্যা বৃথা।

রঘুবংশে এইরূপ আছে—

"ক্ষত হ'তে ত্রাণ করে, ইহার কারণ
মহান্ ক্ষত্রিয় নাম খ্যাত ত্রিভুবনে ;
ইহার অন্যথা কাজ করে যেই জন
ধিক্ তার রাজভোগে কলঙ্কী জীবনে" ২য় সঃ ৫৩।

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ সম্বন্ধে মহাভারত দ্রষ্টব্য। যথা—

"ধায় কৃষ্ণা গুণবতী, কাতর হইয়া অতি
গান্ধারীর লইতে শরণ।
দুঃশাসন ক্রোধ ভরে, গর্জ্জিয়া ধাইছে রড়ে
পাঞ্চালীর পাছু সেই ক্ষণ।
সুদীর্ঘ চিকুর ভার, সুনীল কুঞ্চিতাকার,
তাহে গিয়া সত্বর ধরিল।
* * * * *
রাজসূয় যজ্ঞ শেষে, পাঞ্চালীর যেই কেশে
সিক্ত কৈল মন্ত্রপূত জল।
পাণ্ডবের বীর্য্যরবি, দুঃশাসন পরাভবি
সেই কেশ ধরে করি বল।
অনাথার নাথবতী যদিও দ্রৌপদী সতী,
তথাপি দুর্ব্বুদ্ধি দুঃশাসন।
তাঁর দীর্ঘ কেশ ধরি, বলে আকর্ষণ করি
সভা পাশে করে আনয়ন।

"সত্তা মাত্র অবশেষ দৈবে দুর্নিবার—*
নিষ্প্রভ হইয়া এবে তব গুণ চয়
সমদুঃখে ধরি যেন সাদৃশ্য আমার
গণিছে, অর্জ্জুন, তব ভবিষ্য উদয় †। ৪৯

কম্পমানা কদলীরে, বলে হলাইয়া শিরে,
বায়ু যথা করে আকর্ষণ।
তথা নৃপ-নন্দিনীরে, দীর্ঘকেশী দ্রৌপদীরে
টানিতে লাগিল দুঃশাসন।"
মঃ ভাঃ, সভাপর্ব্ব, দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়, ৬৫ অঃ।
রাজকৃষ্ণ রায়।

এই অমানুষিক দুর্ব্যবহার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ও ভারতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসের মূল কারণ। তাহা কেবল ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপানে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই ঘটনা মূল ভট্ট নারায়ণের "বেণীসংহার" নাটক লিখিত।

* যাহার কেবল অস্তিত্ব মাত্র আছে তদ্রূপ, অর্থাৎ গুণ-গৌরব-রহিত।

"Vain thy virtues, mute thy glory,
And inglorious is thy might,
Or partaking of our sorrow
Do they imitate our plight?
"But they rashly tempt thee, Arjun,
Lion's wrath the hunters shun,—
Duty for thy worth elects thee
As the day elects the Sun!
For a hero's deed of valour
Fills the glorious rolls of fame,
And a hero's name is foremost
When they count each warlike name;
"Be a hero in thy striving,
And if sometimes in thee rise
Thoughts of sadness and of sorrow,
Indra helps the brave and wise!"
Sts. 49—52. Penance of Arjun.

† তোমার গুণাবলি আমার ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। ব্যাসোপদিষ্ট তপশ্চর্য্যা দ্বারা সেই গুণাবলি উৎকর্ষ লাভের প্রত্যাশা করে। তদ্রূপ আমিও তোমার ভবিষ্য উন্নতির অপেক্ষা করিতেছি

"আক্ষেপ দিয়াছে ভ্রমে রিপুরা তোমায় *
কেশরীর কেশ যেন ছিঁড়িল বারণ।
কার্য্য-সিদ্ধি চাহে তোমা গুণে যোগ্যতায়
তেজেতে রবিরে ভজে দিন-শ্রী যেমন †। ৫০

"সর্ব্বলোকাতীত অতি যোগ্যতা আপন
কার্য্যেতে সার্থক করে যেই মহাজন
সভায় পুরুষ-সংখ্যা-গণনা সময়
অদ্বিতীয় বলি তার হয় পরিচয়। ৫১

"প্রিয়জন তরে, পার্থ, অকারণে হায়
যে দুঃখ ভাবিয়া তব আকুল পরাণ,
সে সব অশুভ ক্লেশ বাসব-কৃপায়
জয়ার্থ যাত্রায় তব হবে অবসান। ৫২

"বহু দিন নিরুদ্বেগে সে বিজন বনে
থাকি একা না পড়িবে প্রমাদে কখন,
স্নেহ-দ্বেষ পরিপূর্ণ যাহাদের মনে
করে তারা সাধুরেও বিপদে মগন ‡।" ৫৩

"মহর্ষির বাক্য আশু করিয়া পালন
মনোরথ আমাদের কর গো পূরণ;
কার্য্যসিদ্ধি করি হেথা ফিরিবে যখন,
ইচ্ছা মম, দিব বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন §।" ৫৪

* ভ্রমে—অজ্ঞানতা বশতঃ, ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† তুমি তেজস্বী বলিয়া কার্য্যসিদ্ধি বা জয়-শ্রী তোমার অধীন হইবে। তেজঃসমন্বিত সূর্য্যকে দিনলক্ষ্মী ত্যাগ করে না।

‡ যদিও সে বন প্রদেশে বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই, তথাপি সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য, কারণ রাগ-দ্বেষ-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাধুদিগেরও অনিষ্ট করিতে পারে।

§ মূল শ্লোক—"তদাশু কুর্ব্বন্ বচনং মহর্ষেঃ
মনোরথান্ নঃ সফলীকুরুষ্ব।
প্রত্যাগতং ত্বাঽস্মি কৃতার্থমেব
স্তনোপপীড়ং পরিরব্ধুকামা॥" ৫৪

দ্রৌপদীর হেন রূপ বচন শ্রবণে
নব ভাবে পরাভব উথলিল মনে,
জ্বলিয়া উঠিলা পার্থ দেব দিবাপতি
উত্তর গমনে তেজ ধরেন যেমতি *। ৫৫

সমন্ত্র দিলেন অস্ত্র ধৌম্য পুরোহিত ;
লভি তাহা সৌম্য পার্থ হইলা ভীষণ
সম্মুখে পাইলা যেন রিপু উপনীত †,
হিংসা কার্য্যে শান্ত মন্ত্র ভীষণ যেমন ‡। ৫৬

লইলা কার্ম্মুক খ্যাত ভীষণ টঙ্কার,
হে ব্যর্থ অরি প্রতি আকর্ষণ যার ;

" Free from every secret evil
Do thy penance lone and long,
Guard thee from each lurking danger,
Secret foe who smites the strong ;
"Duty calls thee ! Part we, *Arjun*,
Do the saint's behest in peace,
And our dearest hopes fulfilling
Seek once more our dear embrace ! "
Thus spake *Drupud's daughter*
Rousing *Arjun's* wrath,
He was like the red sun
In the northern path ;
And his mighty weapons
Manfully he wore,
Like a spell terrific
Form of terror bore !

Sts. 53—56. Penance of Arjun.

* গ্রীষ্মকালে সূর্য্য উত্তরগামী হইয়া প্রখরতা ধারণ করেন।

† অর্জ্জুন স্বভাবতঃ শান্তমূর্ত্তি। সমস্ত অস্ত্র লাভ করিয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিলেন। সম্মুখে শত্রুকে দেখিলেই বীরের তেজঃ যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

‡ মন্ত্র স্বভাবতঃ শান্তিকার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মন্ত্র প্রতিহিংসা কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে অতি ভয়ানক ভাব ধারণ করে।

শাণিত নিস্ত্রিংশ অসি সহ মহা তূণ
বিপক্ষের অলক্ষিত লইলা অর্জ্জুন *। ৫৭

বজ্রের প্রহার-ছিদ্র খাণ্ডব দাহনে
যশঃ-প্রায় দেহ-তেজে ঢাকি বীরবর †
ধরিলা কবচ চারু খচিত রতনে,
জ্বলন্ত নক্ষত্রে চিত্র যেমতি অম্বর। ৫৮

যক্ষ-প্রদর্শিত পথে নির্বাধ গমনে
চলিলেন হিমাচলে পার্থ বীরবর;
দ্বৈতবনে ক্ষণ তাঁরে সজল নয়নে
নিরখিলা শোকাকুল তাপস নিকর। ৫৯

বাজিল দুন্দুভি দিব্য দিগঙ্গনা-করে,
সুর-পুষ্প-পাত্র-লক্ষ্মী শোভিল গগন;

* ত্রিংশৎ অর্থাৎ ৩০ অঙ্গুলি পরিমাণ খড়্গ। তূণ পৃষ্ঠদেশে থাকে, অতএব সম্মুখস্থ শত্রুর অদর্শনীয়। অর্জ্জুনের যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ ছিল না।

† খাণ্ডব বন দাহন কালে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে অর্জ্জুনের রত্নখচিত বর্ম্মে (সাজোয়া) বহুতর ছিদ্র হইয়াছিল। অর্জ্জুনের উজ্জ্বল অঙ্গ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সেই ছিদ্র সমূহ যেন আবৃত করিয়াছে। উজ্জ্বল রত্নের দ্বারা খচিত বর্ম্ম নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত আকাশের শোভা ধারণ করিল।

"Bow the dread of foemen,
  Arrows keen and dread,
And the well-filled quiver,
  And the shining blade, (st. 57)
And the gem-wrought armour,
  Like the star-wrought sky,
On his deep-scarred person
  Donned the warrior high !
Guided by the *Yuksha*
  To the hills he went,
Hermits filled with sorrow
  Pious wishes sent ;
And the sky breathed music,
  Flowers fell from above,
And the Ocean's breakers
  Clasped the Earth in love !" (st. 60)

Sts. 57—60. Penance of Arjun.

শুভ বার্ত্তা কহি সিন্ধু প্রফুল্ল মহীরে
দিলা যেন তীর-উর্ম্মি-ভুজে আলিঙ্গন *। ৬০

ইতি শ্রীভারবি কৃত কিরাতার্জ্জুন কাব্যের বঙ্গানুবাদে তৃতীয় সর্গ।

ভারবির প্রভা-রবি আগে সুপ্রকাশ
ছিল মাঘে মেঘাবৃত যথা দিনকর,
বঙ্গের ভাষায় সেই কাব্যের বিকাশ
করিলা নবীনচন্দ্র কবি-গুণাকর।

* অর্জ্জুনের উৎকর্ষলাভার্থ গমন জগতের পক্ষে শুভজনক ব্যাপার। পারিজাত পুষ্পবৃষ্টির লক্ষ্মী (শোভা) আকাশে দৃষ্ট হইল। সমুদ্র এই মঙ্গল ঘটনা আপন পত্নী-রূপিণী পৃথিবীকে জানাইয়া যেন তাঁহাকে মনের উল্লাসে তীরসমীপস্থ তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণে আলিঙ্গন করিলেন। "শিশুপাল বধে" এইরূপ আছে—

"জলদল-শায়ী, প্রলয়-বান্ধব,
তীরে সমাগত হেরি নারায়ণে
অগ্রসরি সুখে উঠিলা অর্ণব
উত্তাল কল্লোল-বাহু উত্তোলনে।" ৩য় সং ৭৮ শ্লোক।

মহামহোপাধ্যায় কোলাচল মল্লিনাথ সুরি বিরচিত ঘন্টাপথ নাম টীকাবলম্বনে শ্রীশ্রীচন্দ্র-শেখর-পদাম্বু-ধৌত-চট্টগ্রবাসী শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় সর্গের শেষ শ্লোক ভারবির রচনা-পদ্ধতি অনুসারে নিয়রূপে শোভা অর্থে "লক্ষ্মী" পদ সমন্বিত করা হইয়াছে—

শোভিলা বিকীর্ণ-তেজা মুনি সন্নিধানে
নররাজ, স্ফুট ওষ্ঠ সুহাসি ছটায়,
গুরুর সম্মুখে যথা স্ফুরিত কিরণে
শোভে শশী লক্ষ্মীযুত ষোড়শ কলায়॥ ৫৯॥

কিরাতার্জ্জুন ।

সর্গ ।

সর্ব্বজন-প্রিয় পার্থ গিয়া জন মাঝে
দেখিলা সুপক্ক শস্তে বিশদা ধরণী,
যেমতি প্রেয়সী পূর্ণ যৌবনের সাজে
কটি-তটে কলহংস মেখলার ধ্বনি *। ১

হরষে হেরিলা বীর গ্রামের সীমায়
শরৎ বর্ণনা। অবনত শালি ধান্তে পূর্ণ বনস্থলী ;
নাহি পঙ্ক ; শোভে সরে পঙ্কজ আবলী—
এ সব শরত-শোভা উপহার প্রায় †। ২

* শরৎকালে সুপক্ক শস্ত শোভিত ভূমির সহিত পূর্ণ যৌবনা গৌরবর্ণা প্রেয়সীর উপমা অতি মনোহর। শস্ত ক্ষেত্রের কলহংস মালার সহিত প্রেয়সীর কটির চন্দ্রহারের তুলনা। তাহা গমন কালে ধ্বনিত হয়। জন মাঝে—জন পদে, অন্ত অর্থ (প্রেয়সী সম্বন্ধে) সখীজন সমীপে। মূল শ্লোক—

"ততঃ স কূজৎকলহংস-মেখলাং
স-পাক-শস্তাহিত-পাণ্ডুতাগুণাম্।
উপাসসদোপজনং জন-প্রিয়ঃ
প্রিয়াং ইবাসাদিত-যৌবনাং ভুবং ॥ ১

রঘুবংশে এইরূপ আছে—

"বিকচ কমলে শোভে গৃহের সরসী,
কলরবে ভাসে মধ্যে কলহংস মালা—
যেন সুহাসিনী আহা পদ্মাক্ষী রূপসী
কটিতটে বাজে যার শিথিল মেখলা। ৯ সঃ ৩৭।

† এ সময়ে শালি (শাইল) বা কলম ধান্ত ফলভরে নম্রশির হইয়াছে। অর্জ্জুন ধান্ত ও পদ্ম ইত্যাদি শরৎকালের প্রদত্ত উপহার স্বরূপ দেখিলেন। রঘুবংশে এইরূপ আছে—

"বিরাজিল চির শান্তি নিখিল ধরায়
দেখি হরষিত রঘু ; আসিল শরৎ
দ্বিতীয় রাজ-শ্রী সম তুষিতে তাঁহায় ;
ফুটিল কমল সরে, হাসিল জগৎ।" ৪র্থ সঃ ১৪।

মেলি পদ্মরূপ আঁখি যেন সরোবর
দেখে সফরীর খেলা, বিস্ময়ে মগন ;
প্রিয়ার বিলাস দৃষ্টি শোভা মনোহর
হরিয়া মোহিল পুঁটী কিরীটীর মন * । ৩

কলমের চারু শোভা কমলের সনে
হেরি জলে, হরষিত পার্থ বীরবর—
সুদুর্ল্লভ অনুরূপ বস্তুর মিলনে
জনমে অপূর্ব্ব শোভা, সদা প্রীতিকর † । ৪

সরোবরে পাঠীনের উচ্চ বিলোড়নে
ভাসমান পদ্ম-রেণু করে বিতাড়িত,
ফেনরাশি সহ তাহে জল দরশনে
স্থল কমলের ভ্রম হ'ল বিদূরিত ‡ । ৫

---

* জলে প্রোষ্ঠী (পুঁটী) মাছের বিচরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে প্রেয়সীর চঞ্চল নেত্র-শোভা অর্জ্জুনের মনে পড়িয়াছে।

† কলম (শালি ধান্ত) ও কমল (পদ্ম) উভয়ে সৌন্দর্য্যে অনুরূপ, উভয়ে জল মধ্যে জন্মিয়া শোভা পাইতেছে। যোগ্য বস্তুর এইরূপ একত্র অবস্থান-জনিত উৎকর্ষ-শোভা অতি দুর্লভ। মূল শ্লোক—

"তুতোষ পশ্যন্ কলমস্য সোঽধিকং
সবারিজে বারিণি রামণীয়কম্।
সুদুর্লভে নার্হতি কোঽভিনন্দিতুং
প্রকর্ষ-লক্ষ্মীং অনুরূপ-সঙ্গমে।" ৪র্থ সঃ ৪

শালি (শাইল) ধান্ত বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণ জন্মে। রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য যথা—

"আ-পাদপদ্ম-প্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুং।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃ উৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ॥
"উন্মূলিয়া শালি ধান্য রোপিলে আবার
যের যথা শস্য, পরাজিত রাজগণ
প্রণমি রঘুর পদে, প্রসাদে তাঁহার
পুনঃ পেয়ে রাজ্য, তাঁরে দিলা বহুধন।" ৪ সঃ ৩৭।

‡ সরোবরে পদ্মের কেশর রাশি পতিত হইয়া জল গাঢ় রূপে আচ্ছাদিত করায় তাহা

শরতে সরিৎকুল ক্ষীণবেগে যায়,
তরঙ্গের রেখান্বিত সৈকত নিচয়
শোভে শ্বেত ক্ষৌম প্রায় তটিনীর গায়, *
নিরখি অর্জ্জুন বীর প্রফুল্ল হৃদয়। ৬

রক্ষিতেছে শালি ধান্য কৃষক-ললনা,
পরিয়া বন্ধূক, সূক্ষ্ম কেশরে শোভিত,
চারু ভুরু মাঝে, যেন করিছে তুলনা।
তা সহ অধর-শোভা অলক্তে রঞ্জিত †। ৭

স্থলের মত দেখা যাইতেছে, ঐ সমস্ত পদ্ম স্থল-পদ্মের ভ্রম জন্মায়। কিন্তু পাঠীন (বোয়াল) মৎসের বিলোড়নে ভাসমান কেশর রাশি তাড়িত হইয়া জল দৃষ্ট হওয়াতে ঐ ভ্রম দূর হয়।

* ধবল বালুকাময় সৈকত ভূমি (তীরবর্ত্তী চর) নদীর ক্ষীণ দেহে শ্বেত ক্ষৌম অর্থাৎ রেশমী বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মূল শ্লোক—

"কৃতোর্মি-রেখং শিথিলত্বমায়তা
শনৈঃ শনৈঃ শান্ত রয়েণ বারিণা।
নিরীক্ষ্য রেমে স সমুদ্র-যোষিতাং
তরঙ্গিতং ক্ষৌম-বিপাণ্ডু-সৈকতম্॥" ৬

রঘুবংশে এইরূপ আছে—

"শরতে সরিৎ কুল হৈল সুপ্রতর
পঙ্কহীন পথ ঘাট চলিতে সুগম—
এ রূপে কি সাধি যাত্রা উৎসাহ প্রথম
বিজয়ার্থে রঘুরে প্রেরিলা ঋতুবর?" ৪ সঃ ২৪।

পুনশ্চ—"প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশল-নন্দিনী,
শয্যায় শোভেন পাশে শয়ান কুমার,
শরতে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুর-তরঙ্গিনী
পূজা-পদ্ম উপহার পুলিনে যাহার।" রঘুঃ ১০ সঃ ৬৯।

† কৃষক-বালিকারা সূক্ষ্ম কেশর-বিশিষ্ট রক্তবর্ণ বাঁধুলি ফুলে তাহাদের কপাল ভূষিত করিয়াছে। তাহাদের অধরোষ্ঠ আল্‌তা দ্বারা রঞ্জিত। রঘুবংশে এইরূপ আছে—

"রক্ষিছে হরিৎ শস্য কৃষক-অঙ্গনা,
ইক্ষু-তলে বসি তারা গাইছে সুস্বনে
ইন্দ্র-পরাজয় আদি রঘু বীরপনা—
যে যশ লভিলা রঘু শৈশবে যৌবনে।" ৪ সঃ ২০

পদ্মের কেশর বাল-অরুণ-লোহিত
নিক্ষেপিছে মুহুঃমুহু পীন পয়োধরে,
ঘর্ম্মের পুলকে রেণু হ'য়ে প্রসারিত
বাড়ায় স্বভাব-শোভা তাদের শরীরে *।৮

কপোলে লাগিয়া দোলে কর্ণ-উতপল
আকর্ণ নয়ন প্রভা পড়ে তদুপরে,
হেরি ক্ষেত্রে হেন শালি গোপিকার দল
কৃতার্থ গণিলা পার্থ শরৎ ঋতুরে †। ৯

শেষ রাত্রে গাভীকুল ছাড়ি গোচারণ
যাইছে বৎসের তরে উৎসুক অন্তরে
গোষ্ঠ বর্ণন। অক্ষম ধাইতে বেগে, পয়ঃধারা ঝরে,
কৌতুকে দেখেন তাহা ইন্দ্রের নন্দন। ১০

দেখিলা—শরতে এক সবল শরীর
বৃষভ অপর বৃষে করি পরাজিত,
ভাঙ্গিছে নদীর তীর গর্জিছে গভীর,
যেন দর্প মূর্তিমান জয়-শ্রী-শোভিত ‡। ১১

শরতে তটিনী-তীর ছাড়ি মন্দগতি
চলিছে গাভীর দল, তুষার-ধবল,

---

* তাহাদের অঙ্গে পদ্ম-রেণু সমূহ ঘর্ম্ম জলে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়া শোভাবৃদ্ধি করিতেছে।

† এবম্ভূতা শালি ধান্য রক্ষণে নিযুক্তা কৃষক-রমণীরা শরৎ ঋতুর শোভা স্বরূপ। তাহাদের কর্ণে দোদুল্যমান পদ্মরূপ ভূষা আয়ত চক্ষুর প্রভায় শোভিত।

‡ রঘুবংশে এইরূপ আছে—

"রঘুর বিক্রম হেরি যেন খেলা ছলে
বিশাল ককুদ-শালী মত্ত বৃষদলে
ভাঙ্গিছে নদীর তীর শৃঙ্গের প্রহারে,
অপার উৎসাহ যেন শমিতে না পারে।"

খসিছে কটিতে শ্বেত দুকূল যেমতি, *
উপজিয়া অর্জ্জুনের মনে কুতূহল। ১২

দেখিলা ধেনুর কাছে যত গোপগণে
স্নেহে তারা পশুদের সহোদর প্রায়,
গৃহ-প্রেমে হয় তারা প্রেমিক কাননে
নিজ সরলতা যেন পশুরে শিখায় †। ১৩

গোপ-রমণী।

গোপিনীর মুখ, চল কুণ্ডল-প্রভায়
রঞ্জিত অরুণ রাগে কমলের প্রায়,
উড়িছে অলক শিরে যেমতি ভ্রমর,
মৃদুহাসে পরকাশ দশন কেশর ‡। ১৪

মন্থনের রজ্জু চারু ভুজ বিক্ষেপণে
টানিছে গোপিনী, শ্বাস রোধেতে তাহার

* উপরে ৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। নদীর তটদেশে বহুদূর ব্যাপ্ত শ্বেতবর্ণ গাভীর পাল যেন শ্বেত রেশমী বস্ত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। ঐ গাভী সমূহ তট হইতে চলিয়া যাওয়াতে উক্তরূপ শ্বেত বস্ত্র যেন নদীর কটী হইতে খসিয়া পড়িতেছে।

মূল শ্লোক—"বিমুচ্যমানৈরপি তস্য মন্থরং
গবাং হিমানী-বিশদৈঃ কদম্বকৈঃ।
শরন্নদীনাং পুলিনৈঃ কুতূহলং
গলদ্ দুকূলৈঃ জঘনৈঃ ইবাদধে॥" ১২।

কালিদাস সেনা শ্রেণীকে জল প্রবাহরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা—

"চলিল পশ্চিমে সেনা ছাড়ি সহ্যগিরি
সমুদ্র-প্রবাহ প্রায়; যেই পারাবার
পরশু-রামের শরে গিয়াছিল সরি,
সেনা-স্রোতে সহ্য সনে মিলিল আবার।" রঘুঃ ৪ সঃ ৫৩।

† গোপগণের সরলতা যেন গরু সকলে অনুকরণ করিয়াছে। গোপেরা প্রায়ই গোচারণ হেতু বনে বাস করে।

‡ চঞ্চল স্বর্ণ কুণ্ডলের প্রভার সহিত প্রভাতের সূর্য্যকিরণের উপমা; গোপস্ত্রীগণের মুখ যেন পদ্মের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ কেশ যেন ভ্রমর সমূহ, দন্তপংক্তি যেন পদ্মের মধ্যস্থিত রেণু শ্রেণী। মৃদু হাসিতে তাহাদের দশন শোভা সুপ্রকাশ।

কাঁপিছে অধর যেন পল্লব লতার ;
নড়িছে জঘন ঘন পার্শ্ব-বিবর্ত্তনে *। ১৫

মথন দণ্ডের বেগে গোষ্ঠের প্রাঙ্গণে
কাঁপিছে কলশী, মৃদু মৃদঙ্গের ধ্বনি †
উঠিতেছে মুহুঃমুহু, প্রেমানন্দ মনে
মেঘের গর্জ্জন ভ্রমে নাচিছে শিখিনী। ১৬

দেখিলা অর্জ্জুন হেন গোপিনীর দল,
মন্থনে পীবর স্তন ঈষৎ কম্পিত ;
শ্রম ভরে সুমলিন নয়ন কমল,
নৃত্যে রত বার-বধূ সম বিরাজিত ‡। ১৭

নাহি পথে বক্রভাব এবে বর্ষা-শেষে,
যান পার্থ ; বৃষে শস্য খাইছে দু পাশে,
ঘন পঙ্কে সীমন্তিত চক্রের রেখায়
সতত সঞ্চারে পথ পৃথক্ দেখায়। § ১৮

---

* গোপ-রমণীদিগের নবনীত (ননী) প্রস্তুত করণ সময়ের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। মন্থনের শ্রমে তাহাদের অধরোষ্ঠ লতার পল্লবের ন্যায় ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

† মথনের সময়ে দুগ্ধের কুম্ভ হইতে মৃদঙ্গের ন্যায় ধ্বনি হইয়া থাকে মূল শ্লোক—

"ব্রজাজিরেষম্বুদ-নাদ-শঙ্কিনীঃ
শিখণ্ডিনাং উন্মদয়ৎস্বু যোষিতঃ।
মুহুঃ প্রণুন্নেষু মথাং বিবর্ত্তনৈঃ
নদৎস্বু কুম্ভেষু মৃদঙ্গ-মন্থরং ।।" ১৬

‡ নাচের সময়ে নর্ত্তকীদিগের চক্ষু শ্রমে মলিন দৃষ্ট হয়।

§ বর্ষাকালে কাঁদা ও জলের জন্য পথ ঘাট বক্রতা ধারণ করে। এখন (অর্থাৎ শরৎ কালে) পথ ঘাট সুগম। (৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। গাড়ীর চাকার রেখা শুষ্ক পথে সীমন্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। নিত্য চলাচলে প্রশস্ত পথ সমূহ পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রাদি হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন। মূল শ্লোক—

"গপাত পূর্ব্বাং জহতো বিজিহ্মতাং
বৃষোপভুক্তান্তিক-শস্য-সম্পদঃ।
রথাঙ্গ-সীমন্তিত-সান্দ্র-কর্দ্দমান্
প্রসক্ত-সম্পাত-পৃথক্‌কৃতান্ পথঃ।" ১৮

আশ্রম-মণ্ডপ সব কুসুম-সুহাসে
গ্রামে গৃহ-লতাকুঞ্জ দেখিলা হরষে,
সুবৃত্তি পুরুষগণ বেষ্টিয়াছে তায়,
একাগ্র যাহারা কর্ম্ম বেশ বাসনায় *। ১৯

শরতের শোভা হেরি এ রূপ ভারতী
অপৃষ্ট কহিলা যক্ষ অর্জ্জুনের প্রতি †
হেরিতে সে রূপ যিনি লোলুপ অন্তর,
ভাবুক নীরব কবে পেলে অবসর ?—২০

"শুভ নিয়তির ফল-পরিণতি প্রায় ‡
নির্ম্মেঘ শরৎ ঋতু, সুনির্ম্মল-জল,
যক্ষকৃত বর্ণনা। কৃষি আদি ফলদান করিয়া ধরায়,
হে পার্থ, জয়শ্রী তব করুক উজ্জ্বল §। ২১

"পরিপাকে রম্য হয় শস্য এ সময় ; ¶
স্থিরতরা নদী ; মহী পঙ্ক-বিরহিত ;

---

* অর্জ্জুন দেখিলেন, ধার্ম্মিক লোকেরা পুষ্প-শোভিত লতা কুঞ্জ রূপ গৃহে বাস করিতেছে, তাহারা কার্য্য বাসনা ও বেশ ভূষাদি বিষয়ে একাগ্রচিত্ত, অর্থাৎ সরলভাবাপন্ন।

† বিনা জিজ্ঞাসা কাহাকেও কিছু বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। "নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রূয়াৎ"। কিন্তু বলিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সুবুদ্ধি ব্যক্তির নীরব থাকা শোভা পায় না।

মূল শ্লোক—"ততঃ স সম্প্রেক্ষ্য শরদ্গুণশ্রিয়ং
শরদ্গুণালোকন-লোল-চক্ষুষং।
উবাচ যক্ষঃ তমনোদিতোঽপি গাং
ন হীঙ্গিতজ্ঞোঽবসরেঽবসীদতি ॥" ২০

‡ শরৎ ঋতু পৃথিবীর শুভাবহ দৈবের পরিণাম অর্থাৎ ফলদানের সময়।

§ উপরে ৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

¶ এই কালে ধান্য পরিপক্ক হইয়া মনোহর দেখা যায়। ১ম ও ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মূল শ্লোক—"উপৈতি শস্যং পরিণাম-রম্যতাং
নদীরনৌদ্ধত্যং অপঙ্কতাং মহী।
নবৈর্গুণৈঃ সম্প্রতি সংস্তব-স্থিরং
তিরোহিতং প্রেম ঘনাগম-শ্রিয়ঃ" ॥ ২২। ২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বরষা-লক্ষ্মীর প্রেম স্থির-পরিচয়
নব নব গুণে এবে হ'ল তিরোহিত *। ২২

"আকাশে বলাকা আর দেখা নাহি যায়,
কিম্বা ইন্দ্র-ধনুযুত ঘন জলধর ;
তবু নভঃ শোভে নিজ রূপে মনোহর—
কি কাজ স্বভাব-রম্যে বাহিক শোভায় † ? ২৩

"বর্ষার কদম্ব-বায়ু-পতির বিহনে
মলিনা কৃষাঙ্গী এবে দিগঙ্গনাগণ ; ‡
চপলার হেম হার উজলি গগনে
নাহি শোভে পয়োধরে পাণ্ডুর বরণ §। ২৪

"ময়ূরের কেকা রব এবে মদ-ক্ষয়ে
না চাহে শুনিতে কেহ ; সুখে লোকগণ

* বর্ষার শোভাদি-মূলক প্রেম দীর্ঘ পরিচয় (acquaintance) বশতঃ স্থিরতর হইলেও শরতের নব নব গুণের প্রকাশে তাহা লোকের কাছে নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। যেহেতু প্রেম (ভালবাসা) গুণের বশ, পরিচয়ের বশ নহে।

† মূল শ্লোক—"পতন্তি নাস্মিন্ বিশদাঃ পতত্রিণো
ধৃতেন্দ্রচাপা ন পয়োদ-পংক্তয়ঃ।
তথাপি পুষ্ণাতি নভঃ শ্রিয়ং পরাং
ন রম্যং আহার্য্যম্ অপেক্ষতে গুণম্"॥ ২৩

যাহা স্বভাব-সুন্দর তাহাতে আহার্য্য (আরোপ্যমাণ) বা বাহিক গুণ বা শোভাদি অনাবশ্যক। শরৎ কালের আকাশ স্বভাবতঃই মনোহর, বর্ষার শোভা-বিধায়ক বকশ্রেণী ও ইন্দ্রধনু ইত্যাদির অভাবে শারদীয় আকাশের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই।

‡ বর্ষার বায়ুতে কদম্বফুল প্রস্ফুটিত হয়। এবম্ভূত বায়ু রূপ পতির অভাবে দিগঙ্গনারা শরৎ কালে যেন বিরহিণীপ্রায় ম্লানা।

§ পয়োধর—এক অর্থে মেঘ, অন্য অর্থে দিগঙ্গনাদিগের স্তন। শরতের মেঘ পাণ্ডুর (শ্বেত) বর্ণ ও বিদ্যুতের শোভা-রহিত। বিরহিণীর পয়োধর পাণ্ডুর ও হেম-হার-বর্জ্জিত। শরৎ কালের মেঘ ও বিরহ-ম্লানা রমণীর পয়োধর পাণ্ডুর বা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। বিরহিণীর লক্ষণ—"প্রোষিতে মলিনা কৃশা" ইত্যাদি। ৫ সঃ ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

উন্মদ মরাল-ধ্বনি করিছে শ্রবণ—
গুণেই উপজে প্রীতি, নহে পরিচয়ে * । ২৫

"ধরিয়া পিঙ্গলবর্ণ পরিপক্ক ফলে
নমিছে বিশাল-স্তম্ব শালি ধান্যরাশি
ক্ষেত্র-জলে বিকশিত নীল উতপলে,
বিকীর্ণ সৌরভ যেন লভিতে প্রয়াসী † । ২৬

"শোভে জল, দ্রবীভূত ইন্দ্র-ধনু প্রায়—
বিমিশ্রিত—মৃণালের হরিত বরণে,
রঞ্জিত—আরক্ত পদ্ম পত্রের আভায়,
পিঙ্গল—কলম-ধান্য-শিখার স্ফুরণে ‡ । ২৭

"স্ফুট কুসুমের হাসি বন-রাজি-মুখে,
নীল ঝিণ্টী ফুল যেন বিমল নয়ন,
শ্বেত সপ্ত-পর্ণ-রজঃ ধরিতেছে বুকে
বায়ু-বিচালিত সূক্ষ্ম উড়নী যেমন § । ২৮

* মূল—"গুণাঃ প্রিয়ত্বেঽধিকৃতা ন সংস্তবঃ ।" উপরে ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। "গুণাঃ পূজা-স্থানং নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।" কুঃ সম্ভব।

† পীতবর্ণ পক্ক শালি ধান্য ফল ভরে নত হইয়াছে। তাহা যেন পদ্মের বিকীর্ণ সুগন্ধ জানিতে পারিয়া ঐ সুগন্ধ লাভের প্রত্যাশায় নিকটে প্রস্ফুটিত নীল পদ্মকে প্রণাম করিতেছে, কবির উৎপ্রেক্ষা।

‡ মৃণালের হরিৎ বর্ণ, পদ্ম পত্রের আরক্ত আভা ও পক্ক শালি ধান্যের পীত বর্ণ জলে পতিত হওয়াতে মাঠের জলরাশি মিশ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছ, ও দ্রবীভূত ইন্দ্রধনুর শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা অতি মনোহর চিত্র। মূল শ্লোক—

মৃণালিনীনাং অনুরঞ্জিতং ত্বিষা
বিভিন্নং অম্ভোজ-পলাশ-শোভয়া।
পয়ঃ স্ফুরৎ শালি-শিখা-পিশঙ্গিতং
দ্রুতং ধনুঃখণ্ডং ইবাহি-বিদ্বিষঃ ॥" ২৭

§ বন-রাজির মুখে বিকশিত পুষ্প হাসি স্বরূপ ; নীল বর্ণ ঝাঁটী ফুল যেন তাহার চক্ষুঃ, সপ্তপর্ণ বা ছাতিম গাছের প্রভূত শ্বেতবর্ণ রেণুরাশি উড়নী রূপে বনরাজির বক্ষঃ আবৃত করিয়াছে, বায়ু দ্বারা বিকম্পিত হওয়াতে, বনরাজি যেন ঐ রেণুর সূক্ষ্ম উড়নী বক্ষে চাপিয়া রাখিতেছে।

"নভঃ-পথ নহে দীপ্ত বিদ্যুৎ-অনলে,
নিবারে তপন-তাপ শ্বেত মেঘ দলে,
বিরল সলিল কণা ধরিয়া অন্তরে
শোভে নভঃ কমলের সুরভি সমীরে *। ২৯

"হেন জল, বনরাজি, আকাশ উদ্দেশে
ধাইছে মরাল-মালা ; তাদের সুস্বনে
পরস্পর মিলি যেন বিমল আকাশে
আলাপিছে মেঘ-মুক্ত দিগঙ্গনাগণে †। ৩০

"গো-চারণ হ'তে গাভী যায় গোষ্ঠ পানে
ছাড়ি পাল, বৎস হেতু উৎসুক অন্তরে
লইয়া সুখাদ্য যেন পীন পয়োধরে—‡
অবিরল উষ্ণ পয়ঃ ঝরিছে পালানে। ৩১

"গোষ্ঠের সমীপে বসি বৎসগণ সনে
ধরিল বিপুল শোভা সেই ধেনুগণে,

* শরৎ কালে আকাশে বিদ্যুৎ দৃষ্ট হয় না। তখন মেঘ সমূহ শ্বেত বর্ণ ধারণ করে ও ছায়া দান করে। তাহাতে জলকণা অতি বিরল। সেই সময়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ু সুরভিত করে।

† ২৭ শ্লোকে বর্ণিত জল, ২৮ শ্লোকে বর্ণিত বনরাজি ও ২৯ শ্লোকে বর্ণিত আকাশ উদ্দেশ করিয়া হংস শ্রেণী কলরবে সর্ব্বদিকে ধাবিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন শরৎ কালের মেঘ-মুক্ত দিক (স্ত্রী) সকল হংস-কুজিত ছলে অবরোধ-মুক্ত (অর্থাৎ সহসা স্বাধীনতা-প্রাপ্ত) কুল-নারীর ন্যায় পরস্পরের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত। মূল শ্লোক—

"তজ্জদানাং অপদিশ্য ধাবতাং
রুতৈঃ অমীষাং গ্রথিতাঃ পতত্রিণাম্
প্রকুর্বতে বারিদ-রোধ-নির্গতাঃ
পরস্পরালাপং ইবামলা দিশঃ।" ৩০

‡ মাতা প্রবাস হইতে আসিলে যেইরূপ সন্তানের জন্য সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া থাকেন, তদ্রূপ গাভীরা বাছুরের জন্য পালান প্রবন্ত দুগ্ধ বহন করিয়া যাইতেছে।

যেমতি মন্ত্রের সহ শোভেন আহুতি *—
জগৎ-পাবনী তারা, জগৎ-প্রসূতি, †। ৩২

"জিনিয়া ময়ূর কণ্ঠ মধুর সঙ্গীত
শুনি গোপিনীর মুখে সুখে পুলকিত,
না যায় খাইতে শস্য হরিণী নিকর
বিষম ক্ষুধার বেগ রোধি অকাতর ‡। ৩৩

"কলম নমিছে তারে দেহাগ্র-শিখায়
তথাপি নলিনী রোষে না করে আদর,
সলিলে শুকায় যেন মদন জ্বালায়—
ধরিল পাণ্ডুর বর্ণ কলম নিকর §। ৩৪

"হরিয়া সরোজ-রেণু জলকণাময়
বহে বায়ু আকর্ষিয়া ভ্রমর নিচয়,
অলিগণ কোথা যাবে ভাবিয়া না পায়
ধৃতি-ভয়ে বিকম্পিত দুশ্চরিত প্রায় ‖। ৩৫

* আহুতি বা হোমের সহিত মন্ত্রের যে রূপ শোভা, গাভীর সহিত বাছুরের সেইরূপ শোভা কল্পিত হইয়াছে।

† আজ্যাদি হবির্দ্দার হেও গাভী জগতের জননী স্বরূপ, ও জগতে মুখ্য শোধনী।

"অগ্নৌ দত্তাহুতি সম্যক্ আদিত্যং উপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ, বৃষ্টে রন্নং, ততঃ প্রজা।" মনু।

রঘু বংশের ১সঃ ৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য যথা—

"অনাবৃষ্টি হেতু যবে শুকাইয়া যায়
মানব জীবিকা শস্য, অনলে তোমার
প্রদত্ত হোমের রাশি বরিষার প্রায়
বরষিয়া রক্ষা করে নিখিল সংসার।" রঘুঃ ১সঃ ৬২

‡ গীতের আসক্তিতে ক্ষুধাও গণনীয় নহে।

§ কলম (শালি) ধান্য নতশির হইয়া যেন জল মধ্যে নলিনীর প্রেমার্থী হইয়াছে কিন্তু নলিনী তৎপ্রতি মনোযোগ না করায়, কলম ধান্য জলের সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক ভাব ধারণ করিতেছে। এই সময়ে ক্ষেত্রে জল শুকাইতে থাকে ও ধান্যের শুষ্ক অবস্থা দৃষ্ট হয়।

‖ বায়ু পদ্ম-রেণু লইয়া প্রবাহিত হইতেছে, মধুলোভী ভ্রমর সকল তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে কোন্ দিকে পলাইবে স্থির করিতে পারিতেছে না। ধরা পড়িবার ভয়ে চৌরাদির এরূপ অবস্থা ঘটে।

"প্রবাল-লোহিত মুখে শুক পক্ষিগণ
পিঙ্গল কলম-শিখা করিয়া ধারণ
বিকচ শিরীষ পুষ্প সম দরশন
ধরে ইন্দ্রধনু-শোভা বিচিত্র বরণ *।" ৩৬

এ রূপ কহিলা যক্ষ, তখনি অদূরে
হিমালয়। দেখা গেল হিমাদ্রির ধবল শিখর,
আবরিয়া রবিচ্ছবি সুনীল অম্বরে
যেন বিগলিত-জল শুভ্র জলধর। ৩৭

হেরে পার্থ ঊর্দ্ধে হিম-ধবল শিখর,
সুবিশাল বনরাজি-শ্যাম পাদ দেশে—
যেন হলধর-লক্ষ্মী শ্বেত কলেবর
মদরাগ-হীন, অধঃ ঢাকা নীল বাসে †। ৩৮

ইতি শ্রীমহাকবি ভারবি কৃত কিরাতার্জ্জুন কাব্যের
বঙ্গানুবাদে চতুর্থ সর্গ।

ভারবির প্রভা-রবি আগে সুপ্রকাশ
ছিল মাঘে মেঘাবৃত যথা দিনকর;
বঙ্গের ভাষায় সেই কাব্যের বিকাশ
করিলা নবীনচন্দ্র কবি গুণাকর।

---

* এ প্রকারে নানা বর্ণে উপলক্ষিত শুক (টিয়া) পাখী সমূহ ইন্দ্র ধনুর রূপ ধারণ করিয়াছে।

† হিমালয়ের ঊর্দ্ধ ভাগ তুষারে ধবল, অধো ভাগ বনরাজি দ্বারা শ্যাম বর্ণ। তদ্রূপ বলরামের ঊর্দ্ধ দেহ স্বাভাবিক শুভ্র বর্ণে মনোহর দৃষ্ট হয়, অধো দেহে নীল বস্ত্রে শোভিত। মাঘের নারদ বর্ণনায় এইরূপ আছে—

"কৃষ্ণাজিনে ঢাকা সেই শ্বেত কায়
আঁটা কটিতটে পীত মুঞ্জ দাম,
যেন নীল বাসে সিত বলরাম
বাঁধা অন্তরীয় স্বর্ণ মেখলায়। শিশুপাল বধ, ১সঃ ৬

মহামহোপাধ্যায় কোলাচল মল্লিনাথ সূরিবিরচিত ঘণ্টাপথ টীকাবলম্বনে শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর-পদাশ্র-ধৌত-চট্টল-বাসী শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি গুণাকর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কিরাতার্জ্জুন

পঞ্চম সর্গ।

সুমেরু জিনিতে কিম্বা লঙ্ঘিতে অম্বর,
দিগন্ত দেখিতে কিম্বা উৎসুক অন্তর,
উঠিয়াছে সমুন্নত হিম-গিরি-শির—
চলিলা সে হিমাচলে পার্থ মহাবীর *। ১

* মুল শ্লোক—"অথ জয়ায় নু মেরু-মহীভৃতঃ
রভসয়া নু দিগন্ত দিদৃক্ষয়া।
অভিযযৌ স হিমাচলং উচ্ছ্রিতং
সমুদিতং নু বিলঙ্ঘয়িতুং নভঃ॥" ১

কুমার সম্ভবে হিমালয়-বর্ণনার আরম্ভ দ্রষ্টব্য যথা—
"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মান-দণ্ডঃ॥" ১ সঃ ১

মাঘের রৈবতক পর্ব্বত বর্ণনার আরম্ভ এইরূপ—
"দেখিলা কেশব এবে রৈবতক গিরি,
নীলমণি গাঁথা দেহে গৈরিক মাধুরী,
উঠিয়াছে উর্দ্ধ দিকে রতন-আভায়
ভেদি ভূমি ভুজঙ্গের শ্বাস-ধূম প্রায়।" শিশুঃ বধ, ৪ সঃ ১

কবিবর মধুসূদন দত্তের ধবল-গিরি বর্ণনায় এরূপ আছে—
"ধবল নামেতে গিরি হিমাচল-শিরে
অভ্র-ভেদী দেব-আত্মা ভীষণ দর্শন,
সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
যেন উর্দ্ধ-বাহু সদা শুভ্র বেশধারী
নিমগ্ন তপঃ সাগরে ব্যোমকেশ শূলী।" তিলোত্তমা সম্ভব।

পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন এইরূপ লিখিয়াছেন—
"উদীয়মানারুণ-রাগ-রক্তঃ
কর্পূর-গৌরো ধবলাচলোঽয়ম্।
বিশ্বেশ্বরী-ব্রহ্মময়ী জনন্যাঃ
ভাতি জগৎ বর্ণময়ীব মূর্ত্তিঃ॥" হিমালয় দর্শন

এক দিকে দীপ্ত গিরি ভানুর প্রভায়, *
অন্য দিকে নৈশ-তম-সমাবৃত-কায়—
শিবের সম্মুখ যথা সুহাসে উজ্জ্বল,
পৃষ্ঠদেশ গজ-চর্ম্ম-ধারণে শ্যামল। ২

ভূচর খেচর দেব এ গিরি-শিখরে
করে বাস, না হইয়া দৃষ্ট পরস্পর—†
জগতের প্রতিকৃতি রূপ এ ভূধরে—
নিজ শক্তি প্রকাশিতে সৃজিলা শঙ্কর ‡। ৩

* সূর্য্যোদয়ে হিমালয়ের এক দিকে আলো অন্য দিকে অন্ধকার হয়। তদ্রূপ শিবের সম্মুখ দিক হাসিতে উজ্জ্বল; পশ্চাৎ দিক কাল গজ চর্ম্মে আবৃত। মাঘের রৈবতক বর্ণনে এইরূপ আছে—

"যন গজ চর্ম্মে দেহ আবরি শঙ্কর
বসেন তুষার-শীত হিমাদ্রি-শিখরে;
শীত-উষ্ণ-ক্লেশ নাহি পান দিগম্বর
সর্ব্বঋতু-সমাদৃত এই গিরিবরে।
"মধ্যভাগে নব-বনরাজি-শ্যাম-রেখা
ধরি গিরি. স্ফটিকের সানুতে ধবল,
শোভিলা যেমতি শিব শ্বেত ভস্মে মাখা,
বাঁধা যার কটি-তটে কাল ফণিদল।" শিশুঃ বধ, ৪র্থ সঃ ৬৪,৬৫।

† হিমালয় এত বিস্তীর্ণ পর্ব্বত-শ্রেণী যে দেবতা, মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি সকলেই তথায় বাস করে, অথচ কে কোথায় থাকে কেহ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

‡মাঘের শিশুপাল বধে এইরূপ আছে—

"শোভিছে দ্বারকা ভূধর নিকরে,
জলনিধি-জলে বেষ্টিত মূরতি;
বিনা খেদে বিধি গড়িলা তাহারে—
যেন পৃথিবীর চারু প্রতিকৃতি।" ৩ সঃ ৩৪

কুমার সম্ভব দ্রষ্টব্য যথা—

"যজ্ঞাঙ্গ-যোনিত্বং অবেক্ষ্য যস্য
সারং ধরিত্রী-ধরণ-ক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতি কল্পিত-যজ্ঞভাগং
শৈলাধিপত্যং স্বয়ং অন্বতিষ্ঠৎ।" ১ম সঃ ১৭

উঠিয়াছে শৃঙ্গ-রাজি ফণীন্দ্র-ধবল *
সানুদেশে স্বর্ণ-রেখা দেখিতে উজ্জ্বল.
বিড়ম্বিছে শরতের শুভ্র মেঘ রাশি
চপলার রেখা-যুত আকাশ পরশি †। ৪

শোভে ভূমি মণি-তেজ-বসনে উজ্জ্বল ‡,
সুর-বধূ লতা-কুঞ্জ ভুঞ্জিছে হেথায়,
পুর-দ্বার সম শোভে শিলা-মধ্যস্থল §
পুষ্পবন শোভে তথা নগরের প্রায়। ৫

বারি-বরষণে মেঘ শ্বেত-কলেবর,
নাহিক বিদ্যুৎ কিম্বা গর্জ্জন তাহায়—
বিপুল-নিতম্ব-লম্বী হেন জলধর
উঠিছে এ গিরি-দেহে নব পক্ষ প্রায় ||। ৬

* সর্পরাজ অনন্তের ন্যায় শ্বেতবর্ণ।

† হিমালয়ের ঊর্দ্ধ শৃঙ্গ সমূহের সহিত শ্বেত মেঘের তুলনা। অধিত্যকাস্থিত সোণার রেখা মেঘের বিদ্যুৎ রেখা সদৃশ।

"শিশুপাল বধে" রৈবতক বর্ণনা দ্রষ্টব্য, যথা—

"কোথাও সুবর্ণোপম বিজলী চমকে
গিরি দেহ ঢাকে মেঘ তুষিয়া চাতকে;
কোথাও সুবর্ণভূমে রবির কিরণ
ঝলি করে দিবা-মুখ কপিশ বরণ।' ৪ সঃ ২৪

‡ মণি হইতে উত্থিত তেজো রাশি সূক্ষ্ম বস্ত্রপ্রায় পার্ব্বত্যভূমি আবৃত করিয়াছে।

§ নগরের বহির্দ্বার দুই পার্শ্বে উচ্চ স্তম্ভ বা মৃত্তিকা-স্তূপে শোভিত থাকে। পার্ব্বত্য পথ দুই শিলার মধ্যস্থিত।

|| ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পূর্ব্বকালে পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ হওয়া পৌরাণিক প্রবাদ। শরৎকালে পয়োমুক্ত শুভ্র মেঘরাশি হিমালয়ের শিখরদেশে উত্থিত হওয়াতে নবোৎপন্ন শ্বেতবর্ণ পক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এ সময়ে মেঘে বিদ্যুৎ বা গর্জ্জন থাকে না, এ জন্য তাহাতে পক্ষের ভ্রম হওয়া সম্ভব। রঘু বংশের ১৩শঃ ৭ শ্লোক ও তৎটীকা দ্রষ্টব্য। মাঘের শিশুপাল বধে এইরূপ আছে—

"কোথাও সলিল-শূন্য শুভ্র মেঘ দল
শোভে গিরি-দেহে ধৌত উত্তরীয় প্রায়;
যেন অর্দ্ধ শিব-দেহ ভস্মেতে ধবল,
অন্য অর্দ্ধ উমা-অঙ্গ-যোগে শোভা পায়।" ৫ সঃ ৫

স্নান পানে অনুকূল সুবিমল জলে *
চলে দ্রুত স্রোতঃকুল শোভিত কমলে ;
গুহা-শায়ী কুঞ্জরের দন্তের প্রহারে
শোভন সোপান রাজি বিরাজিছে তীরে †। ৭

কোথাও বিকচ নব জবা ফুল প্রায়
সুলোহিত পদ্মরাগ মণির প্রভায়—
সানুর কনক ভিত্তি আরক্ত-বরণ,
পড়িয়াছে যেন তাহে সন্ধ্যার কিরণ ‡। ৮

বিপুল কদম্ব ফুলে নিতম্ব শোভিত,
শ্যামল তমালদলে আকুল শিখর,
আসারে তুষার-দ্রব ঝরিছে সুশীত,
নিকুঞ্জে বিচরে মত্ত সুচারু কুঞ্জর §। ৯

---

* শিশুপাল বধে গিরি-নদীর বর্ণনা দ্রষ্টব্য যথা—

"গিরি-নদী ভোগ নাহি করে কোন জন—
হেন নিন্দা সেনাগণ করিল মোচন,
পানে স্নানে, স্রোতঃ জলে বসন ক্ষালনে,
তুলি বিকসিত পদ্ম মৃণাল ভুঞ্জনে। ৫সঃ ২৮
বহে মৃদু জল-রবে শৈল-স্রোতস্বতী,
নারীগণ-নাভি-সরে পড়ি বেগ-হীন,
জঘন-সেতুতে ঠেকি নিবারিত-গতি,
পীন স্তন-তট বাহি সলিলে বিলীন।" ৫ সঃ ২৯

† বপ্রক্রীড়া-রত হস্তীর দন্তের আঘাতে স্রোতস্বতীর তীর ভূমিতে যেন সোপান শ্রেণী (সিঁড়ি) রচিত হইয়াছে।

‡ স্বর্ণময় অধিত্যকা দেশ পদ্মরাগ মণির তেজে যেন সান্ধ্য আকাশের ন্যায় আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

§ শিশুপাল বধের রৈবতক বর্ণনা দ্রষ্টব্য যথা—

"গাইছে বিহগ চয় লয়-যুত স্বরে
কদম্ব-সৌরভযুত পর্ব্বত মাঝারে,
বেগে উড়াইয়া মেঘে বহিছে পবন
মুহুর্মুহু কাঁপাইয়া কদম্বের বন।" ৪সঃ ৩৬

এ পর্ব্বতে নাহি শৈল রতন-রহিত,
নাহি গুহা, নহে যাহা নিকুঞ্জে রঞ্জিত,
পুলিনে নলিনী বিনা নাহি স্রোতস্বতী,
পুষ্প বিনা নাহি কোন পাদপের পাঁতি *। ১০

অপ্সরা-বিহারে নদী মৃদু বিলোড়িত,
নিবিড়-নিতম্বে মঞ্জু মেখলা শিঞ্জিত †;
লতা ও বকুলে হেথা জড়ায়ে আদরে
ব্যাপিছে এ গিরি-অঙ্গ ভুজঙ্গ নিকরে ‡। ১১

নানারত্ন-তেজোযুত তুষার-ধবল
শিখরে ধরেন গিরি স্থির মেঘদল—
পয়োমুক্ত শ্বেত, ইন্দ্রধনু-বিরাজিত,
গর্জ্জনে শৃঙ্গের ভ্রম করে বিদূরিত §। ১২

---

* হিমালয়ের সমস্ত শৈলে কোন না কোন রত্ন আছে, গুহা সমূহ কুঞ্জবনে আবৃত; তথায় এমন কোন স্রোতস্বতী নাই, যাহাতে পদ্ম (মুখস্বরূপ) ও তট (জঘন) নাই, এমন কোন বৃক্ষ নাই যাহাতে ফুল ফুটে না।

† নদী-বিহার কালে অপ্সরাদিগের কটির মেখলা (চন্দ্রহার) ধ্বনিত হয়। উপরের ৭ শ্লোক ও তৎটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ এই পর্ব্বতে লতা ও বকুল বৃক্ষ সর্পের প্রিয়।

§ এই পর্ব্বতের শৃঙ্গরাজি নানা বর্ণের প্রস্তরবিশিষ্ট হওয়াতে তৎ প্রভায় চিত্রিত, ও তুষারে ধবল বর্ণ। ইন্দ্রধনু-সুরঞ্জিত শরৎকালের শ্বেত মেঘ সমূহ শৃঙ্গে লাগিয়া ক্ষণকালের জন্য স্থিরভাব ধারণ করিলে, তাহা শৃঙ্গ হইতে অভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু উক্তরূপ মেঘে গর্জ্জন হইলে, তাহা শৃঙ্গ নহে বলিয়া জানা যায়। মাঘের রৈবতক বর্ণনে এইরূপ আছে—

"অজস্র সহস্র মেঘ ভীষণ মূরতি
তুঙ্গ শিলাতট হ'তে উঠিছে সঘন,
রোধিবারে পুনঃ যেন তপনের গতি
বাড়াইছে ঊর্দ্ধে শির বিন্ধ্যের মতন। ১ সঃ ২
"অসংখ্য রতন রাজি নব প্রভাজালে
সুবর্ণের সানু দেশে করে ঝলমল;
ব্যাপ্ত মনোহর দেহ শ্যামল উপলে,
সুরভি লতিকাচয়ে শোভে অলিদল।" ৩

বিকচ-কমল-রুচি মনঃ সরোবর
সদা শুচি, কল হংসে চারু শোভা পায় ;
কলহ উমার সহ না সহি শঙ্কর
বিরাগে প্রমথ সহ রহেন হেথায় *। ১৩

ওষধি-লতার জ্যোতি জ্বলে গিরি-ভালে
উজলি বিমান সহ গ্রহ তারা দলে,
নভো মুখে সেই জ্যোতি হেরি নিশাকালে
স্মরিছে ত্রিপুর-দাহ প্রমথ সকলে †। ১৪

বহেন জাহ্নবী উচ্চ শিলার উপরে ;
কোথাও সলিল রাশি ঠেকিয়া শিলায়
ঘুরিছে নিক্ষেপি ফেনা শীকর-নিকরে
শোভে তাহা উর্দ্ধে শ্বেত চামরের প্রায় ‡। ১৫

* যদি পার্ব্বতীর সহিত কোন সময়ে শিবের বিবাদ ঘটে, তিনি অনুচরগণ সহ এই পর্ব্বতে আসিয়া শান্তি লাভ করেন। কবির উৎপ্রেক্ষা।

† শিব পূর্ব্বকালে ত্রিপুর ধ্বংস করিয়া তাহা দাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিপুরারি। রাত্রে ওষধিলতা সমূহ জ্বলিতে থাকে। তদ্দৃষ্টে উক্ত ঘটনা শিবানুচরদিগের মনে পড়িতেছে। নীচে ২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কুমার সম্ভবের ১ সর্গে এরূপ আছে যথা—

"বনেচরাণাং বনিতা-সখানাং
দরী-গৃহোৎসঙ্গ-নিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যাং
অতৈল-পূরাঃ সুরত-প্রদীপাঃ॥" ১০

রঘুবংশে এইরূপ আছে—

"শালতরু-বদ্ধ গজ, গলার শৃঙ্খলে
ওষধি লতার জ্যোতি করে ঝলমল,
অতৈল প্রদীপ রূপে সে লতিকা জ্বলে
বিনানলে করি রঘু-শিবির উজ্জ্বল।" ৪ সঃ ৭৫

‡ গঙ্গার জলরাশি প্রস্তরের প্রতিরোধে ঘূর্ণায়মান হইয়া ফেনপুঞ্জে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে যেন উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত শ্বেত চামরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। মাঘের

হিমাদ্রি দর্শনে পার্থ বিস্মিত অন্তর
বাসনা বুঝিয়া তাঁর কুবের-কিঙ্কর
আদরে কহিলা যক্ষ মধুর বচনে,
যথা কালে শোভে বাক্য জিজ্ঞাসা বিহনে—* ১৬

যক্ষকর্ত্তৃক হিমালয়-বর্ণন।

"অভ্র-ভেদী হিম-শুভ্র সহস্র শিখরে
বিভাগি সহস্র ভাগে বিশাল আকাশ †
শোভিছেন হিমবান্, হেরিলে তাঁহারে
আপনি লোকের হয় পাপের বিনাশ"। ১৭

"দুর্গম এ গিরি-মধ্য পরম গহন
সতত আগমে কিছু হ'য়েছে বর্ণিত,
পরম পুরুষ প্রায় দিগন্ত ব্যাপিত,
কে জানে এ গিরিবরে বিনা পদ্মাসন"? ‡ ১৮

শিশুপাল বধের ৩য় সঃ ৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য যথা—

"ব্যজিছে শোভিয়া উভ পাশে তাঁর
মৃণাল-ধবল যুগল চামর—
আকাশ-গঙ্গার যেন দুই ধার
বহিল অপূর্ব্ব শোভিয়া সাগর।" ৩

* শ্রোতার মন বুঝিয়া বাক্য বলিলে তাহা প্রীতিকর হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বলিয়া তাহা দোষের বিষয় নহে। পূর্ব্বের ৪র্থ সঃ ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† মাঘের রৈবতক-বর্ণনে এ রূপ আছে—

"সহস্র শিখরে গিরি ব্যাপিলা আকাশ,
সহস্র চরণে পুনঃ ঘেরিলা ধরার,
রবি শশী যেন আঁখি রূপে পরকাশ—
শোভিলা সহস্র-শির বিধাতার প্রায়।" শিশুঃ বধ ৪ সঃ ৪

‡ হিমালয়ের অন্তর্বর্ত্তী অসংখ্য গিরিগুহা প্রভৃতি লোকের অগম্য। তদ্বিষয় কথঞ্চিৎ পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। দিগন্তব্যাপী এই গিরিরাজ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর ন্যায় কেবল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জ্ঞাতব্য। কুমার-সম্ভবে সপ্তর্ষিগণ হিমালয়কে এইরূপে সম্ভাষণ করেন—

"স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুমাহুস্তথা হি তে।
চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ॥ ৬৭

"বিকচ কমল চারু সরোবর-জলে,
শোভে হেথা লতা-গৃহ চারু পত্র ফুলে,
যথায় আকুল হয় প্রেমে বামাদল
পতির পাশেও মান যাদের অটল *। ১৯

"সুনীতি সুভগ জন লভে ধন জাল,
সদা যাহে ধনদের পরম পীরিতি,
ধন-পূর্ণ হেন গিরি ধরি বসুমতী
শোভেন বিভবে জিনি ত্রিদিব পাতাল। † ২০

গাং অধাস্যৎ কথং নাগো মৃণাল মৃদুভিঃ ফণৈঃ।
আ-রসাতল-মূলাৎ ত্বং অবালম্বিষ্যথা ন চেৎ।।" ৬ সঃ ৪৮

সমুদ্র সম্বন্ধে কালিদাস এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"শান্ত ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অসীম সাগর
বিরাজিছে মহিমায় ব্যাপি দিগন্তর,
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে কেশব যেমতি,
বর্ণিবে স্বরূপ তার কাহার শকতি?" রঘুঃ ১৩ সঃ ৫

* মাঘের রৈবতক-বর্ণনে এরূপ আছে—

"অতি সু-মধ্যমা যেই রমণী নিকরে
প্রেমার্থী পতির প্রতি করে অবহেলা,
সে সব মানিনী আসি এ গিরি-শিখরে
ত্যজে রোষ প্রেমবশে হইয়া উতলা।" শিশুঃ বধ ৪ সঃ ৪৫

† নীতিপর ও ভাগ্যবান ব্যক্তিরা এই পর্ব্বতে ধন প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত ধনের দ্বারা ধনপতি কুবেরের প্রীতি সম্পাদিত হয়। এরূপ ধন-বিশিষ্ট পর্ব্বত পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন বলিয়া স্বর্গ ও পাতাল হইতে অধিক ধন গৌরবশালিনী। কালিদাস হিমালয়ের এরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"অনন্তরত্ন-প্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্য-বিলোপি জাতং।
একোহি দোষো গুণ-সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।। কুঃ সঃ ১ সঃ ৩

মাঘের রৈবতক বর্ণনা দ্রষ্টব্য যথা—

"ধনী বণিকের সম সে গিরি হইতে
লভে লোক নিরন্তর অমিত রতন,

"পার্ব্বতীর পিতা এই হিম-গিরিবর
নহে যাঁর সমতুল এ তিন ভুবন, *
নিবসেন হেথা শিব যোগেতে মগন,
অসীম মহিমা যাঁর লোকে অগোচর। ২১

"নির্ম্মল পরম পদ পাইবার তরে
জন্ম-জরা-হীন, ছেদি ভবের বন্ধন,
লভে লোকে তত্ত্বজ্ঞান এই গিরিবরে,
আগম হইতে যথা, তমঃ-বিনাশন †। ২২

"অপ্সরা-বিহার-শয্যা কুসুমে রচিত
শোভে হেথা, পদচিহ্ন অলক্তে অঙ্কিত,

সংগ্রহি বৃহৎ গ্রন্থে, অমূল্য জগতে ;
সানুদেশে ঝলে তথা মণি অগণন।" শিশুঃ বধ। ৪ সঃ ৯১

* শিবের পূর্ব্বপত্নী সতী হিমালয়ের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পার্ব্বতী ও উমা নামে প্রসিদ্ধা। কুমার সম্ভব দ্রষ্টব্য যথা—

"অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্য কন্যা ভব-পূর্ব্ব-পত্নী।
সতী সতী যোগ-বিসৃষ্ট-দেহা
তাং জন্মনে শৈল-বধূং প্রপেদে॥" ১ সঃ ২১
"তাং পার্ব্বতীত্যাভিজনেন নাম্না
বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম" ॥ ১ সঃ ২৬

† হিমালয় কেবল ভোগ-ভূমি নহে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক স্থান। শাস্ত্র হইতে যে রূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তদ্রূপ শুদ্ধচেতা ব্যক্তিগণ এই পর্ব্বতে বাস করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মাঘের রৈবতক বর্ণনে এরূপ আছে—

"লভি হেথা মৈত্রী আদি চিত্তের শোধন,
ত্যজিয়া অবিদ্যা আদি ক্লেশ যোগিগণ
লভিয়া স-বীজ যোগ, বাঞ্ছেন মুকতি
না ভাবিয়া ভিন্ন জ্ঞানে পুরুষ- প্রকৃতি।" শিশুঃ বধঃ ৪ সঃ ৫৫

বিকীর্ণ কেশের ফুল, অঙ্গ-ভঙ্গিমায়
লাঞ্ছিত, বিলাস-কেলি প্রকাশিছে তায় *। ২৩

"জগৎ-পূজিত এই শীত হিমাচলে
জ্বলন্ত ওষধি লতা নিরন্তর জ্বলে,
নীতিমান হ'লে নৃপ সম্পদের রাশি
বাড়ে যথা, ক্ষেত্র-গুণে মহিমা প্রকাশি †। ২৪

"এ পর্ব্বতে ফুল ভরে নত তরুদল ;
ডাকিছে কুরারী উড়ি ; জলেতে কমল ;
পাদপে ব্যাপিত নদী ভূষিত উশীরে,
করীর শরীর তাপ নিবারিছে নীরে ‡। ২৫

"কপোল-ঘর্ষণে সুর-গজ-মদধার
লাগিছে তরুর স্কন্ধে, চারু গন্ধ তার
অলিপুঞ্জে মোহি, গঞ্জে আমের মুকুল,
অকালে কোকিল কুলে করিয়া আকুল §। ২৬

* এই পর্ব্বতে অপ্সরাগণের বিহার চিহ্ন দেখা যায়—কোথাও আল্‌তার লাল পদচিহ্ন, কোথাও মাথার ফুল পড়িয়া রহিয়াছে, ও পুষ্প রচিত শয্যায় অঙ্গ-বিমর্দ বা চাপের চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

† রাজা নীতি সম্পন্ন হইলে যে রূপ সম্পৎ রাশি বৃদ্ধি হইতে থাকে তদ্রূপ হিমালয়ের ক্ষেত্র-গুণে জ্যোতির্লতা সমূহ তথায় অবিশ্রান্ত জ্বলিতে থাকে। সকল পর্ব্বতে জ্যোতির্লতা জন্মে না ও সকল রাজার রাজ্যে প্রজার সুখ সমৃদ্ধি হয় না। এই সমস্ত ক্ষেত্র বা গুণের মাহাত্ম্য পরিচায়ক।

রাজা ন্যায়বান্ হইলে রাজ্যে সুখ সম্পৎ বৃদ্ধি হয়। রঘুবংশ দ্রষ্টব্য যথা—

"ন্যায়বান্-হ'লে রাজা, বাঞ্ছা মত ধন
প্রদানেন কামরূপা বসুধা আপনি।" ৫ সঃ ৩১

‡ শৈল-স্রোতস্বতী বা নদীর দুই ধার ঘন বৃক্ষশ্রেণী ও উশীর তৃণ বা বেণা গাছে আবৃত। এবম্ভূত নদীজলে মজ্জনে হস্তীর দেহ-তাপ দূর হয়।

§ হিমালয়ে বৃক্ষের স্কন্ধদেশে মদমত্ত সুর-হস্তী কপোল ঘর্ষণ করায়, তাহাতে মদ ধারার সৌরভ লাগিয়াছে। তাহা আম্রমুকুল অপেক্ষা অধিক সুগন্ধবিশিষ্ট, তাহাতে ভ্রমর সমূহ আকৃষ্ট হইয়াছে ও বসন্ত ভিন্ন অপর ঋতুতে ও কোকিল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে—

"বসুধা ত্যজিয়া সুধা আছে এ ভূধরে,
বাসুকি বাঞ্ছেন যাহা বসি রসাতলে * ;
অপ্সরা বিচরে নিত্য এ চারু অচলে,
বহে তথা স্রোতঃকুল কুল কুল স্বরে। ২৭

"জ্যোতির্লতা দীপ, চারু লতার কুটীর,
সুর-পাদপের নব পল্লব শয়ন,
কেলি-কলা-শ্রম-হর কমল-সমীর,
এ সবে ত্রিদিবে ভুলে দেবাঙ্গনাগণ †। ২৮

"ভবেশে লভিতে যবে উমা চন্দ্রাননা,
জল-জন্তু-বিলোড়নে বিলোল-নয়না,
করিলা তপস্যা জলে, স্বিন্নাঙ্গুলি করে
ধরিলা করাগ্র তাঁর প্রভু এ ভূধরে ‡। ২৯

সচরাচর বসন্তে আম্রমুকুলের সৌরভ লাভে কোকিল ডাকিয়া থাকে। নীচে ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কুমার-সম্ভবে এরূপ আছে যথা—

"কপোল-কণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং
বিঘট্টিতানাং সরল-দ্রুমাণাং।
যত্র স্রুত-ক্ষীরতয়া প্রসূতঃ
সানূনি গন্ধঃ সুরভিঃ করোতি ॥" ১ সঃ ৯

* সুধা বা অমৃত পাতালস্থিত নাগরাজের অতি বাঞ্ছনীয়। কারণ বিনতাপুত্র পক্ষিরাজ গরুড় কদ্রুর সন্তান নাগজাতির জন্য চন্দ্রলোক হইতে অমৃত আনয়ন করিলেও তাহা দেবতারা গোপনে স্থানান্তরিত করেন। কবি বলিতেছেন, অমৃত নাগলোকে অপ্রাপ্য, মর্ত্ত্যলোকে অপ্রাপ্য হইলেও তাহা হিমালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ হিমালয় দেবতা ও অপ্সরাদিগের বিহার ভূমি রূপে বর্ণিত। নীচে ৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† জ্যোতির্লতা সম্বন্ধে ২৪ শ্লোক, লতা-কুটীর ও পদ্মের বায়ু সম্বন্ধে ১৯ শ্লোক, ও পুষ্পশয্যা সম্বন্ধে ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। হিমালয়ে বিলাসের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট উপকরণ থাকাতে তাহা দেবগণের বিহার-যোগ্য। উপরে ১৪ শ্লোক ও তৎ টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ পুরাকালে শিবকে স্বামী পাইবার জন্য পার্ব্বতী, হিমালয়ে তুষার-দ্রব জলমধ্যে মগ্ন হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন জলজন্তুর বিলোড়নে তাঁহার চক্ষু সময়ে সময়ে চঞ্চল

হইত, কিন্তু তপোভঙ্গ হইত না। এইরূপ তপস্যায় প্রীতিলাভ করিয়া শিব সাত্ত্বিক-ভাব বশতঃ স্বেদাক্ত করে পার্ব্বতীর কর-কমল ধারণ করিয়াছিলেন। কুমার-সম্ভব, ৫ম সর্গ দ্রষ্টব্য যথা—

"নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ
সহস্য রাত্রীরুদবাসতৎপরা।
পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ
পুরোবিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী॥ ২৬
মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি
প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষত-পদ্মসম্পদাং
সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্॥ ২৭
স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা,
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ম্বদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি তাং পুরাবিদঃ॥ ২৮
... ...
নিবার্য্যতাং আলি কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ পাপভাক॥ ৮৩
ইতো গমিষ্যাম্যথবেতিবাদিনী
চচাল বালা স্তন-ভিন্ন-বল্কলা।
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ,
সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ॥ ৮৪
তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গ-যষ্টি
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতং উদ্বহন্তী।
মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥ ৮৫
অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতিবাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ
ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে"॥ ৮৬

Mr. R. C. Dutt, C.I.E. thus renders these exquisite lines into English

" After rains the winter
Saw the tire-less maid
In the ice-bound water
Where the *Chukwas* played ;

And her lips were parted,
Fragrant was her face,
Like a water-lotus
Soft and sweet her grace !

Fruit and leaf are food
For hermits sterner still ;
Even fruit she tasted not
Nor touched a leaf for meal.

By long endurance proved
Tender though her frame
" Aparna " yclept was she—
Maid of unleafy fame.

... ...

Let not this youth ope his lips
To tell me such tale of shame
Not alone the man who slanders,
He who listens shares the blame !

Turned away the damsel
From the stranger guest,—
Through the bursting wild bark
Heaved her angry breast !

Smiling he embraced her,
All disguise removed—
Uma gazed in wonder
"Twas *Siva* she loved !—

Like a trembling lotus
Shook her tender frame,
O'er her brow and bosom
Quick the red blood came,

Still with foot uplifted,
Stayed not, could not go,
Like a rock-bound torrent,
Stopped its onward flow !

"পাতাল অবধি জল করি বিলোড়িত
সুধা হেতু দেবাসুরে মথিলে সাগর,
অনন্ত-মন্থন রজ্জু-বেষ্টনে অঙ্কিত
যেন সে মন্দর ঊর্দ্ধে ভেদিছে অম্বর! * ৩০

'Maiden', so spoke *Siva*,
'Take this hand of mine,
Won by love and penance,
Hence forth I am thine '
With a fresher beauty
Heavenly *Uma* shone,
For toil successful
Revives the soul anon.
Bridal of Uma." Ch. III, St. ix.

* পুরাকালে দেবাসুরে মিলিত হইয়া মন্দর পর্ব্বতের দ্বারা সর্পরাজ অনন্তকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করাতে পাতাল পর্য্যন্ত জলরাশি বিলোড়িত হইয়াছিল। ঐ সময়ে অনন্ত বা বাসুকির বেষ্টনে মন্দরের দেহে খাঁজ পড়িয়াছিল। এবম্ভূত মন্দর পর্ব্বত যেন এখন ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া আকাশ ভেদ করিয়াছে।

দেবাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য), কৌস্তুভ মণি, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, সুরা, অমৃত ও পারিজাত পুষ্প ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছিলেন। সমুদ্রমন্থন রূপ সুমহৎ ব্যাপার সৃষ্টিমধ্যে জনসাধারণের জাতীয় ঐক্য, উদ্যম ও তৎফলের পরিচায়ক রূপক স্বরূপ। ঐশ্বর্য্য বা অমৃত বণ্টনের সময়ে লোভের উদ্রেক হইয়া সুর ও অসুরের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ জন্মে ও যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, যে যুদ্ধে এখনও ধরাপৃষ্ঠ রক্তে প্লাবিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে পুরাতন কালে আর্য্যজাতিরা ঐকমত্য বলে তৎকালের জ্ঞাত জগৎ জয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার ধন, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে যখন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। এক দল সিন্ধুনদের পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা "অসুর" নামে অভিহিত, প্রাচীন ইরাণীয় জাতীর প্রধান উপাস্য দেবতা অসুর বা অহুরা মজদা, পুরাতন আসিরিয়া (Assyria) অসুরস্থানের নামান্তর মাত্র। অন্যদল সিন্ধুনদের পূর্ব্বদিকে আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা সমূহ "সুর" নামে প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য যে প্রসিদ্ধ ইংরেজ ও জর্ম্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি একতা ও বুদ্ধির বলে বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রমন্থনে সক্ষম হইয়াছেন ও নাগলোক পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া অপার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। পাতাল (*antipodes*) আধুনিক আমেরিকা (*America*)। বিষ্ণুর ৫ম অবতার বামন কর্ত্তৃক দৈত্যরাজ বলি তথায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেনন। Vide note p. 84—

"স্ফটিক-রজত-ভিত্তি মরাল-ধবল *
ইন্দ্রনীলমণি যোগে অধিক উজ্জ্বল,
বিস্তারিত ছায়া তার ভানুর প্রভায়
মধ্যাহ্নেও জোছনার ভ্রম জনমায়। ৩১

Professor Max Muller in his Introduction to the Science of Religion observes : "In their languages, as well as in their religions, traces may possibly still be found, of pre-historic migrations of men from the Primitive *Asiatic* to the *American* Continent either across the stepping stones of the *Aleutic* bridge in the *North*. or *lower South by drifting* with *favorable winds* from *island to island*, till the *hardy canoe* was *landed* or *wrecked* on the *American Coast* never to return to the *Asiatic home*, from which it had started."

"*Ananta* (the Infinite) is the great *Serpent God* who is said to hold the universe on his hoods and was the symbol of the *sky* or *infinite space*, studded with the starry and planetary systems. Allusion has probably been made to the region of the serpents, of whom the *Dragon* is symbolic of *China*, and the largest species, known as the *Boa*, abound in the tropical parts of *America*, believed to be the land of the *Antipodes* or *Nága-loka*, the country of *serpents*. *Serpent-worship* was known in *Ancient America* as in *India*. Mr. Squier in his "Serpent Symbol" observes that the idea existed in *America*. The great centnry of the *Aztecs* was encircled by a *serpent grasping its tail*, and the great Calendar stone is intwined by *Serpents* bearing human heads in their distended jaws. The principal god of the *Aztecs* was *Tonac-atle-coatle* which means the *Serpent-sun*. The *Mexican qwet-zal coatle* was represented in the form of a serpent. Vide my Anc. Geo. Asia, pp. 55 to 69.

* স্ফটিক ও রজতের ভিত্তি বা সানুদেশ শ্বেত রাজ হংসের ন্যায় ধবল। তাহাতে ইন্দ্রনীল মণি থাকাতে ধবলত্ব আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। এরূপ ভিত্তির শ্বেতস্নিগ্ধ ছায়া সূর্য্যের কিরণে বিস্তৃতি লাভ করিয়া মধ্যাহ্নেও জোৎস্নার ভ্রম জন্মাইতেছে। মাঘের রৈবতক বর্ণনায় এরূপ আছে—

"সম্মুখে রজত সানু—স্বচ্ছ দরপণ,
পড়ি তাহে মনোহর ভানুর কিরণ
কাঞ্চন-গুহাতে মুহঃ হইয়া বিম্বিত
হৃত-বাসা তরুণীরে করিছে লজ্জিত।" ৪ সঃ ৬৭

"এ গিরিতে বহে চির ধীর সমীরণ,
তাহে বিকম্পিত হ'য়ে কমলের দল
করিছে বিলাস-নৃত্য সলিলে বিমল
তরঙ্গিত, অঙ্গনার ভ্রূভঙ্গে যেমন। * ৩২

"ফণী-মুক্ত করে শিব বিবাহ সময়ে
ধরিলা চকিত-নেত্রা পার্ব্বতীর কর,
যবাঙ্কুর ল'য়ে যবে ভুজগের ভয়ে
কাঁপিল সে ভুজলতা, এ গিরি উপর † । ৩৩

"স্ফটিকের জ্যোতিরাশি উঠিছে অম্বরে,
তা সহ সূর্য্যের তেজ মিশি এ শিখরে
ব্যাপিয়াছে দশ দিশ অসীম প্রভায়
করিয়াছে অতিক্রম সহস্র সংখ্যায় ‡ । ৩৪

---

* বায়ু ভরে জলমধ্যে কমলের নৃত্য বা কম্পনে জলরাশি যেন রমণীর ভ্রূভঙ্গের ন্যায় ঈষৎ তরঙ্গিত ও কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছে। রঘুবংশে এরূপ আছে—

বিহরিছে জলে অবলা নিকরে,
শোভিছে আবর্ত্ত নাভির অদূরে,
ভ্রূভঙ্গ মিলিত তরঙ্গ-রেখায়,
চক্রবাক-যুগ স্তনযুগ প্রায়। ১৬ স: ৬৩

† শিবের হস্তে সর্পই বিবাহ কালীন হস্তসূত্র স্বরূপ শোভা পাইয়াছিল। ঐ সর্প-দর্শনে পার্ব্বতীর হস্ত ভয়ে কাঁপিতেছিল। সর্প শিবের হাত হইতে অপসৃত হইলে পর শিব পার্ব্বতীর হস্ত ধরিয়াছিলেন। তখন পার্ব্বতীর হস্তে বিবাহের মঙ্গল-সূচক যবাঙ্কুরাদি ছিল।

"তস্যাঃ করং শৈল-গুরূপ নীতং
জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিং অষ্টমূর্ত্তিঃ।
উমা-তনৌ গূঢ়-তনো স্মরস্য
তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্ব্বমিব প্ররোহম্॥ কুঃ সঃ ৭ সঃ ৭৬

‡ সূর্য্যের রশ্মি সহস্রসংখ্যক প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতে স্ফটিক রাশির প্রভা সূর্য্যের তেজে মিশিয়া ঐ তেজোরাশিকে অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহাতে সহস্র-রশ্মি সূর্য্য অসংখ্য-রশ্মি হইয়াছেন।

"যে কৈলাসে যক্ষরাজ তুষিতে শঙ্কর
নির্ম্মলা অলকা পুরী উচ্চ পুরদ্বার, *
পরিভ্রমি নিরন্তর উপান্তে তাহার
অকালেও অস্তগামী যেন দিবাকর। ৩৫

"কৈলাসের সানুদেশে বিপুল শিখরে
নানা রতনের জ্যোতি পড়ি নিরন্তর
দেখা যায় ভিত্তিপ্রায় দৃঢ় মনোহর,
সেই ভ্রম নাশে বায়ু বহি বেগভরে †। ৩৬

"মনোহর নব জ্যোতি সদা দূর্ব্বা দলে ‡
শোভে হেথা, বিরাজিছে সদা এ অচলে
শ্যামল কমল বন, জীর্ণ নাহি হয়
খচিত বিচিত্র ফুলে তরু-পত্রচয়। ৩৭

"ঝলে মরকত মণি দিবাকর-করে
গিরিপ্রান্তে, শুক সম হরিত বরণ,
তৃণ-ভ্রমে তাহে মুখ দিয়া ক্ষণ তরে
ত্যজিছে চকিত-নেত্রা মৃগ-বধূগণ §। ৩৮

* সূর্য্য অত্যুচ্চ কৈলাস পর্ব্বতের প্রান্তদেশে বিচরণ করাতে, সততই যেন অস্তগামী দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সূর্য্য কৈলাস পর্ব্বতের উর্দ্ধে উঠিতে অক্ষম। কুমার-সম্ভবে হিমালয় সম্বন্ধে এরূপ আছে—

'সপ্তর্ষি-হস্তাবচিতাবশেষা-
ণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ।
পদ্মানি যস্যাগ্র-সরোরুহানি
প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধ-মুখৈর্ম্ময়ূখৈঃ।" ১ সঃ ১৬

† কৈলাস পর্ব্বতের সানুদেশে নানা রত্নের ঘন জ্যোতিঃ রাশি পতিত হইয়া ভিত্তির ন্যায় দৃঢ় দেখা যায়। কিন্তু তথা বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে ভিত্তির ভ্রম দূর হয়, কারণ প্রকৃত ভিত্তি (দেওয়াল) হইলে তথায় বায়ু প্রবেশ করিতে পারিত না। ভ্রম সম্বন্ধে ৪ সর্গের ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য

‡ এই পর্ব্বতে দূর্ব্বা দল নবীনত্ব ত্যাগ করে না, অর্থাৎ সর্ব্বদা সদ্যঃ ও নবজাত দৃষ্ট হয়।

§ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত মরকত মণির হরিৎ বর্ণ তেজে আচ্ছন্ন হইয়া এই পর্ব্বতের

"ওই যে প্রফুল্ল স্থল-কমল-কানন,
তথা হ'তে রেণু রাশি উড়ায়ে পবন
ঘুরাইছে চারি দিকে মণ্ডলের প্রায়,
সুবর্ণ-ছত্রের শোভা ধরিয়াছে তায় *। ৩৯

"উমা ও শিবের সন্ধ্যা-প্রদক্ষিণ কালে †
যে অসম পদচিহ্ন জাহ্নবীর কূলে
পড়িয়াছে, বাম পদ অলক্ত রেখায়,
সে যুগল দেহ-যোগ প্রকাশে উষায়। ৪০

"এ পর্ব্বতে রজতের উচ্চ ভিত্তি তেজে
দিবাকর তেজোরাশি হইয়া বৰ্দ্ধিত
কাঁপে মুহু সুচপল তরুশাখা মাঝে
দর্পণ-বিম্বের প্রায় হইয়া স্ফুরিত। ‡ ৪১

প্রান্ত যেন নব তৃণে আবৃত দৃষ্ট হয়। তৃণ ভ্রমে হরিণীরা তাহাতে মুখ দিয়া মুখ উঠাইয়া লইতেছে। গৃহদ্বারে বিকীর্ণ মরকতের তেজে গোবরের লেপন ভ্রম হওয়া মাঘে বর্ণিত আছে—

"দেহলী ফলক মরকত-ময়
ছড়ায় দুয়ারে হরিত কিরণ;
অলিন্দে গৃহের নব বধূ চয়
তাই নাহি করে গোময় লেপন।" শিশুঃ বধ, ৩ সঃ ৪৮

* স্থল-পদ্মের ঘন স্বর্ণবর্ণ রেণুরাশি বায়ু কর্তৃক মণ্ডলাকারে চালিত হওয়াতে সোণার ছত্রের শোভা ধারণ করিয়াছে।

† সন্ধ্যাকালে উমা ও শিব একত্রে সায়ংকৃত্য হেতু গঙ্গাতীর প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহাদের অসমান (অর্থাৎ উমার ছোট ও শিবের বড়) পদচিহ্ন ভূমিতে পড়িয়া থাকে। তন্মধ্যে বামদিকস্থিত পার্ব্বতীর পদচিহ্ন আলতার বর্ণ বিশিষ্ট। এইরূপ পদচিহ্ন প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইলে বুঝা যায় যে উমা ও মহেশ্বর সাংকার্য্যাদি নিয়ম সময়েও বিরহাসহন হেতু যুক্ত দেহ হইয়া থাকেন।

‡ রৌপ্যময় শৃঙ্গদেশের তেজে সূর্য্যের কিরণ যেন বর্দ্ধিত হইয়া বায়ু-বিকম্পিত শাখার মধ্য দিয়া দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রায় স্ফুরিত হইতেছে। উপরে ৩১ ও ৩৪ শ্লোকের টীকা ও রৈবতক বর্ণনার নিম্ন শ্লোক দ্রষ্টব্য যথা—

মরকত-ময় ভূমে ভানুর কিরণ
তরু-পল্লবের ছিদ্রে হইয়া পতিত
ধরে অবনত শিখি-কণ্ঠের বরণ,
অতি সূক্ষ্ম তেজোজালে হইয়া স্ফুরিত। ৪ সঃ ৫৬

"বিচরে শিবের বৃষ এ গিরির ভালে
শুভ্র তেজে সমুজ্জ্বল বৃহৎ শরীর,
মণ্ডল-আকার তার বপ্র-ক্রীড়াকালে
উপজে শশীর ভ্রম মনে রমণীর *। ৪২

"শরতের খণ্ড-মেঘে লঘু ক্ষীণ-পর
ছিন্নকায় ইন্দ্রধনু হইলে উদয়
নানা রতনের জ্যোতি উঠি গিরি-শিরে
কোন মতে সে ধনুর দেহ পূর্ণ করে †। ৪৩

"শশিকলা ভবেশের ললাটে হেথায়
সতত অমৃত রাশি বরষি বিমল

মাঘের কৃষ্ণ নারদ মিলনে এরূপ বর্ণনা আছে--

"কেশবের সেই শ্যাম দেহ-তেজে
মিশিল ঋষির শুভ্র দেহ ভাতি,
পশি বিকম্পিত তরু-পত্র মাঝে
মিশে নিশাকালে জোছনা যেমতি।" ১ সং ২১

* শিবের বৃষ যখন মস্তক নত করিয়া বপ্রক্রীড়ায় অর্থাৎ শৃঙ্গের দ্বারা গিরিশৃঙ্গ-বিদারণে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার শুভ্র শরীর বর্ত্তুলবৎ গোলাকার ধারণ করে। তাহা গিরি-বিহারিণী রমণীগণের চক্ষে শুভ্র তেজোবিশিষ্ট চন্দ্র-মণ্ডলের ভ্রম জন্মাইয়া থাকে।

† শরৎ কালের মেঘ লঘু ও খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশে প্রকাশ হয়। ঐ খণ্ডীভূত মেঘে ইন্দ্রধনু উদয় হইলে, তাহাও ছিন্নকায় বা খণ্ড খণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্ব্বত হইতে নানা রত্নের জ্যোতিরাশি আকাশে উত্থিত হইয়া সেই খণ্ড ইন্দ্রধনুর ফাঁক সকল কোন প্রকারে পূর্ণ করিয়া দেয়। কবির উৎপ্রেক্ষা। এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা-সূচক অতি মনোহর স্বভাব-চিত্র অন্য কোন কাব্যে আছে কি না সন্দেহ। অনুবাদক খণ্ড মেঘে এরূপ খণ্ড-ইন্দ্রধনু শরৎকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রৈবতক-বর্ণনার নিম্নশ্লোক দ্রষ্টব্য--

"বিমল রতন হ'তে উঠি প্রভারাশি,
বিচিত্র বরণ চারু, পরস্পরে মিশি
বিরচিল উর্দ্ধে চিত্র, আধার-রহিত,
গগনে খেচরগণে করিয়া বিস্মিত।" শিশুঃ বধ ৪ সঃ ৫৩

ধৌত করি তরুলতা-পল্লব জ্যোৎস্নায়
অসিত পক্ষেও করে বনান্ত উজ্জ্বল *। ৪৪

"হিরণ্ময় প্রভারাশি উত্তরীয় প্রায়
বিস্তারিয়া বনে বনে যেই গিরিবর
শোভিছেন বহুতর কাঞ্চন-গুহায়, †
তব পিতা বাসবের প্রিয় এ ভূধর ‡। ৪৫

"লতার বেষ্টন ঘন হেথা বায়ু ভরে
হইলে শিথিল, দ্বিগুণিত রবি-করে
স্বর্ণময় তট হ'তে উঠে প্রভারাশি,
মুহুর্মুহু বিড়ম্বিয়া বিদ্যুতের হাসি §। ৪৬

"এ পর্ব্বতে ঐরাবত-কপোল-ঘর্ষণে
কাঁপিলে চন্দন-তরু, ধায় ফণিগণ;

---

* শিবের ললাটস্থিত চন্দ্রের কিরণে কৃষ্ণপক্ষেও এ পর্ব্বতে জ্যোৎস্না হইয়া থাকে। রঘুবংশে এরূপ আছে—

"মহাকাল নাম ধামে আছেন শঙ্কর
জ্বলে যাঁর ভালে শশী. শীতল কিরণে
উজলি অদূরে পুরী, তাই নৃপবর
অসিত পক্ষেও জ্যোৎস্না ভুঞ্জে নারী সনে।" ৬ সঃ ৩৪

† হিমালয়ের অসংখ্য স্বর্ণ-শিলা-বিশিষ্ট গুহাতে যে সমস্ত বনরাজি আছে, তাহাতে স্বর্ণের প্রভারাশি পতিত হইয়া স্বর্ণময় উত্তরীয় অর্থাৎ উড়নীর শোভা সম্পাদন করিয়াছে।

৪ ও নীচের শ্লোক দ্রষ্টব্য। মাঘের রৈবতক বর্ণনায় এরূপ আছে—

"নব তেজে দীপ্যমান এ চারু অচলে
শোভিছে সুবর্ণ-ভূমি শ্যাম দূর্ব্বাদলে
চারি দিকে, গিরিবর শোভে সুমোহন
নব পীতবাসে, কৃষ্ণ, তোমারি মতন।" ৪ সঃ ২১

‡ হিমালয়ের এই শৃঙ্গদেশ অর্জ্জুনের জনক ইন্দ্রের প্রিয় বলিয়া তাহার নাম ইন্দ্রকীল। ভারবির জীবনী দ্রষ্টব্য।

§ পরস্পর ঘন সংলগ্ন লতা সমূহ বায়ু কর্ত্তৃক শিথিল বা বিশ্লিষ্ট হইলে পর স্বর্ণময় সানু-দেশ হইতে সোণার জ্যোতিঃ রাশি সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে ও বিদ্যুতের চমকের ন্যায় দেখাইতেছে।

সুর-গজ-মদে সিক্ত হেরি সে চন্দনে
রহে দূরে ক্ষণ অন্য প্রমত্ত বারণ *। ৪৭

"মেঘ-সান্দ্র ইন্দ্রনীল-তেজে এ ভুধরে
বিমিশ্রিত রবিকর (তিমিরে যেমতি)
না পারে করিতে দীপ্ত গভীর গহ্বরে—
অন্ধকারে হ'ত যেন তপনের ভাতি †। ৪৮

* সর্প চন্দন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐরাবতের গণ্ড-কণ্ডূয়নে ঐ বৃক্ষ কম্পিত হইলে সর্প সমূহ ভয়ে তথা হইতে নামিয়া পলায়ন করে। ঐরাবতের গণ্ডবাহী মদ-ধারে চন্দন বৃক্ষ সিক্ত হইয়া যায়, এই হেতু অন্যান্য মত্ত হস্তী সহসা ভয় বা রোষ বশতঃই হউক তাহার নিকটে যায় না। উপরে ২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মাঘের রৈবতক বর্ণনায় এরূপ আছে—

"তাড়াইয়া বিষধর নাগে নরগণ
বাঁধিছে চন্দন বৃক্ষে মত্ত করিদল,
বিশাল-মস্তক, নীল-উৎপল বরণ,
ঝরে উষ্ণ বারি-বিন্দু উত্তাপে প্রবল। ৪৫
মদগন্ধে দ্বিরদের কপোল-ঘর্ষণে
তরুর বিশাল দেহ চারুগন্ধময়,
শোভে তাহে অলি পংক্তি সুনীল বরণে,
যেন স্থুল নীলমণি-খচিত বলয়।" শিশুঃ বধ, ৫ সঃ ৪৬

পুনশ্চ— "নিষাদী নিতেছে বৃক্ষে বাঁধিতে কুঞ্জরে
যতনে, না রহি তথা ভাঙ্গিছে বারণ
অন্য-গজ মদগন্ধ পেয়ে তরুবরে—
শত্রুর গন্ধও নাহি সহে মানী জন।" ঐ ৪২

† এই পর্ব্বতের গুহা-দেশে মেঘবৎ ঘন ইন্দ্রনীল মণি সমূহের নীল জ্যোতিঃরাশি বিকীর্ণ হইয়া গাঢ় অন্ধকার উৎপন্ন করে, তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া যেন ডুবিয়া যায়, অর্থাৎ সূর্য্যকিরণেও গুহার অন্ধকার দূরীভূত হয় না। উপরে ৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইহার বিপরীত সৌন্দর্য্য মাঘের রৈবতক-শিখর বর্ণনায় দৃষ্ট হয় যথা—

"রৈবতক-শিরে রবি-কর-পরশনে
উগরে অনল-তেজ সূর্য্যকান্তমণি ;
সর্ব্ব-ভেদী সৌর তেজ পশি সে রতনে
প্রকাশে অধিক গুণ পাত্র-গুণ গণি।" শিশুঃ বধ, ৪ সঃ ১৬

"শান্ত মনে তুমি, পার্থ, ব্যাসের আদেশে
ধরি অস্ত্র অপ্রমাদে এ বিজন দেশে *
কর গো তপস্যা, হিতকার্য্যেও ধরায়
বিনা বিঘ্ন শ্রেয়লাভ দেখা নাহি যায়। ৪৯

"না যাউক রিপু-অশ্ব কুপথে তোমার ; †
সন্তাপে দিবেন শিব উৎসাহ মঙ্গল ;
লোকপাল তেজঃ বল বাড়ায়ে অপার
শুভ অনুষ্ঠান তব করুন সফল।" ৫০

কহিয়া এ রূপ হিত বাক্য মনোরম ‡
গেলা চলি নিজ ধামে প্রিয় যক্ষবর ;
কি যেন ভাবিলা পার্থ উৎসুক অন্তর,—
সুজন-বিয়োগে দুখ জনমে বিষম। ৫১

আপন পৌরুষ প্রায় মনের বাঞ্ছিত
সর্ব্বথা অতুল-সার সে মহা শিখরে
লক্ষ্মীর সুপ্রিয় পার্থ হ'লা অধিষ্ঠিত,
বহু কার্য্য-সিদ্ধি যাহে ফলিবে সত্বরে §। ৫২

রঘুবংশে এরূপ আছে—"বিশাল চন্দন তরু সর্পের বেষ্টনে
পড়িয়াছে খাঁজ দেহে, তাতে করিদল
বাঁধিয়াছে কণ্ঠ-লগ্ন কঠোর বন্ধনে,
অবহেলে ভাঙ্গে তারা পদের শৃঙ্খল।" ৪ সঃ ৪৮

* ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে আত্ম-রক্ষণার্থে শস্ত্র ধারণ প্রয়োজন। ৩য় সর্গে ৫৩ শ্লোকে দ্রৌপদীর উক্তি ও ২৮ শ্লোকে ব্যাসের উক্তি দ্রষ্টব্য।

† রিপু—কাম ক্রোধাদি রূপ তেজস্বী অশ্ব দমিত হইলে সুপথে গমন করে।
২ সর্গের ৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ যক্ষের উক্তি ও উপদেশ হিতকর ও মনোমুগ্ধকারী। প্রথম সর্গের ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়া অর্জ্জুনের মনের অভীষ্ট বিষয়। সেই পর্ব্বত প্রাপ্তি তাঁহার পৌরুষ প্রাপ্তির সদৃশ। অর্থাৎ তথায় যাইতে না পারিলে তাঁহার অপৌরুষ। সেই পর্ব্বত অতুল-সার-বিশিষ্ট। তথায় তপস্যা করিলে অর্জ্জুনের অভীপ্সিত সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হিমালয়ের সারবত্তা সম্বন্ধে রঘুবংশ দ্রষ্টব্য যথা—

ইতি মহাকবি শ্রীভারবি কৃত কিরাতার্জ্জুন * কাব্যের বঙ্গানুবাদে
হিমবদ্বর্ণন নামে পঞ্চম সর্গ।

ভারবির প্রভা-রবি আগে সুপ্রকাশ
ছিল মাঘে মেঘাবৃত যথা দিনকর; †
বঙ্গের ভাষায় সেই কাব্যের উচ্ছ্বাস
গাইলা নবীনচন্দ্র কবি-গুণাকর।

"পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়ন-পাণিষু।
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা।"

অর্থ—বহু রত্ন উপহার দিয়া নিজ করে
পার্ব্বতীয় বীরগণ তুষিল রঘুরে—
হিমাদ্রি-ঐশ্বর্য্য তাহে জানিলা নৃপতি,
রঘুর বিক্রম গিরি জানিলা তেমতি।" ৪ সঃ ৭৯

* কিরাত—"The *kiratas* (probably the *kirrhadæ* of Arrian) were savage tribes living in woods and mountains, specially in the *eastern* Himalayan tracts and the hilly regions known in modern times as Burmah and Siam". Vide Anc. Geo. Asia, pp. 55 and 61.

† মাঘে—মাঘ মাসে সূর্য্যের কিরণ মৃদু হয়, অন্য অর্থে—মাঘ কবির উদয়ে ভারবির কাব্য-যশঃ প্রভা হ্রাস হয় প্রবাদ যথা—

"ভারবের্ভা-রবির্ভাতি যাবৎ মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে চ পুনর্মাঘে ভারবের্ভা রবেরিব"।

অর্থ—ভারবির প্রভা-রবি আগে সুপ্রখর,
মাঘোদয়ে হ'ল মৃদু যথা দিনকর।

মৎকৃত শিশুপাল বধের বঙ্গানুবাদ ২য় ভাগে মাঘের জীবনী দ্রষ্টব্য।

মহামহোপাধ্যায় কোলাচল-মল্লিনাথ সূরিবিরচিত ঘণ্টাপথ টীকাবলম্বনে শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর-পদাম্বু- ধৌত-চট্টল বাসী শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

ভ্রমসংশোধন—২য় পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তি, টীকাতে "পণ্ডিতঃ" স্থলে "পণ্ডিতাঃ"; ৫৬ পৃষ্ঠার টীকাতে "পুষ্ঠ" স্থলে "পৃষ্ঠ" হইবে।

REMARKS OF EMINENT PERSONS

On "Sisupal Badha in Bengali Verse" and Soka Giti". *

Sir Gooroo Dass Banerjee M.A., D. L. Kt. has been pleased to observe : "They both appear to be excellent. Your translation of Sisupala Badha and of Gray's Elegy will be regarded as valuable contributions to Bengali literature." 6th December 1904.

The Honerable Justice Sarada Charan Mitra M.A., B.L, writes : "I have read your "Sisupal Badha" with great pleasure. It fully bears out your poetical reputation." 11th December 1904.

Mr. R. C. Dutt, C. I. E. *Amatya* of Baroda State, observes :

Of the first work (Sisupal Badha, Cantos I to V) I need only say that like your "Raghu Vamsa" it *stands apart* from the generality of metrical translations from Sanskrit. Your translation is *simple and melodious*, and will, I hope, be acceptable to the Bengali reader....... ......Those who seek to know some thing of the "Raghu Vamsam" and the "Sisupal Badham" through Bengali translations *can not go to a better an abler and * a more faithful interpreter than yourself.*"

March 18, 1906.

The Hon'ble Dr. Rash Behary Ghose, Member of the Viceroy's Council has been pleased to write :

"I have to thank you for the presentation copies of your books. I can only repeat what I said in 1892 that you have rendered permanent service to the cause of Bengali literature and trust that you will never forsake the Muses for mere worldly prizes, which I am sure, you rate at their true value," The 12th January 1907,

"This is a translation into good readable Bengali verse of the 1st two Cantos of the famous Sanskrit work, Magha's "Sisupal Badha" so much admired by the students of Sanskrit literature. Magha belonged to an age when the decline of Sanskrit poetry had already commenced—when a cold and clear-cut artificial spirit from which the vital spark had fled and a laboured ornate style had supplanted that genial sympathy for nature in all her forms and the sweet graceful and animated style which characterised the age of Kalidasa. Considering the nature of the task, which the author had taken upon himself and the difficulties that lie in the way of a verse-

* By Nobin Chandra Das. Soka-giti includes Gray's *Elegy* and Cowper's "On the Receipt of my Mother's Picture" in Bengali verse.

translator, we can fairly say that the production is a creditable one and that it speaks volumes in favour of the author's erudition, rich vocabulary and nice perception of artistic beauty in thought and language. The book will, no doubt, give a very good idea of Magha's poem to those to whom the original is a sealed book."

National Magazine, February 1904.

"নবীনচন্দ্র বাবুর নাম সাহিত্য সেবকদিগের নিকট নূতন নহে। "রঘুবংশে" তিনি যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য অক্ষয় নাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রঘুবংশের অনুবাদ যেমন সুন্দর হইয়াছিল, শিশুপাল বধের অনুবাদ যে তাহা অপেক্ষা উৎকর্ষে ন্যূন হইয়াছে, তাহা নহে; বরঞ্চ স্থানে স্থানে আরও ভাল হইয়াছে। রঘুবংশ অপেক্ষা শিশুপাল বধ অতি কঠিন কাব্য; এই মহাকাব্য যে বঙ্গভাষায় এমন প্রাঞ্জল অথচ সুললিত ভাবে অনূদিত হইবে, তাহা কয় জন ব্যক্তি ভাবিয়াছিলেন? অনুবাদে মূলগ্রন্থের ভাব সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং ছন্দঃ ও মিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকে নবীন বাবু কবিত্ব শক্তির যথেষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে অনুবাদ পাঠ করিয়া মহাকবি "মাঘের" মহাকাব্যের স্বাদ আস্বাদন করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নবীনচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে বঙ্গভাষা পুষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদ পাত্র।" সাহিত্য-সংহিতা, মাঘ, ১৩১০ সাল।

"মাঘকৃত শিশুপাল বধ, বঙ্গানুবাদ; প্রথম ভাগ। শ্রীনবীচন্দ্র দাস এমএ, বিএল, কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ॥০ আনা"। এদেশে, পূর্ব্বকালে, বড় পণ্ডিতেরাই সাধারণতঃ বড় কবি বলিয়াই পরিচিত হইতেন। ইহার নিদর্শন স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্যের মত বড় পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর জন্মিবে কি না তাহা বলা যায় না; আর তিনি যেমন সরল, মধুর, শিশুবোধ্য ও সুখ-সুকুমার কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তেমন কবিতাও আর কেহ লিখিবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন পণ্ডিত বলিলে বুঝায় এক শ্রেণীর লোককে, আর কবি বলিলে বুঝায় আর এক শ্রেণীর লোককে। যেন পণ্ডিতের পক্ষে কবি-সমুচিত সরস-মধুর শব্দবিন্যাস-শিক্ষা সময়ের অপব্যয়, এবং কবি সম্প্রদায়ের পক্ষে ব্যাকরণ ও শব্দ বিজ্ঞানে সামান্য ব্যুৎপত্তি লাভও অপরাধজনক। তবে ইহার দুই চারিটী বর্জ্জিত স্থল না আছে এমন নহে। বাবু নবীনচন্দ্র দাস একটি প্রসিদ্ধ বর্জ্জিত দৃষ্টান্ত। তিনি এক-আধারে সুপণ্ডিত ও

সুকবি। তাঁহার অনূদিত রঘুবংশ পাঠ করিয়া লোকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছে; তাঁহার শিশুপাল বধের অনুবাদ পাঠ করিয়াও লোকে তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিবে।

এ অনুবাদ অবশ্যই রঘুবংশের অনুবাদ অপেক্ষা একটু বেশী কঠিন, কিন্তু এ দোষ নবীন বাবুর নহে। রঘুবংশের মূল রচনা যেমন, স্বচ্ছ-তোয়া সরযূর মৃদুবাহি স্রোতের মত, মৃদু মৃদু বহিয়া গিয়াছে, নবীন বাবুর অনুবাদও সেইরূপ অনারতগতি আমোদলীলাবতী তরঙ্গমালার মত প্রবাহিত হইয়াছে। শিশু-পাল বধের অনুবাদে সে সুখ-সচ্ছলতার প্রত্যাশা করা যায় না। তথাপি, সে অংশে যাহা ফলিয়াছে, তাহা আশাতীত। যদি গ্রন্থকার সমগ্র শিশুপাল বধ অনুবাদ করিয়া শেষ ও প্রকাশ করিতে পারেন, তবে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার একটী উজ্জ্বল ও অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ চিরকাল বিরাজমান রহিবে।"

"বান্ধব"। শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১১ বাং।

"শোক-গীতি। Including Gray's Elegy in Bengali. শ্রীনবীন চন্দ্র দাস প্রণীত" এই পুস্তকে 'মা'র ছবি'—'শ্মশান দর্শন' ও 'পিতৃবিয়োগ' প্রভৃতি চারি পাঁচটি শোক-উদ্দীপক কবিতা আছে; এবং প্রত্যেক কবিতাই নয়নাম্বু-লিখিত গাথার মত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। প্রথম কবিতা মহাকবি (Cowper) কুপার কৃত "On the Receipt of my Mother's Picture" অবলম্বনে, এবং দ্বিতীয় কবিতা প্রসিদ্ধ কবি গ্রে (Gray) প্রণীত Elegy অনুসরণে বিরচিত। আমরা দ্বিতীয় কবিতার দুইটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মহাকবি গ্রের মূল রচনা পড়িবার সময় হৃদয় যেমন শিহরিয়া উঠে, সৌভাগ্যবান্ দাস মহাশয়ের অনুবাদ পাঠের সময়েও হৃদয় সেইরূপ শিহরে কি না, কাব্যপ্রিয় পাঠক নিজে তাহার বিচার করুন।

"দিবসের অবসান ঘোষিছে আরতি,
হম্বা রবে ধীরে গাভী ফিরিছে প্রান্তরে,
কৃষক আবাস মুখে যায় শ্রান্তগতি,
সমর্পিয়া এ জগত মোরে ও আঁধারে।" ১

"প্রকৃতির ম্লান দৃশ্য পাইতেছে লয়,
রয়েছে সমীর শান্ত সুগভীর ভাবে,
কেবল ঘুরিছে উড়ি বেগে ঝিল্লীচয়,
বিরামিছে দূর গোষ্ঠ কিঙ্কিণীর রবে।" ২

বাবু নবীন চন্দ্র দাস যে প্রণালীতে কালিদাস, মাঘ, কুপার ও গ্রে প্রভৃতি কবির মধুর গম্ভীর কবিতানিচয় বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, অন্যান্য ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সেই প্রণালীতে শেক্ষপীরের নাটকনিচয় ও মিল্‌টনের স্বর্গভ্রংশ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে, বাঙ্গালা ভাষার কতই যে উন্নতি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। নবীন বাবুর উত্তম আশাও অক্লান্ত যত্ন, যশঃপ্রতিষ্ঠা-লিপ্সু নব্য কবিদিগের দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত অনুকৃত হইয়া শ্রেষ্ঠতর ফলে পরিণত হউক।"

"বান্ধব"। রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সম্পাদিত।

Babu Chandra Sekhar Kar, author of "Anath Balak" writes :

"You have translated the most difficult slokas of the highest works in Sanskrit literature in the best way possible, keeping the meaning of the text intact and choosing the sweetest words for the rendering. You have expressed the deepest thoughts in the shortest space possible and almost without exception in the same number of lines as there are in the original. Considering the difficulty of metrical rendering, the *ease and grace* of your style cannot be too highly admired." 22nd April 1906.

Mr. M. N. Dutt, M.A , M. R. A. S., Editor of "The Oriental' writes : "Many thanks for your kind letter and the first instalment of excellent metrical translation of Sisupal Badha. You are a born poet and have done the most satisfactory justice to the original author. Your translation has been very sweet." 26 Nov. 1903.

Mahamahopadhyay Krishna Nath Nyay Panchanan of Purvosthali writes :

অশেষ-গুণাস্পদেষু—

পূর্ব্বপ্রদত্ত শিশুপাল বধের বঙ্গানুবাদ এবং সম্প্রতি প্রেরিত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদ দর্শন করিয়া একান্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূলার্থের সহিত বৈষম্য ঘটনা না হয় এতৎসম্বন্ধে বঙ্গানুবাদে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, অথচ কবিত্বে ভঙ্গ হয় নাই ইহা সাতিশয় প্রশংসার হেতু। শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণঃ। পূর্ব্বস্থলী। ১৮ই আশ্বিন, ১৮২৮ শকাব্দাঃ।

PRINTED AT THE COTTON PRESS, 57, HARRISON ROAD—CALCUTTA.